ইংলণ্ডের

শিক্ষাধারার ইতিহাস

★

★

শর্বরী ভূষণ পুরকায়স্থ
এম, এ, বি, টি, এম, এড,
রিসার্চ ফেলো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস

ভূমিকা

শিক্ষাই হ'লো জাতির মনোমুকুর। সেই মুকুরেই প্রতিফলিত হয় জাতিগত বৈশিষ্ট্য; এখানেই নিহিত আছে জাতির সমগ্র ঐতিহ্য ও কৃষ্টি। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের শিক্ষা ধারার ইতিহাস আলোচনা করলে এই কথা বার বার আমাদের মনে উদিত হ'বে। এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

প্রথমতঃ, আমরা বলতে পারি ইংলণ্ডে এতাবৎকাল যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত হ'য়ে আস্‌ছে তার মধ্যে ইংরেজ জাতির বিশেষ বিশেষ গুণপনা আপনা হ'তেই ফুটে উঠেছে। আমরা ইংরেজদের জাতিগত রক্ষণশীলতার কথা জানি। তারা সাধারণতঃ সংস্কার-বিমুখ ও বিদ্রোহ-বিরোধী। কিন্তু জীবন-পথে চল্‌তে গিয়ে যদি তারা বোঝে যে কোন বিষয়ে আশু সংস্কারের প্রয়োজন, তাহ'লে জীবনের সেই অধ্যায়ে যে কোনরূপে পরিবর্তন-সাধনে তাদের কোন প্রকার কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ থাকে না। ইংলণ্ডে রাজা জনের আমল থেকে সুরু ক'রে আজ পর্য্যন্ত যদি সে দেশের সংবিধানের ইতিহাস আলোচনা করা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে যে এই বৈশিষ্ট্যই তার প্রতিটি স্তরে ফুটে উঠেছে। দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে একথা যেমন খাটে, দেশের শিক্ষার ইতিহাসে এই কথা তেমন সমভাবে প্রযোজ্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সমগ্র দেশের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল একান্তভাবে রক্ষণ-শীল, গতানুগতিক ও মামুলী ছাঁচে ঢালা। কিন্তু জাতির কর্ণধারগণ যখন বুঝলেন যে দেশকে অন্যান্য প্রগতিশীল

রাষ্ট্রের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে হ'লে তাঁদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, তখন তাঁরা কালক্ষেপ না ক'রে তাঁদের সমগ্র মনোযোগ সে দিকে নিবদ্ধ করলেন। বাস্তবিক পক্ষে বলতে গেলে বলা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে সুরু ক'রে বর্ত্তমান শতাব্দীর চতুর্থদশকের পর পর্য্যন্তও ইংলণ্ডে যে সব শিক্ষাবিধি পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক পাশ হ'য়েছে তা সবের মূলে ছিল ইংরেজ জাতির সংস্কারমুখী মনোভাব। প্রগতিবাদী রাষ্ট্রগুলি জীবনের সর্ব্বাধ্যায়ে অগ্রসর হ'য়ে যাবে আর ইংলণ্ড সেখানে অনগ্রসর হ'য়ে থাক্‌বে তা ইংরেজ মণীষীরা সইবেন কি করে? এই জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের নিরলস কর্ম্মপ্রয়াসের অন্ত ছিল না।

ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'লো এই যে স্থানীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের নিয়ন্ত্রণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্য দিয়ে ইংরেজ জাতির অন্য একটি বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। ইংরেজ জাতি যে স্বাধীনতাকামী জাতি তা সর্ব্বজনবিদিত। তারা সচরাচর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণে সর্ব্বদাই সচেতন। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে জাতির এই স্বাধীনতাপ্রিয়তা বেশ ভাল ভাবেই ফুটে উঠেছে। তারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব্ব কর্‌তে কোনক্রমেই রাজী নয়। ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধি প্রবর্তিত হবার পর থেকে যদিও কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দপ্তর খোলা হয়েছে এবং যদিও শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে নীতির একত্ব সনুসরণ করেন, তবুও স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষ দেশের শিক্ষানীতি নির্দ্ধারণে যথেষ্ট স্বাধীনতা উপভোগ করেন। বস্তুতঃ ইংলণ্ডের স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগণ স্বয়ংচালিত শিক্ষাসংস্থা যাঁরা দেশের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সাহায্য ক'রে থাকেন।

ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রয়াসের যথেষ্ট মর্য্যাদা দেওয়া হ'য়েছে। এ দেশের শিক্ষার অগ্রগতির পথে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা যথেষ্ট কার্য্যকরী হ'য়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মাত্র শিক্ষা যে

রাষ্ট্রের দায়িত্ব এ কথা স্বীকৃত হ'য়েছে ইংলণ্ডে। তার আগে ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রসারে ব্যক্তিগত প্রয়াসের একাধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ইংলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায় বহুদিন থেকে ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রসারে অগ্রণী হ'য়েছে। ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুল, গ্রামার স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইংলণ্ডের এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে শুধু দেশের শিক্ষাপদ্ধতি স্থিরীকরণে সাহায্য ক'রেছে তা নয় বরং তারা দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে বহুলাংশে সাহায্য ক'রেছে। এ কথা প্রায়ই ব'লতে শোনা যায় যে ওয়াটার্লু'র বুদ্ধ বিজিত হ'য়েছিল ইটন ও হ্যারোর ক্রিকেট খেলার মাঠে। সত্যই জাতীয় জীবনে ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। দেশের সর্ব্ব অধ্যায়েই এখানকার বিদ্যার্থীরা যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তাতে এদের কৌলীন্য এবং গৌরব দুইই বৃদ্ধি পেয়েছ। তাই দেখা যায় যে ইংলণ্ডের বেসরকারী বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতির ওপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার ক'রেছে।

ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাসে আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'লো এই যে এ দেশের শিক্ষাপদ্ধতিকে একেবারে আধুনিক বলা যেতে পারে। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে যে শিক্ষাধারা প্রচলিত, তাকে প্রাচীন ও নবতম শিক্ষাপদ্ধতির অপূর্ব্ব সমন্বয় হিসাবে ধরা যেতে পারে। এদেশের শিক্ষাধারার মধ্যে রক্ষণশীলতা ও প্রগতিবাদের সমন্বয় হ'য়েছে ব'লেই এই শিক্ষাপদ্ধতি অন্য দেশের লোকের নিকট চিত্তাকর্ষক হ'য়ে উঠেছে। ইংলণ্ডের কোন কোন শিক্ষায়তনের মধ্যে মহামতি আলফ্রেডের সময়কার শিক্ষাপদ্ধতির চিহ্ন দেখ্তে পাওয়া যায়। এই সব প্রাচীনতম বিদ্যায়তনের পার্শ্বেই আবার রয়েছে আধুনিকতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেমন কিণ্ডারগার্টেন ও নার্সারি বিদ্যালয়। শিক্ষার এই দ্বিবিধ ধারাই ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থাকে অপরূপ বৈশিষ্ট্য দান ক'রেছে।

ইংলণ্ডের শিক্ষা-ইতিহাসে আর একটি বিষয় সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যখনই ইউরোপে কোন মহাসমর সংঘটিত হ'য়েছে, প্রায় তখনই ইংলণ্ডে কোন না কোন শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তিত হয়েছে। সমগ্র জাতির স্বাভাবিক অগ্রগতি কোন অংশে না ব্যাহত হয় এবং যাতে ইংরেজরা ইউরোপের অপরাপর জাতির তুলনার শিক্ষায় দীক্ষায় কোন অংশে হীনতর ব'লে প্রতিপন্ন না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই সব শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হ'য়েছিল। ১৮১৫ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৪ সালের মধ্যে যে সব শিক্ষা-আইন পাশ হয়েছে, সেগুলির সব কটির সম্বন্ধে এই একই কথা খাটে। ১৮১৫ সালে ওয়াটালু র যুদ্ধে নেপোলিয়নের পতন হ'লো বটে, কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ইংলিশ পয়ঃপ্রণালীর তরঙ্গবাহিত হ'য়ে ইংলণ্ডের তটভূমিতে আঘাত হানছিল। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হ'লো ইংলণ্ডের ১৮৩২ সালের সংস্কার আইন। এতদিন রাজনৈতিক অধিকার অভিজাত সম্প্রদায়ের একচেটিয়া ছিল। কিন্তু এর পর থেকে ইংলণ্ডের জনসাধারণ রাজনৈতিক অধিকার লাভ ক'রলো। এর আগে শিক্ষাদেউলের দ্বার জনসাধারণের নিকট ছিল অবরুদ্ধ। কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে যখন ইংলণ্ডের জনসাধারণের ভোটদানের অধিকার সম্প্রসারিত হ'লো, তখন জনসাধারণের মধ্যে এক স্বতোৎসারিত অনুপ্রেরণার সঞ্চার হ'লো। ইংলণ্ডের জনসাধারণ শিক্ষালাভের জন্য এক স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা অনুভব ক'রতে লাগলো। ১৮২০ সালের এক শিক্ষা-সংক্রান্ত বিল পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হ'য়েছিল। কিন্তু চার্চ অব ইংলণ্ডের তীব্র বিরোধিতার ফলে সে বিল তুলে নেওয়া হ'য়েছিল। কিন্তু জনসাধারণের নিরন্তর দাবীকে সরকার পক্ষ আর বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারলেন না। ১৮৩৩ সালে শিক্ষা-বাবদে সর্ব্ব প্রথম ২০,০০০ পাউণ্ড বরাদ্দ করা হ'লো। ইংলণ্ডের দুঃস্থ জনসাধারণের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে এবং তাদের জন্য বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মানের জন্য এই অর্থ ব্যয়িত হ'বে। ১৮৩৫

সালে পার্লামেণ্ট নর্ম্মাল স্কুল নির্ম্মানের জন্য আবার ১০,০০ পাউণ্ড বরাদ্দ ক'রেছিল। এই সময় থেকে শিক্ষার প্রতি রাষ্ট্রের সজাগ দৃষ্টি সবিশেষ লক্ষ্যণীয়।

এর পর ইউরোপের ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা হ'লো অষ্ট্রো-প্রাশিয়ান্ সমর। এই সংগ্রামে অষ্ট্রিয়ার সুবিশাল বাহিনী স্যাডোয়া প্রান্তরে উদীয়মান প্রাশিয়ান্ বাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পারাজিত হ'লো। জার্ম্মান সম্রাটের গর্ব্বোদ্ধত শির নত হ'য়ে গেল প্রাশিয়ার সামরিক শক্তির কাছে। ১৮৭০ সালে আবার এই প্রাশিয়ান সৈন্য বাহিনী সিডান প্রান্তরে এতাবৎদুর্ভেদ্য ফরাসী সৈন্যবাহিনীর বিজয়-গৌরব ম্লান ক'রে দিয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রে নিল। এর ফলে ইউরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে ফ্রান্সের একাধিপত্য চির-তরে খর্ব্ব হ'য়ে গেল। সমগ্র ইউরোপ এবং বিশেষ ক'রে ইংলণ্ডের মণীষীরা ভাবতে লাগলেন যে প্রাশিয়ার এই সামরিক বিজয়ের পশ্চাতে রয়েছে নিশ্চয়ই তাদের দেশের অপূর্ব্ব শিক্ষাব্যবস্থা। তাই ইংলণ্ডের শিক্ষানুরাগী নেতৃবৃন্দ ১৮৬০ সালে পাশ করলেন ফর্ষ্টার বিধি। এই আইন পাশ হবার পর থেকে ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার প্রয়াস হ'লো। পাঁচ থেকে তের বছর বয়সের বালক বালিকাদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রসারিত হ'লো এবং দুঃস্থ অভিভাবকগণের ছেলেমেয়েদের অবৈতনিকভাবে পড়াবার ব্যবস্থাদি হ'লো।

১৯০২ সালে যখন বুয়ার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘট্‌লো, তখন ইংলণ্ডে পাশ হ'লো ১৯০২ সালের বোর্ড অব এডুকেশন আইন। ১৯৪৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই আইনই ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ ছিল। তারপর প্রথম বিশ্বসমর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত হ'লো নূতন আলোসন্ধানী ফিশার আইন। অর্থনৈতিক মন্দার দরুন অবশ্য এই আইনকে কোনদিন কার্য্যকরী ক'রে তোলা সম্ভব হয়নি। এর পর দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত হ'লো ১৮৪৪ সালের যুগপ্রবর্ত্তক শিক্ষা-

আইন। প্রায়ই দেয়া যায় যে প্রতিটি বিরাট সংগ্রামের পর মানুষের মনে স্বতঃ একটা প্রশ্ন উদিত হয়—কেন এই নিরর্থক প্রাণ নিয়ে খেলা, কেন এই নির্ম্মম নৃশংস হত্যার তাণ্ডবলীলা? মানুষের অন্তরের উদগ্র লোভ ও নির্লজ্জ স্বার্থ কি তার স্বাভাবিক হৃদয়বত্তা ও মানবতাকে দমিয়ে রাখবে চিরন্তন? তা যদি সম্ভব হয়, তাহ'লে মানুষের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোথায়ও কোন ত্রুটি আছে, যার ফলে মানুষের সভ্যতার ইমারতে মাঝে মাঝে ধ্বস নামে। সভ্যতার ও সংস্কৃতির স্নিগ্ধ আলো এখনো যুদ্ধামোদী ব্যক্তিদের মনের ঘনান্ধকার দূর করতে সমর্থ হয় নি। কিন্তু তবুও আশাবাদী মানুষ হাল ছাড়ে না। তার মনে জাগে তীব্র আকাঙ্ক্ষা—সমস্ত মানব সমাজকে সে আবার নূতন ছাঁদে গ'ড়ে তুলবে; তাকে নিয়ে যেতে চায় নবতর আলোর দেশে; অসত্যের মোহপাশ কাটিয়ে তাকে সত্যের ও কল্যাণের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। একমাত্র শিক্ষাই যে যথার্থ মানুষ তৈরী ক'রে তাকে উজ্জল ভবিষ্যৎময় চরম পরিণতিতে পৌঁছে দিতে পারে একথা সর্ব্বজনস্বীকার্য্য। প্রতিটি শিক্ষা সংস্কারের মূলে নিহিত থাকে মানবের আত্মিক বা পরমার্থিক উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠতর সমাজব্যবস্থার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাই ইংলণ্ডের শিক্ষানুরাগী মণীষীরা দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের মধ্যে অসংখ্য বোমারু বিমানের অশ্রান্ত বোমা বর্ষণ, দেশ আক্রমণের আসন্ন ভয় ও সহস্র নর-নারীর ঘোরতম দুর্দ্দিনের মধ্যেও শিক্ষাসংস্কারের চেষ্টায় বিরত হন নি। বরং জাতির সব কিছুই যেন নির্ভর করছে এই ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনের ওপর এমনি ভাবেরই আঁকড়ে ধ'রেছিলেন তাঁরা এই আইনকে। সমগ্র জাতির দীর্ঘ দিনের বাসনা পরিপূরিত হ'লো এই আইনের মাধ্যমে।

———

(১)

সূচনা

ইউরোপের প্রাচীন শিক্ষাধারার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে ইউরোপীয় দেশগুলিতে শিক্ষার গোড়াপত্তন হয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির স্বতোৎসারিত প্রচেষ্টা দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ আমরা ধরতে পারি—রোমক সাম্রাজ্যে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল, তার মূলে রাষ্ট্রের কোন প্রয়াস ছিল না, তা' অনুপ্রাণিত হ'য়েছিল কতিপয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি কর্ত্তৃক। ইউরোপের মধ্যযুগের শিক্ষার ইতিহাসেও অনুরূপ ব্যবস্থা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই সময়কার শিক্ষনীয় বিষয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল মূখ্যতঃ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম-ঘেঁষা এবং তদানীন্তন শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে চার্চের কুক্ষিগত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রগতিবাদী সকল রাষ্ট্রে শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রয়াস চলেছে; রাষ্ট্রের নাগরিকগণের শিক্ষার গুরু দায়িত্ব এখন রাষ্ট্রকেই বহন ক'রতে হ'চ্ছে। ইউরোপে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার স্থলে রাষ্ট্রের ব্যাপক প্রয়াস অবশ্য আকস্মিকভাবে আসে নি, তা এসেছে অতি ধীর মন্থরগতিতে এবং ক্রমবিবর্ত্তনের মাধ্যমে। ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে এই উক্তি খুব বেশী ক'রেই প্রযোজ্য; কারণ ইংরেজরা যুগান্তকারী চমকপ্রদ বিপ্লবের চাইতে বিবর্ত্তনবাদে অধিকতর আস্থাশীল এবং এখানেই নিহিত আছে ইংরেজদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির মত ইংলণ্ডেও শিক্ষা এককালে ছিল দেশের ধনিক সম্প্রদায়ের একচেটিয়া কারবার; সেখানকার অগণিত জনসাধারণ ছিল অক্ষরজ্ঞানহীন এবং অজ্ঞানতমসাবৃত। কেবলমাত্র সঙ্গতিশীল ও ধনশালীদের সন্তান সন্ততি ছাড়া কেউই

পেত না জ্ঞানের উদার আলোক। জ্ঞান ও শিক্ষার মন্দিরের পবিত্র দ্বার অবরুদ্ধ থাকত তথাকথিত দরিদ্র শ্রমজীবীদের কাছে। ইংলণ্ডের প্রাচীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভেদের উপর এবং এই শ্রেণীগত তারতম্যই ছিল এই সময়কার ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার মাপকাঠি।

কিন্তু শ্রেণীগত শিক্ষাব্যবস্থা ইংলণ্ডে খুব বেশীদিন কায়েমী হ'য়ে রইলো না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে প্রতিবেশী ফ্রান্সে যখন যুগান্তকারী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার অমোঘবাণী সমগ্র ইউরোপের বুকে এক অভিনব আলোড়ন এনে দিয়েছিল, তখন ইংলিশ পয়ংপ্রণালীর অপর পারে অর্থাৎ ইংলণ্ডের তটভূমিতে সেই বাণীর তরঙ্গ আছাড় খেয়ে প'ড়ছিল। গণতন্ত্রের ভাবধারা যেমন সমগ্র ইউরোপকে ক'রেছিল প্লাবিত, তেমনি ইংলণ্ডও সেই ধারায় স্নান ক'রে উঠেছিল। জনসাধারণের শিক্ষার অধিকারের দাবী কালের অগ্রগতির সঙ্গে দিন দিন স্বীকৃত হ'চ্ছিল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্য ও শ্রেণীবৈষম্য ধীরে ধীরে বিদূরিত হ'চ্ছিল। যে কোন গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব ও উন্নতি একান্তভাবে নির্ভর করে এর অক্ষরজ্ঞানসম্বুদ্ধ নাগরিকগণের উপর—এই নীতিই অনুসৃত হ'তে লাগ্‌ল ইংলণ্ডে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতি নাগরিকের দায়িত্ব-সচেতন তা নির্ভর করে সর্ব্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার উপর। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যাতে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব, সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকে, তার জন্য চাই সর্ব্বসাধারণের হিতকর শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাই ভাবী নাগরিকের জীবনকে গ'ড়ে তোলে। নিরক্ষরতা গণতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্যকে ক'রে দেয় বিফল। তাই প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরম লক্ষ্য হয় তার নাগরিকগণের মধ্যে ধর্ম-নিরপেক্ষ ও শ্রেণীস্বার্থবিবর্জ্জিত শিকাপদ্ধতির বহুল প্রচলন করা। বার্কেনাফ্‌ তাঁর "ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসে" বলেছেন,—"ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস শ্রেণীস্বার্থের মূলদেশে নিরন্তর আঘাত হানার কাহিনী। এককালে ইংলণ্ডের প্রাথমিক

শিক্ষা নির্ভরশীল ছিল ব্যক্তিগত বদান্যতার উপর ; এখন ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক পর্য্যায় অনুসারে শিক্ষাক্ষেত্রে সমসুযোগলাভই একটি বিশেষ অধিকার ব'লে স্বীকৃত হ'চ্চে। আজ যে ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত, তা পরীক্ষামূলক ধীর বিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। এর মাঝে লুকিয়ে আছে এর সফলতা বিফলতার ইতিবৃত্ত, আর সেই সঙ্গে মিশে আছে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার একটি ভাব এবং আপোষমূলক প্রবৃত্তি।" কিন্তু একটু অনুধাবন আর বিচার করলেই আমরা দেখতে পাব যে ইংলণ্ডের শিক্ষাধারা এখনও শ্রেণীগত স্বার্থভাব থেকে সম্পূর্ণ বিনির্ম্মুক্ত হ'তে পারে নি।

সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ও ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় ধ'রে ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বলতে বোঝাত নার্সারি ও শিশু-শিক্ষাকে। এ দু'টোই ছিল প্রাথমিক শিক্ষার প্রধানতম অঙ্গ। কিন্তু এই শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ক'রতো পরোপকার বৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষের অকুণ্ঠ দানশীলতা ও নিরলস প্রয়াসের উপর। ধনীর দুলালরাই এর ফলভোগকারী ছিল। আবার এই সব শিক্ষা-নিকেতন চার্চের দ্বারা প্রায়শঃই প্রভাবান্বিত হ'তো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে সব প্রাথমিক শিক্ষালয় চালু ছিল, সেগুলোকে প্রধানতঃ তিনটি পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে ; যথা, প্রাইভেট্, গৃহ-বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়। প্রাইভেট্ বিদ্যালয়গুলিই ছিল সংখ্যায় অধিক। দুঃস্থ ঘরের সন্তান ব্যতীত অপরাপর ঘরের শিশুরা এই সব শিক্ষালয়ে পাঠাভ্যাস করত। অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে এবং সম্পূর্ণ নিজেদের দায়িত্বে ব্যক্তিবিশেষ এই সকল বিদ্যালয় পরিচালনা ক'রতেন। যে সকল ছাত্র এই সমস্ত প্রাইভেট স্কুলে অধ্যয়ন ক'রত তাহাদের সকলকে বেতন দিয়ে প'ড়তে হ'তো। উদ্দেশ্য, শিক্ষাপ্রণালী ও সংগঠন ব্যাপারে এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সবিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হ'তো। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হ'তো বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়াদি, কোনও বিদ্যালয়ে আবার

লিখনপ্রণালী, কোন কোন বিদ্যালয়ে আবার অঙ্কের উপর জোর দেওয়া হ'তো বেশী, কোন কোন শিক্ষায়তনে কেবলমাত্র পঠনই শেখান হ'তো ; আবার কোন কোন শিক্ষালয়ে কিছুই শেখান হ'তো না। যে সকল ব্যক্তি জীবনের অর্থকরী বৃত্তিতে সাফল্যলাভ ক'রেতে পারতো না, তারাই এই সব প্রাইভেট শিক্ষায়তনে শিক্ষকতা ক'রতেন। কোন কোন শিক্ষক আবার তাঁদের শিক্ষকতা কাজের সঙ্গে সঙ্গে নানা কাজে লিপ্ত থাকতেন, মায় জুতো সারা থেকে ধর্মপ্রচার পর্য্যন্ত।

যে সকল গৃহ-বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে থাকত সীমাবদ্ধ। এখানকার ছাত্রদের ঘরে পড়িয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল।

সর্ব্বশ্রেণীর দুঃস্থ ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য দাতব্য বিদ্যালয়গুলির দ্বার থাকতো অবারিত। দাতব্য বিদ্যালয়গুলো আবার বিভিন্ন রকমের হ'তো—যেমন, গ্রাম্যধর্ম্মায়তনের বিদ্যালয়, রবিবারের বিদ্যালয়, শিল্প-বিদ্যালয়, শ্রমকেন্দ্র ও দাতব্যচিকিৎসালয়-সংলগ্ন বিদ্যালয়।

ফরাসী বিপ্লবের আগে ইংলণ্ডে যে প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তার মাঝে প্রতিফলিত হ'য়েছিল ইংলণ্ডের সমাজ-ব্যবস্থার বৈষম্যও তারতম্য। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তরে, ধনী, নির্ধন, অভিজাত শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যে বৈষম্য ও বিভেদ ছিল, তা অতি উৎকট আকার ধারণ ক'রেছিল। গরীবরা বিত্তহীন বলেই শিক্ষালাভে ছিল বঞ্চিত। সমাজের উর্দ্ধতন লোকেদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হ'য়েছিল যে বিধির অমোঘ বিধানে গরীবরা গরীব হ'য়েই জন্মেছে, তারা অজ্ঞানতাপঙ্কে থাকবে চিরকালই নিমজ্জিত ; তাদের জন্য নেই প্রয়োজন কোন শিক্ষাব্যবস্থার ; যেহেতু তারা জন্মেছে দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতার মাঝে, চিরজীবন কাটাতে হ'বে তাদের পঙ্কিল পরিবেশের মধ্যে।

গণ-শিক্ষার বিরুদ্ধে এই প্রকার বিরূপ মতবাদ থাকলেও ইংলণ্ডে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এই সময় থেকে এমন একটি প্রয়াস দিন দিন স্থপরিস্ফুট হ'য়ে উঠছিল যাতে ইংলণ্ডের জনসাধারণ শিক্ষার অনাবিল আনন্দ ও উজ্জল আলোক হ'তে কোনদিন বঞ্চিত না হয়। শিক্ষামূলক এই সব প্রচেষ্টার পশ্চাতে সাধারণতঃ কোন না কোন ধর্ম্মীয় মনোভাব অথবা উৎকট কোন সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে দেখা গেছে। গণশিক্ষার প্রবর্ত্তন ও প্রসারকল্পে নানার রকমের জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হ'তে লাগল। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে গ্রাম্য ধর্ম্মায়তনগুলির দাতব্য-বিদ্যালয় আন্দোলন. ভ্রাম্যমান বিদ্যালয়ের আন্দোলন, রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের আন্দোলন ও তাদের কৃতকার্য্যতা লক্ষ্য করার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। যদিও এই যুগের ধর্ম্মমূলক ও পরোপকারমূলক আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এই সমস্ত আন্দোলনের বীজ ছিল সুপ্ত হ'য়ে, তবুও একথা অনস্বীকার্য্য যে ইংলণ্ডে সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার পথকে সুগম ক'রে দিয়েছিল এই আন্দোলনগুলি।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অথবা বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষায়তনগুলি কি লক্ষ্যের দিক দিয়ে, কি শিক্ষাপ্রণালীর দিক দিয়ে, কি সংগঠনের দিক দিয়ে এবং কি প্রভাবের দিক দিয়ে ছিল একেবারে আলাদা আলাদা। কোন কোন শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য ছিল পঠন, লিখন ও গণিত বিষয়ে সামান্য জ্ঞান দান করা; কোন কোন বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের দুঃস্থ অবস্থার উন্নতি সাধন আবার কোন কোন বিদ্যানিকেতনে নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষাই ছিল প্রধানতম শিক্ষাণীয় বিষয়। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের অধিবেশন হতো দিনের বেলায়। আবাসিক বিদ্যালয় খুব দুর্লভ ছিল না। রবিবাসরীয় সান্ধ্য বিদ্যালয়ের অপ্রতুলতা ছিল না। ভ্রাম্যমান বিদ্যালয়ের সংখ্যা যে খুব কম ছিল এমন নয়, বিশেষ ক'রে ওয়েল্‌সে এই বিদ্যালয়ের সংখ্যাই ছিল বেশী। কতকগুলো প্রাথমিক

বিদ্যালয় আবার জন-সাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে নিজেদের ব্যয়ভার বহন ক'রতো। কোন কোন শিক্ষালয়ে আবার শিক্ষার্থীদের খাওয়াবার এবং কাপড়-চোপড় দেবার ব্যবস্থা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা ইংলণ্ডে প্রধানতঃ অবৈতনিক ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য কিছু কিছু বেতন নেবার ব্যবস্থা ছিল। প্রায় সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ ব'লে পরিগণিত হ'তো। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে শিক্ষাবিধি ছিল প্রচলিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে সকল প্রাথমিক শ্রম-কেন্দ্র বা রবিবাসরীয় শিক্ষানিকেতন ছিল, সেগুলি অতিশয় জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। শ্রম-কেন্দ্রগুলির জনপ্রিয়তার আবার একটি কারণ আছে। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অর্থোপার্জ্জনের একটা ব্যবস্থা ছিল। দুঃস্থ পরিবারের সন্তান-সন্ততি তাদের সাংসারিক আয়ের অপ্রতুলতাকে নিজেদের শ্রমলব্ধ অর্থদ্বারা খানিকটা প্রশমিত করার প্রয়াস পেতো। রবিবাসরীয় বিদ্যালয়গুলোও কম জনপ্রিয় ছিল না; কারণ, সপ্তাহের অন্যান্য কাজের দিনে শিক্ষার্থীদের উপার্জ্জনের পথে কোন প্রকার বিঘ্ন না ঘটিয়ে এ শিক্ষালয়গুলি অনেক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ক'রেছিল।

উপরে যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যায়তনগুলোর কথা বলা হ'য়েছে সেগুলোর পাঠ্যসূচী ছিল সঙ্কীর্ণ এবং দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সীমাবদ্ধ—একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু একথা সবাইকেই স্বীকার করতে হ'বে যে এই সমস্ত বিদ্যামন্দির ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌সে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির পথকে অনেকখানি সুগম ক'রে দিয়েছিল। অবশ্য এ যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম্মীয় ও শিল্প সংক্রান্ত আন্দোলন গুলি গণশিক্ষার আন্দোলনকে বলবত্তর ক'রে তুলেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে সব স্বৈচ্ছিক সংস্থা গ'ড়ে উঠেছিল, তাদের মূলে র'য়েছে মেথডিষ্টদের কর্ম্মপ্রয়াস। আবার এই সময়ে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ইংরেজদের জীবন ও চিন্তা

ধারাকে অনেকাংশ প্রভাবান্বিত ক'রেছিল। সাম্য ও স্বাধীনতার বৈপ্লবিক আদর্শ জনগণের অধিকার-বোধকে ক'রে তুলেছিল উদ্বুদ্ধ। এতে স্বভাবতঃই ইংলণ্ডে গণ-শিক্ষার আন্দোলন বেশ জোর পাচ্ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে সবায়ের সম-সুযোগ-লাভের নীতির উপর ইদানীং জোর দেওয়া হ'চ্ছিল বেশী। শিক্ষাবিষয়ে চার্চের সদ্দারি আর যেন কেউ বরদাস্ত করতে পারছিল না। শিক্ষাকে রাষ্ট্রিয়ত্ত করার অভিলাষ জনগণের মনে দিন দিন প্রবল আকার ধারণ ক'রছিল।

এই সময়ে আবার ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব দেখা দিয়েছিল ; ফলে ইংলণ্ডের বহু গ্রামবাসী নিজেদের গ্রাম ছেড়ে শিল্প-প্রধান নগরাঞ্চলে বসবাস করতে সুরু ক'রেছিল। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হ'লো শ্রমিক-শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য এবং সংখ্যাগুরু শ্রমিকশ্রেণী দাবী ক'রতে লাগলো গণশিক্ষার।

এই সব নবতম ভাবধারা ও আলোড়নের তরঙ্গাভিঘাতে ইংলণ্ডের রক্ষণশীলতার কায়েমী ইমারতের ভিত্তি দিন দিন শিথিল হ'য়ে প'ড়ছিল। এসবের ফল হ'লো সুদূরপ্রসারী। এতে যাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল, তাঁরা হ'য়ে উঠ্লেন অধিকতর প্রতিক্রিয়াপরায়ণ ; আর যাঁরা ছিলেন উদারনৈতিক তাঁরা হ'য়ে উঠ্লেন অধিকতর প্রগতিবাদী। অনেকের যেমন গণ-শিক্ষার প্রতি বিমুখতা বাড়তে লাগ্লো, অনেকের আবার তেমন জন-শিক্ষার প্রসার জীবনের চরম কাম্য হ'য়ে দাঁড়ালো। এই সময়কার জনমত অবশ্য দাবী জানাচ্ছিল—শিক্ষাকে যেন রাষ্ট্রাধীন করা হয় ; শিক্ষা যেন চার্চের কবল থেকে হয় মুক্ত ; এবং প্রাথমিক শিক্ষা যেন বাধ্যতামূলক। এ্যাডাম্ স্মিথ্, ম্যাল্থাস্, পেইনপ্রমুখ চিন্তাবিদ মণীষিগণ ছিলেন সকলেই অগ্রসরপন্থী। দার্শনিক গড্উইনপ্রমুখ মণীষীরা আবার বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ ক'রতেন। তাঁরা ব'লতেন শিক্ষাকে কোনদিনই রাষ্ট্রায়ত্ত করা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে শিক্ষাজগতের আদর্শ ছিল এই

যে যারা দুঃস্থ, যারা বিত্তহীন, তারা শিক্ষালাভ করতে পারে বটে ; কিন্তু তারা থাকবে চিরকাল সৎ দুঃস্থ হ'য়ে, আর তারা চিরকালই কাটাবে শ্রমশীল দারিদ্র্যের মধ্যে। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ইংলণ্ডে জীবন ধারণের মানের উন্নতি আর সেই সঙ্গে বৈপ্লবিক ভাবধারার অপূর্ব্ব সমন্বয়ের ফলে রক্ষণশীল মতবাদ হীনবল হ'য়ে প'ড়ছিল। শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই চাইছিল রাজনৈতিক অধিকারকে কায়েমী রাখার জন্য উদারনৈতিক শিক্ষা। শিক্ষাজগতে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাবের ইঙ্গিত আগে থেকেই পরিলক্ষিত হ'চ্ছিল।

---

(২)

নাসর্গারি ও শিশুশিক্ষা

নার্সারি ও শিশুশিক্ষা বর্ত্তমান শিক্ষাজগতে একটা বেশ গুরুত্ব-পূর্ণস্থান অধিকার ক'রে ব'সে আছে। শিশু ধরণীপৃষ্ঠে ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই হয় তার শিক্ষা স্বরু। জন্মমুহূর্ত্তের পর থেকে দেড় বা দু'বছর পর্য্যন্ত শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গচালনা, আধো আধো কথাশিক্ষা, ইত্যাদি বিষয় আজ পর্য্যন্ত কোন প্রকার বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়নি। এগুলো সব গৃহশিক্ষার পর্য্যায়ে পড়ে। ফ্রয়েড প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিকগণের সুদীর্ঘ গবেষণার ফলে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি নীতি আজকাল সর্ব্বজনগ্রাহ্য হ'য়ে উঠ্ছে, তা হ'লো এই যে, পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে শিশুদের মনের যা কিছু গঠন হবার, তা গঠিত হ'য়ে যাচ্ছে। সুতরাং এঁদের মতে প্রতি শিশুর দুই থেকে পাঁচ বছরের শিক্ষার ওপরে সব থেকে বেশী লক্ষ্য দেওয়া উচিত। তাই আজকাল সভ্যজগতের প্রতিটি রাষ্ট্রে শিশুশিক্ষার কদর বাড়ছে। আর তা ছাড়া দেখা যায় যে শিল্পপ্রধান প্রতিটি দেশে অনেক মা-ই হয় কোন কলকারখানায়, নয় কোন অফিসে, নয় কোন বিদ্যালয়ে কাজ করতে চলে যান নিজেদের সংসারের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য। এই সব মায়ের সন্তানসন্ততিদের কি তা'হলে কোন লেখা পড়া হ'বে না? শ্রমজীবিনী মায়েদের সন্তানদের সুকোমল বয়সের শিক্ষার জন্যই নার্সারি বা শিশু-বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা বেশী। এই মহামূল্য তথ্য ইংলণ্ডের শিক্ষাবিদদের কাছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্য্যন্তও একেবারে অবিদিত ছিল বল্‌লেও চলে। এই ধরণের নার্সারি বা শিশু-শিক্ষা এতদিন প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গীভূত হ'য়ে ছিল। কিন্তু নার্সারি শিক্ষায় ও প্রাথমিক শিক্ষায় যে যথেষ্ট পার্থক্য

র'য়েছে এই বোধশক্তি ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে সবেমাত্র উদ্বুদ্ধ হ'য়েছে।

ইংলণ্ডে আজ যে নার্সারি স্কুলগুলো গ'ড়ে উঠেছে এবং তাদের যে প্রকার প্রসারলাভ ঘ'টেছে তা একেবারে ইংলণ্ডের নিজের জিনিষ ব'ললেই চলে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিনদশকে দেখা গেছে বড় বড় শিল্পপ্রধান সহরে নিছক বদান্য ব্যক্তির দান-পুষ্ট কয়েকটি অবৈতনিক কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। এগুলো থেকেই সূচনা হয় ইংলণ্ডে নার্সারি স্কুলগুলোর, অর্থাৎ ইংলণ্ডের কিণ্ডারগার্টেনগুলোর স্বাভাবিক পরিণতি হ'লো সেখানকার নার্সারি-নিকেতনে। এই সময় ইংলণ্ডে গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ যে রকম পরিবেশের মধ্যে মানুষ হ'তো তা তাদের দৈহিক উন্নতি ও মানসিক বিকাশের পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াতো। তাই মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ স্ফুরন যাতে হয়, সেই উদ্দেশ্য নার্সারি-বিদ্যালয়ের উপযোগিতা ছিল অনেকখানি। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে স্যালফোর্ডে স্যার উইলিয়াম মাথের একটি অবৈতনিক কিণ্ডারগার্টেন অর্থাৎ শিশুউদ্যান স্থাপন ক'রেছিলেন। মিস এ. র‍্যাগি উলউইচে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যে শিশুউদ্যান স্থাপন ক'রেছিলেন তার সুনাম তখন চারিদিকে ছ'ড়িয়ে প'ড়েছিল। অনুরূপ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ডের অন্যান্য কয়েকটি বড় বড় সহরে স্থাপিত হ'য়েছিল।

এই সময়ে ইংলণ্ডের দরিদ্র শ্রমজীবীদের গৃহের পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণরূপে অস্বাস্থ্যকর এবং নীতিগতভাবে নিম্নগামী। এই ব্যাপারটি জাতীয় সমস্যারূপে চিন্তাশীল ও দেশের মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিদের নিকট প্রতিভাত হ'য়েছিল। তাই বোর্ড অব্ এডুকেশনের পরামর্শ-দানকারী কমিটি এই সময় এক বিবরণ পেশ করলেন যাতে বিশেষ ক'রে বলা হ'লো যে দেশে নার্সারি স্কুলের প্রয়োজনীয়তা অবিসংবাদিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে ১৯১৮ সালের শিক্ষা আইন পাশ হবার আগে পর্য্যন্ত সরকারী তরফ থেকে এই প্রস্তাবটিকে

কার্য্যকরী করবার কোন শুভ প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় নি। ১৯১৮ সালের পূর্ব্বে নার্সারি স্কুলের জন্য কোন সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয় নি।

১৯১১ সালে ডেপ্টফোর্ডে একটি আদর্শ নার্সারি শিক্ষালয় স্থাপিত হ'লো। ইত্যবসরে ১৯০৭ সালের শিক্ষা আইন পাশ হওয়ার ফলে পাবলিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের যথারীতি স্বাস্থ্য-পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। এই সময় ইংলণ্ডের প্রথিতযশা চিকিৎসকগণের প্রভাবে যাতে রুগ্ন ও ক্ষীণজীবী শিশুদের জন্য আলো-বাতাস-সম্বলিত উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে শিশু-নিকেতনগুলো সংস্থাপিত হয় তার জন্য বিশেষ প্রয়াস চ'লছিল। এর পরে ইংলণ্ডে নার্সারি স্কুলগুলোর উপর বিশ্ব-বিশ্রুত শিক্ষাবিদ জন ডিউয়ি এবং ম্যাডাম মণ্টেসরির শিক্ষানীতির প্রভাব সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। ১৯১৮ সালের শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তিত হবার পর হ'তে অবশ্য নার্সারি বিদ্যালয়-গুলোর সাহায্য এবং তদারক করার ভার এসে প'ড়লো ইংলণ্ডের স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষদের ওপর।

নার্সারি স্কুলগুলো অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষালয় হিসেবে পরিগণিত হ'তো না। এখানে নিত্য উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ছিল না। ১৯২১ সালের শিক্ষাবিধিতে এই উপস্থিতিকে সীমাবদ্ধ করার প্রয়াস হ'লো। স্থির হ'লো যে এই সব স্কুলে শুধু তারাই আসতে পারবে যাদের সুস্থ দৈহিক ও মানসিক উন্মেষ একান্ত আবশ্যক বলে বিবেচিত হ'বে। এই সময়কার সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত নার্সারি স্কুল সমূহ জনাকীর্ণ নগরাঞ্চলে ছিল অবস্থিত এবং এই সমস্ত শিশু-বিদ্যালয়ের আবাসিক বিধিব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে নার্সারি শিক্ষার প্রসার ও অগ্রগতি মোটেই আশাপ্রদ ছিল না। এর কারণ অনুসন্ধান ক'রলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে নার্সারি শিক্ষার গুরুত্ব এবং উপযোগিতা ইংলণ্ডের জনসাধারণ বোধ হয় সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনি। আর তাছাড়া সরকারী তরফ থেকে নার্সারি শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার-কল্পে কোন সুসঙ্গত ও যথাযোগ্য বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হয়নি।

বোর্ড অব্ এডুকেশন অবশ্য নার্সারি বিদ্যালয়গামী শিশুদের বয়স নির্দ্ধারণ ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁদের মতে এদের বয়স হওয়া উচিত দুই থেকে পাঁচ।

নার্সারি শিক্ষার ত্রুটিহীন নীতি নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হ'য়েছে এই সময়ে এবং সেই সব নীতি বহুজনগ্রাহ্য হ'য়েছিল। কিন্তু তা হ'লে হবে কি? ১৯৩১ সালে অর্থনৈতিক দুর্ব্বিপাক-নিবন্ধন এবং রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে ব্যয়সঙ্কোচহেতু ইংলণ্ডে নার্সারি শিক্ষার গতি হ'য়ে গিয়েছিল মন্দীভূত। কিন্তু এর পরবর্ত্তী দশকে নার্সারি শিক্ষার পদ্ধতি ও বিদ্যালয়গুলির স্বাভাবিক পরিবেশ সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হ'য়েছিল। কিন্তু তবুও এখনো অনেক করার ছিল বাকী।

যদিও সুকুমারমতি শিশুদের শিক্ষার নীতি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাবিদরা স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডে তবুও এই নীতি ঠিক ঠিক ভাবে স্বীকৃত হ'য়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। ইউরোপ মহাদেশে পেষ্টালৎসি ও ফ্রোয়েবলপ্রমুখ মনস্তাত্বিক শিক্ষাবিদগণের প্রচেষ্টায় এই সময়ে শিশু-শিক্ষাকে মনস্তাত্বিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করবার যথেষ্ট প্রয়াস চ'লছিল। এই আন্দোলনের মৃদুস্পন্দনও ইংলণ্ডের তটরেখায় এসে প্রতিহত হ'য়ে সেখানে হানছিল আঘাত।

ইংলণ্ডে শিশু-শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে স্কটল্যাণ্ডের নিউ লেনার্ক সহরে যেখানে রবার্ট ওয়েনের একটি ছোট কবরখানা ছিল, সেখানে রবার্ট ওয়েন ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম একটি শিশুশিক্ষা-নিকেতন উদ্বোধন করেন। অতি শীঘ্রই এখানকার শিশু-নিকেতন সমগ্র দেশের আদর্শস্থানীয় হ'য়ে উঠ্লো। এই সময়ে প্রাইভেট্ স্কুল, ডেম স্কুল, গ্রাম্যধর্ম্মাধিষ্ঠান বিদ্যালয়, দাতব্য বিদ্যালয়, রবিবাসরীয় শিক্ষালয়, বেল ও ল্যাঙ্কাষ্টার-প্রবর্ত্তিত সর্দ্দার-পড়ুয়াচালিত বিদ্যালয়গুলির সহায়তায় ইংলণ্ডে প্রধানতঃ শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য উপযুক্ত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে একমাত্র

ডেমস্কুল ছাড়া আর কোন বিদ্যালয়ে ছয় বছরের নিম্নবয়স্ক ছেলেদের কোনরূপ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না। ডেমস্কুলগুলোকে ইংলণ্ডে নার্সারি স্কুলের অগ্রদূত বল্‌লে বোধ করি কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হ'বে না। কারণ, যদিও ডেমস্কুলে একটু বেশী বয়সের ছেলেরা পড়বার সুযোগ বা সুবিধে পেত, কিন্তু ডেমস্কুলের অধিকাংশ ছাত্রদের বয়স ছিল দুই অথবা তিন বৎসর থেকে সাত বৎসরের মধ্যে। ডেম স্কুলগুলো পাবলিক নার্সারি স্কুলের কাজ করতো এবং এখানের শিক্ষাও ছিল যথেষ্ট নিরাপদ। কারণ এই সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রে দুঃস্থ ছেলেরা আশ্রয় পেতো বেশী ; ফলে এই সব গরীব ছেলেদের দলকে অরক্ষিত অবস্থায় সহরের অলিতে-গলিতে, রাস্তাঘাটে অথবা গ্রামাঞ্চলের মাঠেঘাটে ঘুরতে দেখা যেতো না। এখানকার শিক্ষিকারা প্রায় হ'তেন প্রৌঢ়া অথবা বৃদ্ধা অথবা জবুথবু মহিলারা ; এঁরা আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিলেন অক্ষরজ্ঞানবিবর্জিত। বিদ্যালয়-গুলির প্রকোষ্ঠগুলো ছিল প্রকৃতির উদার আলোক হতে বঞ্চিত এবং এদের পরিগম ছিল একেবারে অস্বাস্থ্যকর।

ইংলণ্ডে শিশু-শিক্ষার আন্দোলন চ'লেছিল অতি মন্দগতিতে এবং অত্যন্ত এলোপাতাড়িভাবে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে শিশু-বিদ্যালয়-সমিতি স্থাপিত হ'লো। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান হ'লো অতি স্বল্পায়ু। গ্রেট্ ব্রিটেনে শিশুশিক্ষাক্ষেত্রে ডেভিড্ ষ্টো-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে গ্লাস্‌গোতে একটি শিশু-শিক্ষাসমিতি স্থাপন করলেন এবং ঠিক তার পরের বছর গ্লাস্‌গোতে তিনি একটি আদর্শ শিশু-শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন ক'রলেন। তিনি শিশু-শিক্ষার যে প্রথা প্রবর্ত্তন করেন, তা ছিল সুসঙ্গত স্তরবিন্যস্ত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ছিল দুইটি বিভাগ। ইনিসিয়েটরি অথবা নিম্নতন বিভাগে স্থান পেতো দুই বা তিন বৎসরের শিশু থেকে ছয় বৎসরের শিশুরা ; আরজু ভেনাইল বা উর্দ্ধতন বিভাগে স্থান পেতো ছয় বৎসর বয়সের শিশু থেকে চোদ্দবছর বয়সের বালকরা। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের মানসিক প্রবণতার

স্বতঃস্ফূর্ত্তির দিকে এবং অভ্যাস গঠনের দিকে লক্ষ্য দেওয়া হ'তো বেশী।

প্রধানতঃ ডেভিড্ ষ্টো ও অন্য একজন উৎসাহী কর্ম্মী মিঃ উইলডারস্পিনের শুভ প্রচেষ্টার ফলে ইংলণ্ডে এবং স্কটলণ্ডে আরও কয়েকটি শিশুশিক্ষানিকেতন খোলা হ'য়েছিল। এই বিদ্যালয়-গুলিতে দুই থেকে ছয় বছর বয়সের ছেলে-মেয়েরা পড়তে পেতো। অপরিণতবুদ্ধি ও অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা যাতে রাস্তাঘাটে ঘুরে না বেড়ায়, যাতে তাদেরকে অস্বাস্থ্যকর পুতিগন্ধময় পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে এনে একটি উত্তম পরিগমের মধ্যে রাখা যায়, সেদিকে এই বিদ্যালয়গুলোর সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা দেওয়া; তবে সেই সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা যে অবহেলিত হ'তো তা নয়। এ ছাড়া এই সব শিশু-বিদ্যালয়ে ছিল আমোদ-প্রমোদ ও চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা, টুকিটাকি হাতের কাজ শেখার বন্দোবস্ত আর যাতে এখানকার ছেলেমেয়েদের ইন্দ্রিয়গ্রাম সুষ্ঠুভাবে গ'ড়ে ওঠে, সেদিকেও এ স্কুলগুলোর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো।

আরও বেশ কিছুদিন পরে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হলো গার্হস্থ্য ও ঔপনিবেশিক শিশুশিক্ষালয় সমিতি। এই সমিতির উদ্দেশ্য হ'লো ইংলণ্ডে শিশুবিদ্যালয় স্থাপন এবং এই সব বিদ্যালয়ে পড়াবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকশিক্ষণ। এই সমিতির হিতকর চেষ্টায় ইংলণ্ডে শিশুশিক্ষা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হ'চ্ছিল। এই সময়ে ইংলণ্ডে যুগপৎ দুটো আন্দোলন চ'লছিল—একটি হ'লো জাতিগতভাবে সবাইকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলা এবং ঠিক সেই সঙ্গে শিশু-শিক্ষার বহুল প্রসার। এই দুই আন্দোলনের প্রারম্ভ থেকেই একটি বিষয় বিশেষ ক'রে পরিলক্ষিত হচ্ছিল; তা হচ্ছে এই যে প্রাথমিক বিদ্যালয় আর নার্সারি বিদ্যালয় এই দুই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মাঝে যেন একটা বিধিসঙ্গত সীমারেখা থাকে। অর্থাৎ, নার্সারি স্কুলগুলোতে শুধুমাত্র দুই থেকে ছয় বছর বয়সের ছেলে-

মেয়েরা পড়বে; আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়বে তদূর্দ্ধ বয়সের ছেলে-মেয়েরা। এই সময়ে আবার ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব চ'লছিল পুরোদমে। খনিতে এবং কারখানায় শ্রমজীবী বালকবালিকার চাহিদা ছিল বেশ। কিন্তু একেবারে অক্ষরজ্ঞানহীন বালকবালিকাকে খনিতে অথবা কারখানায় শ্রমজীবী হিসাবে নেওয়া কোন কাজের কথা নয়। তাই আক্ষরিক জ্ঞান আছে এই প্রকার ছেলেমেয়েদের চাহিদা এবং কদর ছিল বেশী। এর ফলে গরীব ঘরের ছেলেমে-দেরকে অন্ততঃ আক্ষরিক জ্ঞান দিয়ে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা যেমন বাপ-মায়েদের ছিল, ঠিক তেমন কারখানার বা খনির মালিকরা চাইতেন যে তাঁদের শ্রমিকরা যেন একটু আধটু লেখা পড়া জানে। ইংলণ্ডে এ-পর্যন্ত যে সব শিশু-শিক্ষানিকেতন সংস্থাপিত হ'য়েছিল তাদের প্রধান কাজ হ'য়ে দাঁড়ালো দু'ধরণের—যে সকল মা কলকারখানায় অথবা খনিতে কাজ করতে যেতেন, তাঁদের সন্তানদের তত্ত্বাবধান করা আর সেই সঙ্গে এই সব ছেলে-মেয়েদেরকে লিখন, পঠন ও গাণিতিক বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানদান করা।

যত দিন যেতে লাগল, সরকারী পক্ষও উপলব্ধি করতে লাগলেন যে সুকুমার-বৃত্তিসম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে হয় শিশু-বিভাগ খোলার একান্ত প্রয়োজন, না হয় তাদের জন্য একে-বারে পৃথক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। এই সময়ে কমিটি অব কাউন্সিল অব্ এডুকেশন তাঁদের বিভিন্ন বিবরণী এবং প্রস্তাবে এই অভিমত পোষণ করতেন যে কলকারখানায় শিশু-শ্রম-নিয়োগ কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে যেসব ফ্যাক্টরী আইন এবং মাইন্‌স্ এ্যাক্ট পাশ করা হ'য়েছে তাতে শিক্ষাসংক্রান্ত যে সকল ধারা আছে, সেগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কারণ, এগুলোতে কারখানায় অথবা খনিতে শিশুশ্রমকে পণ্য-দ্রব্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে যথেষ্ট আপত্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৮৩৯ সালে যখন প্রথম কমিটি অব কাউন্সিল অব্ এডুকেশন স্থাপিত হ'লো

সেই সময় থেকে ১৮৬১ সালে নিউকাস্‌ল্‌ কমিশনের বিবরণী প্রকাশিত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা প্রকার পরীক্ষা-মূলক পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের প্রয়াস হ'য়েছে। বিস্তৃততর কর্ম্মক্ষেত্রে বেল ও ল্যাস্কাষ্টারের সর্দ্দার পড়ুয়া-পরিচালিত বিদ্যালয় এবং উইল্‌-ডারস্পিন ও ষ্টো-র শিশু-শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে নানাবিধ পরখ করা হ'য়েছে এবং নীতিগতভাবে উভয় পদ্ধতির বহুল রূপান্তর ঘ'টেছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বহুদিন প্রচলিত ডেমস্কুলগুলোই শিশুশিক্ষালয়-গুলোর অগ্রগতিকে ক'রছিল ব্যাহত। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে শিশুশিক্ষা-নিকেতন স্থাপিত হ'চ্ছিল। আবার কোথাও বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্যতম শাখা হিসেবে শিশু-বিদ্যালয়গুলি গ'ড়ে উঠ্‌ছিল। এদিকে সরকারী তরফ থেকে প্রয়াস চ'লছিল যাতে শিশু-বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকগণ শিক্ষণ-প্রাপ্ত হ'য়ে ওঠেন এবং সেই সঙ্গে এই সমস্ত শিক্ষকদের বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা হয়।

এইভাবে ধীরে ধীরে যখন ইংলণ্ডে শিশুদের জন্য শিক্ষা-নিকেতনগুলো গ'ড়ে উঠ্‌ছিল, তখন তাদের উপযোগিতা ও বৈশিষ্ট্য জানবার জন্য সরকারী পক্ষ থেকে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের আগে ডিউক অব্‌ নিউকাসেলের অধিনায়কত্বে এক কমিশন বসানো হ'লো। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যখন এই কমিশনের বিবরণী প্রকাশিত হ'লো, তখন বোঝা গেল এই সকল শিশু বিদ্যালয়গুলোর প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি। রিপোর্ট থেকে আরও বোঝা গেল যে এই সময়কার ইংলণ্ডে র'য়েছে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর শিশুবিদ্যালয়—এক প্রকার হ'লো প্রাইভেট অথবা ডেম স্কুল, আর অন্য ধরণের হ'লো পাবলিক শিশুবিদ্যালয় যেগুলো সচরাচর সংযুক্ত থাকতো সাধারণ দিবা-বিদ্যালয়ের অন্য একটি শাখা হিসেবে। এই শিশুবিদ্যালয়গুলো ইংলণ্ডে শিশুগণের নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্রতী হ'য়েছিল। এখানে যে কেবল শিক্ষা দেওয়া হ'তো তা নয়; এখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রাস্তায় রাস্তায় ভবঘুরেদের মত ঘুরে বেড়ানর চেয়ে অনেকখানি

নিরাপদ মনে করতো। এতে সমাজের বহুল কল্যাণ সাধিত হ'য়েছিল। অবশ্য যে সকল ডেমস্কুল প্রৌঢ়া অথবা বৃদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত হ'তো, কার্য্যকারিতার দিকে তারা ছিল নিম্নস্তরের। যে সকস গৃহে এই সমস্ত বিদ্যালয়ের অধিবেশন হ'তো সেগুলোর মধ্যে আলো বাতাসের প্রাচুর্য্যের ছিল অনটন; সেগুলোতে স্থানাভাবের জন্য ছেলেমেয়েগুলোকে ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়ের মত স্থানে ঢুকিয়ে রাখা হ'তো, আর সর্ব্বোপরি এই সব বিদ্যালরের পারিপার্শ্ব ছিল অতিশয় কুরুচিকর এবং নিকৃষ্ট ধরণের। অবশ্য পাবলিক শিশুবিদ্যালয়গুলো ডেমস্কুলগুলোর চাইতে সব দিক দিয়েই ছিল উত্তম।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রিভাইজড্ কোড্ প্রকাশিত হ'লো। এতে নির্দ্দেশ দেওয়া হ'লো যে শিশু-শিক্ষাস্তর শেষ হ'য়ে যাওয়ার পর ছয় বছর ধ'রে ছয়টি শ্রেণীতে ছেলেমেয়েদের পড়তে হ'বে এবং এই ছয় বছরের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়-জীবন। এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর ব্যবস্থাটি শিশু-শিক্ষার সংগঠন এবং পাঠ্যসূচীর ওপর অনেকখানি পরোক্ষপ্রভাব বিস্তার ক'রেছিল। এখন স্থির হ'লো যে ছয় বছরের ছেলেমেয়েদেরকে সুবিন্যস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'বে। শিশু-শিক্ষালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ যাতে অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়, যাতে দুই প্রকার বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার মধ্যে বেশ সঙ্গতি থাকে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হ'চ্ছিল। এর ফলে দেখা গেল যে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শিশু-বিদ্যালয়গুলো যেন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হ'লো, যদিও তাদের সাধারণ প্রসার ছিল অনেকক্ষেত্রে অসম। তারপর যখন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এক নবতম শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তিত হ'লো, তখন স্কুল বোর্ডগুলি বৃহত্তর বোর্ডস্কুলগুলির সঙ্গে এক একটি শিশু বিভাগ খুল্‌তে লাগ্‌লেন। তাই দেখা গেল যে ১৮৭০ সালের শিক্ষা আইনের বলে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশু-বিভাগ

বা শিশু-বিদ্যালয় একটি বিশেষ ও প্রয়োজনীয় অঙ্গে পরিণত হ'লো। ফলে কি সহরে অথবা কি গ্রামে যে যে সব ডেমস্কুল ছিল, সেগুলোর ঘট্‌লো স্বাভাবিক অপমৃত্যু। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তদশকের প্রারম্ভে দেখা যায় যে তিন বৎসর বয়স্ক শিশুরা শিশুবিদ্যালয়ে প্রবেশে অনুমতি পেতো এবং সেখানে তারা পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত থাকতেও পেতো আর এর পরেই তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেতো।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর ইংলণ্ডে কিণ্ডারগার্টেন আন্দোলন দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হ'চ্ছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ফ্রোয়েবেল-সমিতি স্থাপিত হ'লো। ঐ বৎসরেই আবার ব্রিটিশ ও বৈদেশিক বিদ্যালয়সমিতি একটি আদর্শ কিণ্ডারগার্টেন স্থাপন করলেন আর সেই সঙ্গে স্থাপিত হ'লো কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ এবং যথাসময়ে একটি পৃথক শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ও স্থাপিত হ'য়েছিল এঁদের জন্য। অনেক স্কুল বোর্ড তাঁদের এলাকায় যে সব শিশুবিদ্যালয় ছিল সেগুলিতে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন ক'রলেন। শিশু বিদ্যালয়গুলিতে যাতে উন্নত ধরণের মনস্তত্ত্বসম্মত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয় সেদিকে শিক্ষা-বিদদের অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হ'লো। সরকারী তরফ থেকে আবার এমন নির্দ্দেশনামা জারি করা হ'চ্ছিল যাতে শিশু-শিক্ষালয়ের শিক্ষকগণ শিশু-শিক্ষাব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে অবশ্য শিশুর দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষের নিমিত্ত শিশুবিদ্যালয়গুলির পরিগমের উপর নজর দেওয়া হ'চ্ছিল বেশী। তাই ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যে শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তিত হ'লো তাতে দেখা গেল যে স্কুল বোর্ডগুলি হ'লো বিদূরিত আর তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ। এখন থেকে এই স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষই শিশু-শিক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনানুসারে নির্দ্দেশ-নামা জারি ক'রতেন।

এর পর শিশু-শিক্ষাক্ষেত্রে ইংলণ্ডের ১৯১৮ সনের শিক্ষাবিধি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত ফিশার সাহেব ছিলেন এই সময়ে বোর্ড অব্ এডুকেশনের সভাপতি। তাঁর নামানুসারে এই আইনকে আবার "ফিশার আইন" বলা হয়। এমন ব্যাপকভাবে শিক্ষার সর্ব্বস্তরের প্রতি মনোযোগ এর আগে আর অন্য কোন বিধিতেই দেওয়া হয় নি। নার্সারি স্কুলগুলোর ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য, তাদের দৈহিক পুষ্টি ও কায়িক মঙ্গলা-মঙ্গলের দিকে যাতে শিক্ষকদের সদাজাগ্রত ও সতর্ক দৃষ্টি থাকে, সে বিষয়ে এই আইনে বিশেষ ক'রে বলা হ'য়েছে। শিশু-শিক্ষা নিকেতনে যাতে শারীর শিক্ষার সুব্যবস্থা থাকে, যাতে শিশুবিদ্যালয়-গুলোতে খেলার মাঠ, স্নানাগার এবং সন্তরণবাপী ইত্যাদি থাকে তার নির্দ্দেশ দেওয়া হ'য়েছে এই শিক্ষাবিধিতে। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এই যে যুদ্ধোত্তরকালীন মন্দা আর আথিক অনটনের জন্য ফিশার আইনের সাধু প্রস্তাবগুলি কোন দিন কার্য্যকরী ক'রে তোলার সুযোগ পাওয়া যায় নি। ফিশার আইন কেবল একটি শিবময় সদিচ্ছাতে পরিণত হ'লো।

কিন্তু সমাজ-চেতন-সম্বুদ্ধ ইংলণ্ডের জনমত শিশুশিক্ষার দিকে দিন দিন অধিকতকর মনোযোগী হ'য়ে উঠছিল। ইংলণ্ডের জাগ্রত জনমত চাইছিল শিশু ও বালকবালিকার শৈশবকে অধিকতর সুখের, তাদেরকে জীবনপথে চলার অধিকতর উপযোগী করে তোলা, দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলেমেয়েদেরকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও সুযোগ সুবিধাদান এবং প্রত্যেক দেশবাসীর প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা ও শক্তিকে পূর্ণাবয়ব ক'রে তোলার সাহায্য করা, যাতে জাতীয় সংস্কৃতি তার নাগরিক অবদানে সমৃদ্ধ হ'তে পারে। এই সতুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রের কর্ণধারগণ জাতীয় জীবনের চরমতম দুর্দ্দিনের মধ্যেও পার্লামেণ্ট সভায় এক শিক্ষা-বিল আনয়ন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বসমরের ভেতরই পার্লামেণ্টে পাশ হ'ল ১৯৪১ সালের যুগপ্রবর্ত্তক শিক্ষাআইন। এই বিধি সর্ব্বাংশে কার্য্যে পরিণত হ'লে

শিক্ষার প্রতিটি অধ্যায়ে জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধার অভাবনীয় বিস্তৃতি ঘটবে।

নার্সারি শিক্ষাক্ষেত্রে ১৯৪৪ সালের পর থেকে এল এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। ১৯১৮ সনের শিক্ষাবিধির যে সব সাধু ও মহদুদ্দেশ্য আর্থিক অনটনের জন্য কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নি, তা এখন সম্ভব হ'য়ে উঠলো। নার্সারি স্কুল ও নার্সারি ক্লাসের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করবার জন্য স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষদের ওপর নির্দ্দেশ দেওয়া হ'লো। দুই বা তিন বছর থেকে পাঁচ বছর অবধি এই সব স্কুল বা ক্লাসে শিক্ষা দেওয়া হ'বে। এখানকার ছাত্রছাত্রীরা এবার থেকে বিনা বেতনে প'ড়তে পারবে। তবে নার্সারি শিক্ষাকে এখনো বাধ্যতামূলক করা হ'লো না। অনেক শিক্ষাবিদ এই সময় এমন অভিমত প্রকাশ করলেন যে নার্সারি স্কুলে ছেলেমেয়েদের সাত বছর অবধি রাখা উচিত। ইংলণ্ডের নার্সারি-স্কুল-সমিতিও এই মত পোষণ করেন। সর্ব্বস্তরের ছেলেমেয়েদের জন্য নার্সারি স্কুল একান্ত প্রয়োজন এ কথা এখন সর্ব্বজনস্বীকৃত হ'য়ে গেছে। গাছপালায়-ঘেরা, আলো-হাওয়া-ভরা নতুন বিদ্যালয়গৃহের আদর্শ লোকলোচনের সম্মুখে তুলে ধরা হ'য়েছে। এই সব বিদ্যায়তনগুলোতে স্বাস্থ্যবিভাগ খোলা হ'য়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান কেবল যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেন তা নয়; এঁরা আবার অবৈতনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রেছেন। শিশুসেবা ক্লিনিকের সাহায্যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সব সাধারণ অসুখ পরিলক্ষিত হয়, যেমন চোখ, কান, দাঁত-সংক্রান্ত, এবং টনসিল, ইত্যাদি, গলা ও নাসিকার ব্যাধি, সে সবের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইনে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগুলোকে নির্দ্দেশ দেওয়া হ'য়েছে ছেলেমেয়েদেরকে বিনিপয়সায় পুষ্টিকর খাদ্য ও দুধ সরবরাহ করবার; বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে নার্সারি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছেলেমেয়েদের নিখরচায় দুধ খেতে দেওয়া হ'চ্ছে এবং যে সব বিদ্যালয়ে ক্যান্টিন ও পাকশালা

নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হ'য়ে যাচ্ছে, সেখানে বিনা খরচায় পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা হ'চ্ছে। এক কথায় বলতে পারা যায় যে ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধির দ্বারা জাতির আবালবৃদ্ধবণিতার শিক্ষা পাবার সমান সুযোগ স্বীকৃত হ'লো। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে শিশুশিক্ষা সুরু হয় দুই বৎসরে; পাঁচ বৎসরের সময় সেই শিক্ষাকে করা হ'চ্ছে আবশ্যিক এবং এই শিক্ষাপদ্ধতিকে সাত বৎসর পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে প্রায় ২৫,০০০ শিশু-শিক্ষানিকেতন আছে। এর মধ্যে অবশ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিশুবিভাগগুলো ধরা হয়। প্রতিটি শিক্ষক প্রতি শ্রেণীতে গড়ে ৩০ জন ছেলেমেয়ের তত্ত্বাবধান করেন। বর্ত্তমানে শিশুশিক্ষার স্তরে ছেলেমেয়েরা লিখন, পঠন ও গণিতের গোড়াকার জ্ঞান লাভ করে; সেই সঙ্গে তারা শেখে গাইতে, খেলতে এবং টুকি-টাকি হাতের কাজ। শিক্ষাপদ্ধতি যে সব জায়গায় এক ছাঁচে ঢালা তা নয়। সুকুমারমতি ছেলেমেয়েরা যাতে আনন্দময় ও কর্ম্মময় পরিবেশের মধ্যে প্রাণস্পর্শী শিক্ষালাভ করতে পারে, তারই দিকে লক্ষ্য দিচ্ছেন বর্ত্তমানের শিক্ষাদপ্তর। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী যাতে অনুষঙ্গপ্রণালীর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীর সম্মুখে উপস্থাপিত করা যায় এবং যাতে তাদের বিদ্যালয়ে লব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব-জীবনের অভিজ্ঞতার একটা নিবিড় যোগসূত্র থাকে, সেদিকে সতর্ক ও সদা-জাগ্রত দৃষ্টি রাখা হ'য়েছে।

---

(৩)

ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা

আলোচনার সুবিধার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে এতাবৎকাল ইংলণ্ডে যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চ'লে আসছে, তাকে আমরা বিশেষ বিশেষ কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ ক'রে নিতে পারি। এর কারণ হ'লো এই যে নিম্নোক্ত বিভিন্ন অধ্যায়গুলির বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় আছে।

পরসেবামূলক অধ্যায় :—১৮০০-১৮৩৩—এই অধ্যায়ের বিশেষত্ব হ'লো এই যে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই সময়ে সরকারী প্রয়াসের একান্ত অভাব। এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে সামান্য কর্ম্মপ্রয়াস পরিলক্ষিত হয়, তা কেবলমাত্র কয়েকটি পর-সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের। এখনও পর্য্যন্ত গণ-শিক্ষার বিষয়ে ইংলণ্ডের তথাকথিত জনমত ছিল একান্ত বিরোধী। কিন্তু কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গণ-শিক্ষার দাবী উত্তরোত্তর বললাভ কর'ছিল। এই সময়ে কি সামাজিক ক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা গণ-বিক্ষোভ প্রধূমিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। এই সময়কার সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক দুর্গতি জনগণের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের দাবীকে সর্ব্বজনসমক্ষে তুলে ধরেছিল বেশী ক'রে। ফলে এই দাবী আর উপেক্ষার বস্তু হ'য়ে রইলো না। জেমস্ মিল, বেন্থাম ও ওয়েনপ্রমুখ নেতৃবৃন্দ গণ-শিক্ষার শক্তিশালী সমর্থক হয়ে দাঁড়ালেন। এঁরা সবাই ইংলণ্ডে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। জনসাধারণ যাতে শিক্ষার উদার আলোক হ'তে কোন মতে আর বঞ্চিত না হয়, এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী ক'রে তোলার জন্য এই সময়ে ইংলণ্ডে কয়েকটি পরসেবামূলক প্রতিষ্ঠান

সংগঠিত হ'লো। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রবিবাসরীয় বিদ্যালয় সমিতি (১৮০৩), জাতীয় সমিতি (১৮১১), ব্রিটিশ ও বৈদেশিক বিদ্যালয় সমিতি (১৮১৪) ও শিশু-বিদ্যালয় সমিতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অনেকেই দেশের শিক্ষা প্রসারে অনুপ্রাণিত হ'য়েছিলেন ; কারণ তাঁদের এই কর্ম্মোন্মাদনার পশ্চাতে ছিল বিশেষ কোন ধর্ম্মভাবের প্রভাব, নয় ছিল নিছক পরসেবামূলক হিতৈষণা। এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তারা বিশ্বাস ক'রতেন যে ইংলণ্ডের জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অগ্রগতি নির্ভর ক'রছে সুসংহত গণশিক্ষার উপর।

ইংলণ্ডে এই সময়কার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে অবৈতনিক ছিল বললেই চলে। কিন্তু ধীরে ধীরে সাপ্তাহিক মাশুল বসাবার রেওয়াজ চালু হ'য়ে গেল। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষাই শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ বলে পরিগণিত হ'তে লাগল। কিন্তু এই সময়ই আবার শিশুশিক্ষার অগ্রগতি ও প্রসারকল্পে অনেক শিক্ষাবিদ ব্রতী হ'লেন।

এই সময়কার প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এণ্ড্রুবেল নামে একজন ধর্ম্মযাজক মান্দ্রাজের এক অনাথ আশ্রমে শিক্ষক নিযুক্ত হ'য়ে আসেন। তিনি মান্দ্রাজে তথা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত সর্দ্দারপড়ুয়াপ্রথা সবিশেষ লক্ষ্য করেন। বিদ্যালয়ের ব্যয়সঙ্কোচে এই প্রথা যে বিশেষ কার্য্যকরী হ'বে এ বিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চয় হ'লেন। তিনি যখন বিলেতে ফিরে যান, তখন সেখানে গিয়ে জোসেফ ল্যাঙ্কাষ্টারের সহযোগিতায় এই সর্দ্দারপড়ুয়া প্রথাটিকে কার্য্যকরী ক'রে তোলবার জন্য বিশেষ যত্নবান হন। এণ্ড্রুবেল এবং জোসেফ ল্যাঙ্কাষ্টার উভয়েই গণশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী ও উৎসাহী ছিলেন। ইংলণ্ডের মাটিতে যাতে এই প্রথা বিশেষভাবে সার্থক হয়ে ওঠে, সেদিকে তাঁদের চেষ্টার অন্ত ছিল না।

ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের পরোক্ষ হস্তক্ষেপ হয় সর্ব্বপ্রথম উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে হেল্থ এণ্ড

মরালস্ অব্ এ্যাপ্রেন্টিংসেস্ এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের সাহায্যে শিক্ষানবীশদের প্রতিদিনের কার্য্যকালকে সীমাবদ্ধ ক'রে দেওয়া হয় এবং যাতে এরা কিছু কিছু শিক্ষা পায়, তার ব্যবস্থাও এই আইনে করা হ'য়েছিল।

এর পরে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ব্রাফ্হ্যানের অধিনায়কত্বে পার্লামেণ্ট এক শিক্ষাকমিশন বসান। লণ্ডনের নিম্নতর শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে শিক্ষার অবস্থা কেমন এই বিষয় তদন্ত করাই ছিল এই কমিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কমিশন অবশ্য ইংলণ্ডে এই সময়কার জনশিক্ষার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে এক বিস্তৃত অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। তারপর ১৮১৮ সনে রয়াল কমিশন নামে আর এক শিক্ষা কমিশন বসানো হ'লো। সারা দেশে শিক্ষাবাবদে দানশীলতা পরিমাপের জন্যই এই কমিশন বসানো হ'য়েছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কমিশন তাঁদের অনুসন্ধানের কাজে লিপ্ত ছিলেন। এই সময়ে শিক্ষাবিষয়ে স্বতোৎসারিত ক্রিয়াকর্ম্মে উৎসাহদানমানসে ইংলণ্ডে হাউস্ অব্ কমন্সে এক বিল উত্থাপিত করা হয়। কিন্তু বিপক্ষ দলের তীব্র বিরোধিতার জন্য এই বিল তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু গণ-শিক্ষার আন্দোলন এই সময়কার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈক আন্দোলনের নিকট থেকে শক্তি সঞ্চয় ক'রছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সংস্কার আইন পাশ হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ইংলণ্ডের জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকারের পরিধি হলো বিস্তৃততর। এর ফলে গণ-শিক্ষার আন্দোলন উত্তরোত্তর শক্তিশালী হ'তে লাগল। তাই ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট যখন শিক্ষাখাতে ১০,০০০ পাউণ্ড মঞ্জুর ক'রলেন, তখনই শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ইংলণ্ডে সর্ব্বাগ্রে স্বীকৃত হ'লো।

সংঘাতের অধ্যায়ঃ - তত্ত্বাবধান অথবা সাঙ্গীকরণঃ—

ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিতীয় অধ্যায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে বিস্তৃত। এই অধ্যায়ে দেখা যায় ইংলণ্ডে শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার জন্য জনসাধারণের তরফ থেকে একদিকে যেমন একটা সুসংবদ্ধ আন্দোলন ও বিরতিহীন দাবী ঘনীভূত হ'য়ে উঠ্‌ছিল, অন্যদিকে তেমন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারকল্পে ব্যক্তিবিশেষের স্বতোৎসারিত প্রয়াসের অন্ত ছিল না। এই উভয়বিধ আন্দোলনের ফলে দুই বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য্য হ'য়ে দাঁড়ালো।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং উন্নতির জন্য জনসাধারণের জোরালো দাবীর কথা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু কি ক'রে শিক্ষাকে সকলের কাছে সহজসাধ্য ক'রে তোলা যায়, তার পদ্ধতি নিয়ে দুই বিরোধী দলের সৃষ্টি হ'লো। গণ-শিক্ষার সমর্থক ছিলেন যাঁরা তাঁরা চাইছিলেন যে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্র যতখানি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, ততই সব দিক দিয়ে মঙ্গল। আর চার্চ ও যাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ছিলেন, তাঁরা চাইছিলেন যে শিক্ষা বিষয়ে রাষ্ট্র যেন কোনদিন কোনপ্রকারে হস্তক্ষেপ না করে। যাতে শিক্ষাকে রাষ্ট্রাধীন করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টে কয়েকটি বিল উপস্থাপিত হ'য়েছিল। কিন্তু বিরোধীদলের তীব্র বিরোধিতার জন্য কোন বিলই আইনে পর্য্যবসিত হ'লো না। এরূপ মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও যাতে শিক্ষাকে অন্ততঃ আংশিক ভাবেও রাষ্ট্রের অধীনে আনা যায়, সেজন্য ১৮৩৯ সনে একটি সংস্থা স্থাপিত হ'লো। এটা ছিল প্রিভি কাউন্সিলের একটি কমিটি। এই কমিটির প্রধান কাজ ছিল সরকারী সাহায্যে কোন্ কোন্ বিদ্যালয়কে দেওয়া হ'বে, সেবিষয়ে তদারক করা আর সরকার সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শন করা। যাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা বাড়ে, এবং যাতে সর্দ্দারপড়ুয়ার সংখ্যা

বিদ্যালয়গুলিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেদিকে এই কমিটির খুব উৎসাহ ছিল। এই কমিটি আবার উপর্যুক্ত দুই দলের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে প্রয়াসী হ'য়েছিলেন, কিন্তু তাতে এঁরা ব্যর্থকাম হন। কমিটি তাঁদের কাজে সব চেয়ে তীব্র বিরোধিতা পেয়েছিলেন চার্চের কাছ থেকে। চার্চের সকল শ্রেণীই চাইছিলেন যে প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলোতে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম-ঘেঁষা শিক্ষাপদ্ধতি যা' এতদিন চালু হ'য়ে আসছিল, সেটাই যেন বলবৎ থাকে। যাইহোক, এত বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও, শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্র আপন শক্তি দিন দিন জাহির ক'রছিল।

তত্ত্বাবধানের অধ্যায় :—(১৮৪৭—১৮৭০)—এই অধ্যায়ে দেখা যায় যে ইংলণ্ডে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের খবরদারি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সরকারী শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হ'লো এবং সেই সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর পদসৃষ্টির আইনানুগ ব্যবস্থা হ'লো। এই সময়ে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হ'য়ে ছিল তা এখন দেখা দিল তীব্রতর রূপে। তাই ঐ সময়ে ইংলণ্ডে গণ-শিক্ষার যথার্থ রূপ নির্দ্ধারণোদ্দেশ্যে ও সর্ব্বশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কেমন ক'রে সুষ্ঠু অথচ স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে তা স্থিরীকরণোদ্দেশ্যে সরকারী তরফ থেকে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব্ নিউকাসেলের সভাপতিত্বে এক রাজকীয় কমিশন বসানো হ'লো। পুংখানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের ফলে নিউকাসেল্ কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লেন যে ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কি শিক্ষাপদ্ধতি, কি ছাত্রদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, কি অর্থসমস্যা এবং কি ব্যবস্থাপনা, কোন বিষয়ই আশানুরূপ সন্তোষজনক নয়। এক কথায় বলা চলে যে এই সময়কার চালু প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা জনসাধারণের দাবীর তুলনায় অনেক কম। কমিশন সর্দ্দারপড়ুয়াপদ্ধতির উপযোগিতা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেন। কমিশন আরও বলেন যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারী তরফ থেকে পরিদর্শনের ব্যবস্থা

ছিল, সেগুলি সরকার কর্তৃক অপরিদৃষ্ট বিদ্যালয়গুলি অপেক্ষা কার্য্যকারিতার দিক থেকে যে অধিকতর উত্তম ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান এবং বদান্য ব্যক্তি যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা দেখিয়েছিলেন সে বিষয়ে কমিশন উচ্ছসিত প্রশংসা করেন।

এখন কি ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায়, কি ভাবে এর প্রসার এবং উন্নতি হ'তে পারে এই সব ব্যাপার নিয়ে কমিশনের সভ্যদের মধ্যে মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। কমিশনের সংখ্যালঘু দল শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের একান্ত বিরোধী ছিলেন; আর সংখ্যাগুরু দল চাইছিলেন সরকার যেন দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্ব্বোপায়ে সাহায্য করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে নিউকাসেল কমিশন তাঁদের বিবরণী প্রকাশ ক'রলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দুই ধরণের সাহায্য দেবার সুপারিশ করলেন এই কমিশন—রাষ্ট্রদত্ত সাহায্য আর স্থানীয় কর থেকে আহৃত স্থানীয় সাহায্য। সাধারণ কার্য্যকারিতা আর বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপস্থিতির ওপর নির্ভর ক'রবে সরকারী সাহায্য; আর স্থানীয় সাহায্য নির্ভর ক'রবে বিদ্যালয়গুলির পরীক্ষার ফলাফলের ওপর। কমিশন আরও সুপারিশ ক'রলেন যে কাউন্টি বোর্ড্ নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে যাদের শক্তি থাকবে স্থানীয় শিক্ষাকর বসাবার। কিন্তু এ প্রস্তাব সকলের মনঃপুত হ'লো না। বিদ্যালয়গুলোতে মাইনে নেবার যে রীতি চালু ছিল, তাই বহাল রাখা হ'লো। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বাধ্যতামূলক উপস্থিতির ওপরও খুব জোর দেওয়া হ'লো না। বিদ্যালয়গুলোতে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম-ঘেঁষা যে শিক্ষা চালু ছিল, সেটাকেই বলবৎ রাখা হ'লো। বিদ্যালয়ের পাঠসূচী যাতে বিস্তৃতপরিসর হয় কমিশনের এই সুপারিশ সর্ব্বশ্রেণীর সমর্থন লাভ ক'রলো।

শিক্ষাকে রাষ্ট্রাধীন ক'রে তোলার যে আন্দোলন আর শিক্ষা

বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা রাখার যে আন্দোলন নিউকাসেল কমিশনের বিবরণকে এই তুই আন্দোলনের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা বলা চলে। যাহা হ্উক, কমিশনের প্রস্তবারাজি অবশ্য কোনদিন কার্য্যে রূপায়িত হ'য়ে ওঠে নি। এই সময় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রিভাইজ ড্ কোড্ হ'লো প্রকাশিত। পার্লামেণ্টের আইন যেমন শক্তিশালী হয়, এই রিভাইজ ড্ কোড্ও তেমন শক্তিশালী ছিল। এই কোডে এমন সব নিয়ম কানুন ছিল যা দিয়ে বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সরকারী সাহায্য-বিতরণ, বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি, বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা এবং বিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ন্ত্রিত হবে। এই কোডকে রিভাইজ ড্ বলার কারণ হ'লো এই যে ১৮৬১ সনে আর এক অস্থায়ী কোড্ বিধিবদ্ধ হ'য়েছিল। একে লো সাহেবের কোড্ বলা হয়। কারণ, কমিটি অব কাউন্সিল অন্ এডুকেশনের সহ-সভাপতি ছিলেন লো সাহেব আর তিনিই ছিলেন এই কোডের স্রষ্টা। কার্য্যতঃ তিনিই ছিলেন ইংলণ্ডের তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে যে সংশোধিত কোড্ প্রকাশিত হ'লো তাতে প্রাথমিক শিক্ষার ন্যুনতম মানের নির্দ্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকবে ছয়টি শ্রেনী। নিম্নতম শ্রেণীতে ছয় বছরের শিশু ভর্ত্তি হ'তে পারবে। প্রাথমিক শিক্ষার কার্য্যকারিতা বিচারিত হবে বৎসরান্তে পরীক্ষার মাধ্যমে। শুধু সেই সব ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে যারা সারা বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ২০০ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিল। আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বাৎসরিক সাহায্য নির্ভর ক'রতো বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপস্থিতির উপর। এখন থেকে তার তুই-তৃতীয়াংশ নির্ভর ক'রবে বিদ্যালয়গুলির বার্ষিক পরীক্ষার ফলের উপর। বার্ষিক সাহায্যের মাথাপিছু হার ছিল বার শিলিং। এখন থেকে ৪ শিলিং দেওয়া হ'তো ছাত্রদের উপস্থিতির জন্য আর ৮ শিলিং দেওয়া হ'তো বার্ষিক পরীক্ষার ফলের জন্য

এই সাহায্যদানের পদ্ধতিকে বলা হয় ফলানুগ সাহায্য-দান-পদ্ধতি। আগে যে শিক্ষকদের গুণানুসারে ব্যক্তিগত সাহায্য দেবার প্রথা ছিল, তা এখন থেকে রহিত হ'য়ে গেল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট সভার অন্যতম সদস্য এবং শিক্ষাবিভাগের অধিকর্ত্তা এক নবতম পদ্ধতির প্রবর্ত্তন ক'রলেন। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বার্ষিক পরীক্ষাপদ্ধতি চালু করা হ'লো। পরীক্ষার বিষয় হ'লো পঠন, লিখন আর গণিত। আগামী বর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কি হারে বেতন পাবেন তা সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রবে চলতি বছরের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ফলের ওপর। ফলানুসারে এই সরকারী সাহায্যদানরীতি ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিকে বহুলাংশে ক'রেছিল ব্যাহত। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হ'লো প্রাথমিক শিক্ষা সীমাবদ্ধ হ'য়ে রইলো কেবলমাত্র পঠন, লিখন আর গণিতের মাঝে। বিদ্যালয়ে পাঠদান হ'য়ে প'ড়লো একান্ত গতানুগতিক ও একঘেয়ে; শিক্ষা হ'য়ে প'ড়লো ভীতিপ্রদ নিস্পেষণের নামান্তর মাত্র। এই পদ্ধতির আর এক বিষময় ফল হ'লো এই যে রীতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও সরকারী পরিদর্শকগণের মধ্যে এক অস্বাভাবিক বিরোধিতার সৃষ্টি ক'রল। সরকারী পরিদর্শকগণ, যাঁরা এই সব বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা পরিচালনা ক'রতেন, শিক্ষাখাতে ব্যয় সঙ্কোচ অথবা প্রাথমিক শিক্ষার কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি কোনটাই ক'রে উঠতে পারেন নি। এই ক্ষতিকর প্রথা ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিকে শ্লথ ক'রে তুলেছিল। লো সাহেব চাইছিলেন সরকারী ব্যয়ের দিকটা যাতে অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, আর সেই সঙ্গে শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষার প্রচলনের কূট সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে। তিনি ঘোষণা ক'রলেন—যে প্রাথমিক শিক্ষাধারা যদি ব্যয়বহুল হয়, তা'হলে এর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কারো মনে যেন কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে; আর এই শিক্ষা যদি কার্য্যকারিতার

মাপকাঠিতে অনুন্নত বিবেচিত হয়, তাহ'লে শিক্ষাখাতে নিশ্চয়ই ব্যয়-সঙ্কোচের প্রয়োজন। লো সাহেবের আশা মুকুলেই বিনষ্ট হ'য়ে গেল। এই শিক্ষাপদ্ধতিতে কারোরই উপকার হ'তো না—না শিক্ষকের, না বা ছাত্রের। শিক্ষকগণের নিজের গুণপনাকে তাঁদের বেতন নির্দ্ধারণের মাপকাঠি না ক'রে তাঁদের ছাত্রদের পরীক্ষার ফলকে তাঁদের বেতন স্থিরীকরণের একমাত্র উপায় করার এই যে কৃত্রিম রীতি ইংলণ্ডে এতাবৎ প্রচলিত হ'য়ে আসছিল তা শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে যে স্বাভাবিক মধুর সম্পর্ক থাকা উচিত তাকে ক'রে তু'লছিল একেবারে অবাস্তব; আর সেই সঙ্গে শিক্ষকদের সঙ্গে সরকারপক্ষের সম্পর্কও বিরক্তিকর হ'য়ে উঠছিল। ইংলণ্ডে এই প্রথা রহিত হবার পর থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা মৃদুমন্দভাবে অথচ অবিচললক্ষ্য হ'য়ে আপন সুনির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হ'চ্ছিল। লো সাহেবের নির্দ্দেশিত পথে ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষা সাময়িক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হ'চ্ছিল।

লো সাহেব প্রবর্ত্তিত রিভাইজ্‌ড্ কোড্ ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার সর্ব্ব অধ্যায়েই আনতে চেয়েছিল অভাবনীয় উন্নতি; কিন্তু এই পদ্ধতি ইংলণ্ডের পক্ষে অতিশয় আকস্মিক হ'য়েছিল ব'লতে হবে। কারণ, শিক্ষাবিভাগের প্রতিটি স্তরে বিস্তৃতভাবে ঘুণ ধ'রেছিল। আর লো সাহেব সেই ঘুণ সারাবার যে বিধি বাৎলে দিয়েছিলেন, তা হ'য়ে প'ড়েছিল যেমন কঠোর, তেমনই অভাবিতরূপে আকস্মিক। বিদ্যালয় পরিদর্শক ম্যাথু আর্ণল্ড্ এবং কমিটি অব্ কাউন্সিলের প্রথম সম্পাদক জেম্‌স্ কে সাট্‌লওয়ার্থ উভয়েই এই মত পোষণ ক'রতেন যে লো সাহেব প্রবর্ত্তিত রিভাইজ্‌ড্ কোড ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো এবং সমগ্র পদ্ধতিটা বহুলাংশে যান্ত্রিক হ'য়ে প'ড়েছিল। এই কোড্ প্রবর্ত্তনের ফলে কিছুকালের জন্য অন্ততঃ শিক্ষকতাকামী লোকের অপ্রতুলতা ঘ'টেছিল। ফলানুসারে বেতন নির্দ্ধারণনীতিকে কোন

শিক্ষকই পছন্দ করেন নি এবং নবতম পাঠ্য-সূচী প্রবর্ত্তনে শিক্ষকদের স্বাধীনতায় অনেকখানি হস্তক্ষেপ করা হ'য়েছিল—এই ছিল অনেকের অভিমত। পরীক্ষা যখন ছাত্রগণের লব্ধ জ্ঞানের পরিমাপক হ'য়ে দাঁড়াল, তখন মুখস্থ বিদ্যার কদর বাড়ল বেশী। রিভজাইড্ কোড্ গণ-শিক্ষার সমস্যার কোন সুসমঞ্জস সমাধান সাধন ক'রতে পারলো না। তাই কি পার্লামেণ্ট, কি জন-সাধারণের সভায়, সর্ব্বস্থানে শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের আন্দোলন পুরোদমে চ'লতে লাগল। এই সময় ১৮৬৭ সনে যখন দ্বিতীয় সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হ'লো, যার ফলে ইংলণ্ডের জন-সাধারণ অধিকতর গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছিল, তখন গণ-শিক্ষার আন্দোলনও অধিকতর শক্তি অর্জ্জন ক'রছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে কি ব্যক্তিগত প্রয়াস, কি স্বতোৎসারিত প্রচেষ্টা কোনটাই জন-শিক্ষার ক্রমবর্দ্ধমান দাবীকে সন্তুষ্ট ক'রতে পারছিল না। জন-সাধারণ হৃদয়ঙ্গম ক'রতে লাগল যথাযোগ্য গণ-শিক্ষার প্রসারকল্পে রাষ্ট্রের সমষ্টিগত প্রয়াস একান্ত অপরিহার্য্য।

যখন দেখা গেল গণ-শিক্ষার দাবীকে আর কোনমতে উপেক্ষা করা যায় না, তখন ১৮৭০ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বিধিবদ্ধ করার সরকারী প্রচেষ্টা করা হ'লো। তাই এই বৎসর পার্লামেণ্টে এক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হ'লো। এর ফল হ'লো সুদূরপ্রসারী। দু'টো মূলনীতির উপরে দাঁড় করানো হ'লো এই আইনকে। প্রথমতঃ, স্থির করা হ'লো যে ইংলণ্ডের সর্ব্বস্থানে, বিশেষ ক'রে অনুন্নত স্থানগুলিতে, শিক্ষার প্রসার ক'রতে হবে। আর দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাকে আনতে হবে সর্ব্বসাধারণের সহজ আয়ত্তের মধ্যে।

১৮৭০ সালে যে শিক্ষা-আইন বিধিবদ্ধ হ'য়েছিল তার অন্য নাম ফরষ্টার আইন। কারণ, উইলিয়াম ফরষ্টার এই শিক্ষাবিলকে হাউস্ অব্ কমন্সে উত্থাপন ক'রেছিলেন। নীচে এই বিলের কয়েকটি প্রয়োজনীয় ধারার উল্লেখ করা হ'লো :—

১। যে সকল স্থানে প্রাথমিক শিক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেই,

সেই সব স্থানে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে ও সেখানে স্কুল বোর্ড্ সংস্থাপিত হবে।

২। স্কুল বোর্ড্গুলির শিক্ষা শেস্ বসাবার অধিকার থাকবে।

৩। স্কুল বোর্ডগুলির স্ব স্ব এলাকায় পাঁচ থেকে বার বৎসরের ছাত্রদিগের বিদ্যালয়ে উপস্থিতিকে তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী বাধ্যতামূলক ক'রতে পারবেন।

৪। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবশ্য এই স্তরে অবৈতনিক করা হবে না; তবে বোর্ড্ যদি বোঝেন যে কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কারো দুঃস্থ অবস্থার জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ক'রতে হবে, তাহ'লে বোর্ডের তা করবার অধিকার থাকবে।

৫। যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য পায়, সে-গুলোতে কোন বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়গত ধর্ম্মশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই থাকবে না। বিশেষ বিশেষ এলাকায় যদি কোথায়ও ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ অথবা ধর্ম্ম-ঘেঁষা শিক্ষা চালু করার প্রয়োজনবোধ অনুভূত হয়, তাহ'লে বোর্ড তাই ক'রতে পারবেন।

১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধিকে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী প্রভাবের সম্প্রসারণ আর স্বৈচ্ছিক সংস্থার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আপোষমূলক মীমাংসার নামান্তর বলা চলে। এখন থেকে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সংগঠনের দায়িত্ব রাষ্ট্র ও স্বৈচ্ছিক সংস্থার উভয়েরই উপর বর্ত্তাবে। রাষ্ট্র যেমন স্থানীয়ভাবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফত প্রাথমিক শিক্ষাকে কার্য্যকরী করবার জন্য প্রয়াসী হবে, তেমন প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্বৈচ্ছিক প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রের সাহায্য পাবে; কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের উপর সরকারী তদারক থাকবে। বোর্ড-পরিচালিত বিদ্যালয়গুলো হবে স্বেচ্ছাচালিত বিদ্যালয়গুলির পরি-পূরক। এই বিধিতে বাধ্যতামূলক রীতির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট; কিন্তু সে বাধ্যতা উপস্থিতির বাধ্যতা নয়, সে বাধ্যতা বিদ্যালয় খোলার বাধ্যতা। যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপনের আগে ছাত্র-

ছাত্রীদের উপস্থিতির বাধ্যতার কোন প্রকার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু বোর্ডগুলির হাতে এই শক্তি দিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল, যাতে তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতিকে বাধ্যতামূলক ক'রে তুলতে পারেন।

প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ে যে স্থানীয় লোকেদের দায়িত্ব আছে এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি স্বীকৃত হ'য়েছে এই শিক্ষাবিধিতে। এখন প্রাথমিক শিক্ষা কোনমতে বেতনবিমুক্ত হবে না। তবে দুঃস্থ ঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুল বোর্ড এদের পক্ষ হ'য়ে বেতন দিয়ে দিতে পারেন; অথবা বোর্ড পরিচালিত বিদ্যায়তনগুলির মধ্যে এমন এক আধটি বিদ্যায়তন থাকতে পারে, যেখানে কোন প্রকার বেতন দিতে হবে না ছাত্রছাত্রীগণকে। দেশের সর্ব্বস্থানে যে বোর্ড বিদ্যালয় স্থাপিত হ'লো তা নয়; বরং দেশের যে সব অঞ্চলে বিদ্যালয়ের অপ্রতুলতা ছিল, সেই সব অঞ্চলে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রাইমারী বিদ্যায়তনগুলিতে কোন প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হবে কিনা এই নিয়ে বহু বাদবিতণ্ডা ও তিক্ততা সৃষ্টি হ'য়েছিল। ইংলণ্ডের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিপত্তিশালী কয়েকটি সম্প্রদায়ের (যেমন রোমান ক্যাথলিক, এস্‌ট্যাবলিশ্‌ড চার্চ এবং নন্‌-কন্‌ফর্মিষ্ট) মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য ছিল। ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধিতে অবশ্য একটি মধ্য-পন্থা অবলম্বিত হ'য়েছিল। এই বিধিতে ধর্ম্ম ব্যাপার নিয়ে একটি বিশেষ ধারা ছিল। সেই ধারাকে বলা হ'য়েছে কন্‌সান্‌স্ ধারা। যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য লাভ করে, সেই সব বিদ্যালয়ে এই ধারা আবশ্যিক-ভাবে পালিত হবে। এই ধারাতে বলা হ'য়েছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন ছাত্রছাত্রীকে বিদ্যালয়ে দত্ত ধর্ম্মশিক্ষার ক্লাসে উপস্থিত থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই; অথবা কোন বিদ্যালয়ের প্রবেশাধিকার বিশেষ কোন ধর্ম্মমতের ওপর নির্ভর ক'রবে না। অর্থাৎ ধর্ম্মশিক্ষাব্যাপারে এখন থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সম্পূর্ণ

স্বাধীনতা পেল। বোর্ড পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম্মশিক্ষা-বিষয়ে এই বিধিতে অন্য একটি বিভিন্ন ধারা ছিল। এই বিশেষ ধারার নাম কাউপার্-টেম্প্‌ল ধারা। এই ধারায় বলা হ'য়েছে যে বোর্ড-পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়গত শিক্ষা-ব্যবস্থা আর চালু থাকবে না। প্রাইমারী শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রকার দ্বিধা-বিভক্ত প্রথা ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত চালু থাকলো।

বিভেদের অধ্যায়ঃ—(১৮৭০-১৯০২) ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের সূচনা হ'লো ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, আর এই পদ্ধতির পূর্ণ পরিণতি ঘটলো ১৯০২ সালে নবতম অন্য এক শিক্ষাবিধির প্রবর্ত্তনে। এই ত্রিশ বৎসরের বেশী সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ধীর বিবর্ত্তনের মাধ্যমে দেশে কায়েমী হ'য়ে উঠছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চার দশকে ইংলণ্ডের লোকেরা অন্ততঃ এইটুকু বুঝবার চেষ্টা ক'রছিল যে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে পরহিতোবুদ্ধ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অথবা প্রতিষ্ঠানগত প্রয়াসের দিন শেষ হ'য়েছে। শিক্ষা যে সামগ্রিকভাবে জাতিগত ব্যাপার, এটা যে একটা দেশগত তথা রাষ্ট্রগত ব্যাপার, সেখানে বিশেষ কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের একাধিপত্য নেই, তা সর্ব্বসাধারণের, এবং সেখানে সকলের সমান অধিকার এবং সমসুযোগ ইত্যাদি বিষয় ইংলণ্ডের জন-সাধারণ বুঝতে সুরু ক'রেছিল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এক নতুন কোড্ হ'লো প্রবর্ত্তিত। কি ভাবে সরকারী সাহায্য বিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিতরিত হবে সে বিষয়ে এই কোডে অদল-বদলের ইঙ্গিত ছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগের উপস্থিতি যাতে অধিকতর নিয়মিত হয়, যাতে বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ছাত্রীগণের যথোপযুক্ত স্থান-সঙ্কুলান হয় এবং যাতে শিক্ষাদানের সাধারণ মান সবিশেষ উন্নত হয়, সে সব বিষয়ে পন্থা অবলম্বনের জন্য এই কোডে কয়েকটি সাধু প্রস্তাব করা হ'য়েছে।

১৮৭৬ সালে আবার একটি শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হ'লো।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রয়াসকে এই বিধি আর একটু এগিয়ে দিল। এই আইনে এই নিয়ম ক'রে দেওয়া হ'লো যে প্রত্যেক মাতাপিতা যেন দেখেন তাঁর সন্তান সন্ততি যথোপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা পায়, অর্থাৎ পঠন, লিখন আর গণিতে তাদের যেন কার্য্যকরী জ্ঞানলাভ হয়। যাঁরা হবেন ব্যত্যয়কারী, তাঁদের জরিমানা দিতেই হবে। যাতে এই নবতম বিধির এই সব ধারাকে কার্য্যকরী ক'রে তোলা যায়, সে বিষয়ে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগণকে যেমন স্কুল বোর্ডগুলোকে, এ বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করা হ'লো। যে সব স্থানে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের অভাব ছিল, সেই সব জায়গায় বিদ্যালয় উপস্থিতি-সমিতি সংস্থাপিত হ'লো যাঁদের কর্ত্তব্য হ'লো এই শিক্ষা-বিধির ধারাগুলি যাতে সকলের দ্বারা প্রতিপালিত হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া।

এই সময়ে ইংলণ্ডে যে সব কারখানা আইন পাশ করা হ'য়েছিল, শিক্ষার দিক দিয়ে তাদের গুরুত্ব কম নয়। কারখানাগুলোতে কত বয়সের ছেলেরা কাজ ক'রতে পারবে, আর কোন বয়সের ছেলেরা সেখানে কাজ ক'রতে পারবে না ইত্যাদি বিষয় এবং সেই সঙ্গে এই সব ছেলেদের বিদ্যালয়ে বাধ্যতামুলক যোগদান বিধিবদ্ধ হ'য়েছিল এই সব আইনে। কারখানা আইনগুলো যেমন পরোক্ষভাবে ছেলেদের বিদ্যালয়ে যোগদান আবশ্যিক করে তুললো, তেমন এই সময়কার শিক্ষা-আইনগুলো এই বিষয়টিকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়মাধীন ক'রে ফেললো। ১৮৪৪ সালের কারখানা আইন আট বছর বয়সের ছেলেদের কলকারখানায় অর্দ্ধদিন কাজ করবার অধিকার দিয়েছিল। আর তের বছর বয়সের৷ ছেলেদের সেখানে পূর্ণদিন খাটবার অধিকার দান ক'রেছিল। ১৮৭৪ সালে যে কারখানাবিধি পাশ হ'লো তাতে কারখানায় অর্দ্ধদিন খাটবার উপযুক্ত ছেলেদের বয়স বাড়িয়ে দেওয়া হ'লো আরও দু'বছর এবং পূর্ণদিন খাটবার যোগ্য ছেলেদের বয়স বাড়িয়ে দেওয়া হ'লো আরও এক বছর। ১৮৭৪

সালের কারখানাআইনে এই স্থির হ'লো যে দশ বছর বয়সের কমবয়সী ছেলেদেরকে কোন কলকারখানায় নিয়োগ করা হবে না। দশ থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেরা কলকারখানাগুলোতে অর্দ্ধদিন খাটবার সুযোগ পেতে পারে, যদি তারা বাকী অর্দ্ধসময় কোন বিদ্যালয়ে যোগদান করে। বিদ্যালয়ে এও একপ্রকার বাধ্যতামূলক উপস্থিতি। বিদ্যালয়ে অর্দ্ধসময় উপস্থিতির অর্থ এই হ'লো যে এক সপ্তাহে কারখানার শ্রমিক ছেলেরা সকালের দিকে বিদ্যালয়ে যোগদান ক'রবে; পরের সপ্তাহে সেই সব ছাত্র আবার বিকালে বিদ্যালয়ে যোগদান ক'রবে। এই প্রথাই বেশ কিছুদিন নিয়মিত ভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এতে অসুবিধা ছিল অনেক।

অবশ্য এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে বেতনহীন ক'রে তোলার ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। সারা উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা যায় যে বিনা বেতনে শিক্ষালাভ যেন সাধারণের ধারণার বাইরে; অবশ্য যত দিন যেতে লাগল, ততই বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ছাত্রের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। এর জন্য বিদ্যালয়গুলোতে আয়ের দিক থেকে যে ক্ষতি হ'তো, সরকার অবশ্য তা সব পুষিয়ে দিতেন।

১৮৮০ সালে আর এক শিক্ষাবিধি পাশ হলো। এই আইনের বলে স্কুলবোর্ডগুলি ও বিদ্যালয়-উপস্থিতি-সমিতির উপর এই ভার দেওয়া হ'লো যে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপস্থিতি সম্বন্ধে এঁরা উপবিধি ক'রতে পারবেন। এই সময়ে ইংলণ্ডে অবশ্য নানান ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল যেমন—শিশু-বিভাগ, জুনিয়র স্কুল, সিনিয়র স্কুল ও হায়ার গ্রেড্ স্কুল। এগুলির অধিকাংশতেই প্রচলিত ছিল সহ-শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার সংগঠন ব্যাপারে সমগ্র দেশে সমবিধি প্রবর্ত্তিত ছিল না। এগার অথবা বার বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষার পর যতি টেনে দেবার দিকে ঝোঁকটাই পরিলক্ষিত হ'চ্ছিল। প্রাথমিকোত্তর শিক্ষার ধারণা সম্বন্ধে এই সময় ইংরেজদের মনে একটি

সচেতনভাব বেশ দানা বেঁধে উঠছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঠিতব্য বিষয়গুলি শিক্ষাবিভাগের বাৎসরিক নিয়মাবলীতে প্রকাশিত হ'তো। পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে কতকগুলি ছিল অবশ্যপাঠ্য আর কতকগুলি ছিল ঐচ্ছিক। যে সমস্ত বিষয় প্রাথমিক বিদ্যায়তনে পড়ানো হ'তো সেগুলোর জন্য একটা খস্ড়া সিলেবাস্ করার বিধি চালু করা হ'লো। প্রতিটি বিষয়ের পাঠদানের উপর নির্ভর ক'রতো সরকারী সাহায্য। সরকারী সাহায্যের হার নির্ভর ক'রতো কোনো বিষয়ের পরীক্ষায় ছাত্রগণ কতখানি জ্ঞান আহরণ ক'রেছে তার উপর।

আরও কিছুদিন গত হ'লে, ১৮৮৬ সালে লর্ড ক্রসের সভাপতিত্বে ইংলণ্ডে আর ওয়েল্সে শিক্ষা-আইনগুলো কতখানি কার্য্য করা হ'য়েছে তা অনুসন্ধান করবার জন্য এক রাজকীয় কমিশন বসানো হ'লো। প্রাথমিক শিক্ষার সব দিক এবং প্রধানতম সব সমস্যার সম্বন্ধে কমিশন ব্যাপক তদন্ত চালালেন। পুরা দুই বছর লাগলো তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রতে। অনুসন্ধান শেষ হ'লে পর দুটো বিবরণী প্রকাশ করা হ'লো। এই দুটোর মধ্যে একটিতে ছিল কমিশনের সভ্যবৃন্দের পনের জনের স্বাক্ষর, অপরটিতে ছিল মাত্র আট জনের স্বাক্ষর। বোর্ড্ স্কুলগুলির ধর্ম্মনিরপেক্ষ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় করপুষ্ট বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তন করার পক্ষপাতী ছিলেন কমিশনের অধিকাংশ সভ্যই। কমিশনের সংখ্যালঘুদল অবশ্য এই মতের পরিপন্থী ছিলেন। তাঁরা চাইছিলেন স্থানীয় শিক্ষাকর যেন কোন মতে বিশেষ কোন ধর্ম্মঘেঁষা শিক্ষাদানের জন্য ব্যয়িত না হয়। কমিশনের সংখ্যাগুরু দল অবশ্য চাইছিলেন যে শিক্ষাবিষয়ে ব্যক্তিগত প্রয়াস এখনো চালু থাক। তাঁদের আরও অভিমত এই ছিল যে ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধির কাউপার-টেম্পল্-ধারা, যা বোর্ড-পরিচালিত বিদ্যালয়-গুলিতে ধর্ম্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রেছিল, তা যেন রহিত হ'য়ে যায়। অন্যদিকে সংখ্যালঘু দল চাইছিলেন শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রতে

আর সেই সঙ্গে ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধির কাউপার-টেম্পল্-ধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে।

ক্রস্ কমিশন অন্যান্য সুপারিশের সঙ্গে এও সুপারিশ ক'রেছিলেন যে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা যেন উন্নত ধরণের হয় ; বিদ্যালয়ের পরিবেশ যেন উপযুক্তভাবে স্বাস্থ্যকর হয়। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপস্থিতি সম্বন্ধে যেন অধিকতর কঠোর নীতি প্রবর্ত্তিত হয়। ধর্ম্মশিক্ষা যেন কোন মতেই রহিত না হয়। বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলানুসারে সাহায্য-দান-নীতি যেন বেশী দিন অনুসৃত না হয়, যার ফলে শিক্ষাপদ্ধতি প্রাণহীন ও গতানুগতিক হ'য়ে যেতে পারে। অবশ্য এই পদ্ধতিকে একেবারে রহিত করার প্রস্তাবও করা হয় নি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে যে স্তর-বিভেদ আছে সেটা যেন সর্ব্বজনস্বীকৃত হয় এবং ১৮৭০ সালের শিক্ষা আইনের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে দ্বৈত শাসননীতি প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল তা বিদূরিত ক'রে তার স্থলে অধিকতর কেন্দ্রীকৃত কোন কার্য্যকরী শাসনব্যবস্থা যেন চালু করা হয় এই ছিল কমিশনের সুচিন্তিত অভিমত। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে ক্রস্ কমিশনের বিবরণী ইংলণ্ডের শিক্ষাপদ্ধতির বিভিন্ন সমস্যার প্রতি জনসাধারণের মনযোগকে আকর্ষণ ক'রেছিল।

১৮৯১ সালে পার্লামেণ্টে ফ্রি স্কুলিং এলিমেণ্টারী এডুকেশন এ্যাক্ট্ বিধিবদ্ধ হ'লো। প্রাথমিক শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব অবৈতনিক করা যায়, সেদিকে সেই আইনের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমন ব্যবস্থা করা হ'লো যাতে ইংলণ্ডে এমন কোন ডিস্ট্রিক্ট্ না থাকে যেখানে নাকি কোন অবৈতনিক বিদ্যালয় থাকবে না। ১৮৯৩ সালে আর এক শিক্ষাবিধি পাশ হ'লো যার ফলে ইংলণ্ডে দৃষ্টিহীন এবং শ্রবণশক্তিহীন ছাত্রদের জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হ'লো। ১৮৯৯ সালে অনুরূপ আর এক আইন করা হ'লো। এই আইনের বলে ইংলণ্ডের বিকলদেহ এবং মূর্চ্ছাপ্রবণ শিশুদের জন্য বিশেষ

ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হ'লো। ১৮৮৮ সালে লোক্যাল্ গভর্ণমেণ্ট্ এ্যাক্ট্ পাশ হওয়ার ফলে ইংলণ্ডে স্থানীয় শাসনের সৌকর্য্যার্থে কাউন্টি ও কাউন্টি বরো কাউন্সিল স্থাপিত হ'লো। এই সব প্রতিষ্ঠানের উওর ছাত্রদের যান্ত্রিক ও কারিগরী শিক্ষার ভার প'ড়লো। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যে শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল তাতে ইংলণ্ডে যে পরীক্ষার ফলানুসারে সরকারী সাহায্যদান-নীতি এতদিন চালু ছিল, তা রহিত হ'য়ে গেল। এদিকে আবার স্কুলবোর্ড্গুলি জনসাধারণের নিকট অপ্রিয় হ'য়ে উঠছিল এবং তাদের প্রতিপত্তিও আসছিল ক'মে। স্বৈচ্ছিক বিদ্যালয়গুলিও শিক্ষার মান উন্নয়নের ফলে আর্থিক দিক দিয়ে বেশ গোলমালে প'ড়েছিল।

১৮৯৪ সালে ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে কমিশন ব'সেছিল তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত হ'লো এই যে প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি ও মাধ্যমিক শিক্ষাধারার মধ্যে একটি সুসঙ্গত সীমারেখা থাকা একান্তভাবে উচিত। তাঁরা একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষ এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্যে একটি পরামর্শদানকারী সমিতি স্থাপনের সুপারিশও ক'রেছিলেন। তাই ১৮৯৯ সালে আর এক শিক্ষাআইন বিধিবদ্ধ হ'লো। এই আইনানুসারে ইংলণ্ডে স্থাপিত হ'লো বোর্ড্ অব্ এডুকেশন। এই বোর্ডের সভাপতি থাকবেন একজন, যিনি হবেন মন্ত্রীর ন্যায় দায়িত্বশীল। তাঁর কাজে সাহায্য করবার জন্য তাঁর অধীনে একজন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীও থাকবেন। রাষ্ট্রের মধ্যে সমস্ত শিক্ষামূলক কার্য্যাবলীকে কেন্দ্রানুগ করার কাজ হ'লো এই বোর্ডের। দেশের মধ্যে যত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলোর পরিচালনা এবং তত্ত্বধানের ভারও এই বোর্ডের ওপর অর্পণ করা হ'লো। একটি পরামর্শদাতা-সমিতি স্থাপনেরও ব্যবস্থা করা হ'লো এই আইনে। এখন থেকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বোর্ড্ অব্ এডুকেশন সরকারী শিক্ষাবিভাগ ও বিজ্ঞান এবং কলাবিভাগের স্থলাভিষিক্ত হবে। বোর্ড্ অব্

এডুকেশনের উপর বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শনের ভার দেওয়া হ'লো এবং এই বোর্ড শিক্ষাবিষয়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষরূপে কাজ ক'রে যেতে লাগলো। ১৮৯৯ সালের বোর্ড্ অব্ এডুকেশন এ্যাক্ট্কে ১৯০২ সালের শিক্ষাবিধির অগ্রদূত বলা যেতে পারে।

১৮৯৯ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ছিল বুওর যুদ্ধে লিপ্ত। এদিকে বোর্ড্স্কুলের সমর্থক এবং তাঁদের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে সংঘাত দিন দিন সঙ্গীন হয়ে উঠছিল। স্কুল বোর্ডের সরকারী সাহায্যের টাকা নিয়ে যে সব বিষয়ে পড়াবার জন্য ঐ টাকা খরচ করার কথা নয় সে সব বিষয়ে ঐ টাকা খরচ করবার অধিকার আছে কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠলো। ১৮৯১ সালে মিঃ ককারটন্ নামে এক সরকারী অডিটর্ বিজ্ঞান ও কলা শ্রেণীর জন্য ররাদ্দ অর্থকে বয়স্কশিক্ষাবাবদে খরচ করার জন্য লণ্ডন স্কুল বোর্ডের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ আনেন। ১৮৭০ সালের অথবা পরবর্ত্তী কালের শিক্ষাবিধিগুলোতে এই ভাবে এক খাতের অর্থকে অন্য বাবদে খরচ করবার অধিকার কাউকে দেওয়া হয়নি। লণ্ডন স্কুল বোর্ড কোর্টের আশ্রয় নিলেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হ'লো না। ইংলণ্ডে শিক্ষার ইতিহাসে এই মোকদ্দমা একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই মোকদ্দমার বিচারের রায় ককারটন্ রায় নামে পরিচিত। বিচারে এই সাব্যস্ত হ'লো যে :স্কুল বোর্ডের সরকারী সাহায্যকে কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় করার অধিকার আছে এবং তাও কেবল ১৫ বছর পর্য্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য। এই রায়ের ফলে ইংলণ্ডে এক অচল পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'লো। কিন্তু স্কুল বোর্ড্গুলি যে সব বিষয়ে কোন অর্থ বরাদ্দ করা নেই সে সব বিষয়েও সরকারী সাহায্যের টাকা ব্যয় ক'রে যেতে লাগলেন। এই অবাঞ্ছিত কারণে ১৯০২ সালের শিক্ষাআইনের উপযোগিতা দ্রুততর হ'য়ে দাঁড়ালো। তাই এই বছরেই বোর্ড্ অব্ এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট এ, জে, ব্যালফুর

সাহেব পার্লামেণ্টে এক নবতম বিল উত্থাপন করলেন এবং ঐ বিলই ব্যালফুর এ্যাক্ট্ নামে খ্যাত।

১৯০২ সালে শিক্ষাবিধির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা নীচে দেওয়া হ'লো।

(১) স্কুল বোর্ডগুলির স্থলে স্থাপিত হবে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ। এগুলো হবে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল আবার চার রকমের, যেমন কাউন্টি কাউন্সিল, কাউন্টি বরো কাউন্সিল, আর্বাণ ডিস্ট্রিক্ট্ কাউন্সিল ও বরো কাউন্সিল। কাউন্টি কাউন্সিলের ৫০,০০০ এর বেশী আধিবাসী থাকলে, কাউন্টি বরো কাউন্সিলের ২০ হাজার থেকে ৫০,০০০ এর মধ্যে অধিবাসী থাকলে, আর্বাণ ডিস্ট্রিক্ট্ কাউন্সিলের ২০,০০০ অধিবাসী থাকলে এবং বরো কাউন্সিলের দশ হাজারের বেশী অধিবাসী থাকলে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষাব্যবস্থাপনার ভার দেওয়া হবে।

(২) এই শিক্ষাবিধির ২নং সিডিউলে প্রথমোক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ থাকায় এখানকার শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে বলা হ'তো পার্টটু শিক্ষাকর্তৃপক্ষ এবং ৩নং সিডিউলে শেষোক্ত দুই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ থাকায় সেখানকার শিক্ষাকর্তৃপক্ষের নাম দেওয়া হ'য়েছিল পার্ট থি্ শিক্ষাকর্তৃপক্ষ।

(৩) পূর্ব্বতন স্কুলবোর্ড এবং এ্যাটেন্‌ড্যান্স্ কমিটির যে কাজ ছিল সেই কাজ এখন থেকে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের উপর বর্ত্তাবে।

(৪) স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের শিক্ষাকর বসাবার শক্তি থাকবে।

(৫) স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ তাঁদের এডুকেশন কমিটির মাধ্যমে কাজ কর্ম্ম চালাবেন। কাউন্সিলের সকল সভ্য ও যে সকল ব্যক্তির শিক্ষাবিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরাই এই এডুকেশন কমিটির সদস্য হ'তে পারবেন। স্থানীয় শিক্ষাকর তোলবার অধিকার ছাড়া কাউন্সিলগুলো তাঁদের শিক্ষাবিষয়ক সমস্ত দায়িত্ব এই এডুকেশন কমিটির উপর অর্পণ ক'রতে পারবেন।

(৬) ভলান্‌টারী স্কুলগুলোর ব্যবস্থাপনায় একই নীতি যাতে অনুসৃত হয়, সেই নির্দ্দেশই এই বিধিতে দেওয়া হ'য়েছে। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মধ্যে চারজন ভলান্‌টারী সংস্থার প্রতিনিধি আর দুজন হবেন কাউন্সিলের দ্বারা নিযুক্ত।

(৭) সকল প্রকার বিদ্যালয়ে, যেমন,—কাউন্সিল স্কুল, মিউনিসিপ্যাল স্কুল ও ভলান্‌টারী স্কুলের ধর্ম্মবিবর্জ্জিত শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ-ভার থাকবে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের ওপর। যে সকক প্রোভাইডেড্ বিদ্যালয় স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক স্থাপিত হবে, সেগুলোতে কি ধরণের এবং কতখানি ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হবে তা স্থির ক'রবে শুধু স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ, অবশ্য ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধির কাউপার-টেম্পল ধারার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রেখে। নন্‌প্রোভাইডেড্ বিদ্যালয়-গুলিতে ধর্ম্মশিক্ষার প্রকৃতি ও পরিমাপ স্থির ক'রবেন তাদের ব্যবস্থাপকগণ। সকল বিদ্যালয়েই ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধির কন্‌সানস্ ক্লজ্ আচরিত হবে।

১৯০২ সালের শিক্ষাবিধি ইংলণ্ডের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চতর এবং কারিগরী শিক্ষার সংগঠনব্যবস্থাকে স্বায়ত্ত-শাসনমূলক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠা ক'রেছিল। যে কর্ত্তৃপক্ষের ওপর এতদিন স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ভার অর্পিত ছিল, তার ওপর এখন আবার শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হ'লো। এই আইন পাশ হওয়ার ফলে ইংলণ্ড থেকে স্কুল বোর্ড এবং স্কুল এ্যাটেন্‌ড্যান্স্ কমিটিগুলো উঠে গেল। এতদিন যে সব কাউন্সিল স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন চালিয়ে আসছিল তার ওপরই শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হ'লো। বোর্ড স্কুলগুলো কাউন্সিল স্কুলে রূপান্তরিত হ'লো। ভলান্‌টারি প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত অনেক বিদ্যালয় কাউন্সিল স্কুলে পরিবর্ত্তিত হ'লো। চার্চপরিচালিত অনেক বিদ্যালয়ই আগের মত ভলান্‌টারি ব্যবস্থাপক সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীন হ'য়ে রইলো; অবশ্য এ-সব বিদ্যালয়ের অনেকেই পৌর সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ভলান্‌টারি

স্কুলগুলোকে কাউন্সিল স্কুলে পরিণত ক'রতে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের যথেষ্ট বেগ পেতে হ'য়েছিল।

স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের আবার প্রকারভেদ ছিল। কাউন্টি কাউন্সিল আর কাউন্টি বরো কাউন্সিলগুলোকে বলা হ'তো পার্ট টু স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ এবং বরো ও আর্বান ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলগুলোর নাম দেওয়া হ'য়েছিল পার্ট থ্রি স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ।

পার্ট টু স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দায়ী ছিল না। তবে এই সকল শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের সীমানার মধ্যে যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকতো, তাদের ব্যয়-নির্ব্বাহের ভার নিতেন এবং তাঁদের এলাকার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার মধ্যে সমতা রক্ষা ক'রে বিভিন্ন শিক্ষাধারার ভারসাম্য রাখবার প্রয়াসী হ'তেন। পার্ট থ্রি স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের ওপর কেবল প্রাথমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত ছিল। আবার এই নিয়ন্ত্রণের তারতম্য ছিল। তখন অবশ্য ইংলণ্ডে মোটামুটি দুই ধরণের বিদ্যালয় পরিলক্ষিত হ'তো। এক ধরণের বিদ্যালয় হ'লো প্রোভাইডেড্ আর এক ধরণের হ'লো নন্-প্রোভাইডেড্। যে সব বিদ্যালয় সরাসরিভাবে ও সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ম্মিত ও সর্ব্বোপায়ে সমর্থিত হ'তো তাদেরকে বলা হ'তো প্রোভাইডেড্ বিদ্যালয় আর যে সব বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও নির্ম্মাণের কাজ সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নির্ভর ক'রতো কিন্তু যারা সাহায্য পেতো স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষদের কাছ থেকে এবং যাদের ওপর স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ছিল পরোক্ষ তাদের বলা হ'তো নন্-প্রোভাইডেড্ বিদ্যালয়।

ইংলণ্ডে শিক্ষার ইতিহাসে ১৯০২ সনের শিক্ষাবিধি এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। এই সময় থেকে অবসান হ'লো বিভেদের অধ্যায় এবং সুরু হ'লো সংযোগের যুগ।

ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্বৈচ্ছিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য এবং তদারক করার নীতি হ'লো পরিবর্জ্জিত। রাষ্ট্র স্বয়ং গণ-শিক্ষার গুরু দায়িত্ব নিজস্কন্ধে গ্রহণ ক'রলো। শিক্ষার সর্ব্বস্তর যাতে বিশেষভাবে কেন্দ্রানুগ হ'য়ে ওঠে সেদিকে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে বলা হ'লো। এর ফলে ইংলণ্ডের জাতিগত শিক্ষার সাধারণ মান সবিশেষ উন্নত হ'লো।

১৯০২ সনের শিক্ষাবিধিতে লণ্ডনের কথা উল্লিখিত হয় নি। পরবর্ত্তী বৎসরে মুখ্যতঃ ১৯০২ সনের শিক্ষাবিধির অনুকরণে আর একটি আইন পাশ করা হ'লো যার ফলে লণ্ডনের কাউন্টি কাউন্সিল রূপান্তরিত হ'লো স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষে।

স্বায়ত্ব শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের অধীনে সংযোগের যুগ (১৯০২—১৯১৮)

১৯০২ সনের শিক্ষাবিধি কার্য্যকরী হবার পর থেকে ইংলণ্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দিন দিন পৌর-সংস্থার অধীনে আসতে লাগলো। শিক্ষাক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসননীতি হ'লো স্বীকৃত। এইসব বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যাপারে ও স্থানীয় কর থেকে স্বৈচ্ছিক বিদ্যায়তনগুলিকে সাহায্যদান ব্যাপারে এখনও অবশ্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য ছিল। ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের স্বৈচ্ছিক বিদ্যায়তনগুলির ওপর কোন নিয়ন্ত্রণাধিকার ছিল না। বহুদিনের এই সমস্যা দূরীকরণমানসে ১৯০৬ সালে মিঃ বিরেল ও ১৯০৮ সালে মিঃ ম্যাক্‌কেনি পার্লামেণ্টে পর পর দুটো বিল এনেছিলেন; কিন্তু দুখের বিষয় তাঁদের সাধু প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নি।

এই সময় থেকে অবশ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের দিকে এবং বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীন অবস্থার দিকে জনসাধারণ অধিকতর মনোযোগী হ'য়ে পড়লো। তাই ১৯০৬ সালে বিধিবদ্ধ

হ'লো আর এক শিক্ষা আইন যার বলে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ যে সব ছাত্রছাত্রী যথাযোগ্য খাদ্যের অভাবে বর্ত্তমানের শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ক'রতে পারছে না, তাদেরকে অপেক্ষাকৃত সস্তাদামে উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করবার জন্য স্থানীয় শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষ-গুলোর ওপর সংস্থাগঠনের অধিকার দেওয়া হ'লো। ১৯০৭ সালে আবার আর এক শিক্ষাবিধি পাশ করা হ'লো যার জোরে বিদ্যালয়-গুলোতে ক্রীড়াকেন্দ্র উদ্বোধন, চিত্তবিনোদনের বিভিন্ন ব্যবস্থা এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা করা হ'লো। ছাত্রছাত্রীদের দেহে যদি কোন রোগের লক্ষণ ইত্যাদি ধরা পড়ে তা'হলে সেগুলোকে অভিভাবকগণের গোচরীভূত করার ব্যবস্থা হ'লো। ইংলণ্ডের নানা স্থানে ক্লিনিক খোলার ব্যবস্থা হ'লো। সংঘবদ্ধভাবে ক্রীড়াকৌতুক করবার এবং শারীর শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হ'লো প্রতি বিদ্যালয়ে।

তরুণবয়স্ক ছাত্রছাত্রীরা উত্তর জীবনে কি প্রকার উপজীবিকা নির্ব্বাচন ক'রবে তা স্থিরীকরণের উদ্দেশ্যে ১৯১০ সালে আর একটি শিক্ষা আইন হ'লো বিধিবদ্ধ। এই আইনের বলে স্থানীয় শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষ তরুণমতি বালকবালিকাদের বৃত্তি নির্ব্বাচনের জন্য এক কমিটি গঠন করার অধিকার পেল। এই সমিতিতে থাকতে পারবেন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, সমাজসেবী ব্যক্তি এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। বিদ্যালয়ে শিক্ষাসমাপ্তির পর বালকবালিকারা যাতে তাদের উপযুক্ত কাজ পায় এবং যাতে তারা তাদের মানসিক প্রবণতানুযায়ী বৃত্তি নির্ব্বাচন ক'রতে পারে, সে বিষয়ে এই সমিতি যথেষ্ট সাহায্য ক'রবে।

১৯০২ সালের শিক্ষাবিধি ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত হবার পর থেকে অনেক উন্নতমানবিশিষ্ট বিদ্যায়তন যেগুলো এতদিন উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে পরিগণিত হ'তো, সেগুলো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হ'লো রূপান্তরিত। যে সকল এলিমেণ্টারী বিদ্যালয় প্রাথমিক

ও উন্নতমানবিশিষ্ট বিদ্যায়তনের মধ্যগা ছিল সেগুলোর নামকরণ হ'লো উচ্চতর এলিমেণ্টারী স্কুল। এই সময়ে ইংলণ্ডে আর এর ধরণের উচ্চতর এলিমেণ্টারী বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হ'লো যেগুলোকে বলা হ'তো কেন্দ্রীয় বা সেণ্ট্রাল স্কুল। এই বিদ্যালয়গুলোতে সাধারণভাবে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে এগার থেকে চৌদ্দ অথবা পনের বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা যাতে হাতেনাতে কোন কাজ শিখতে পারে, যেমন শিল্পমূলক অথবা ব্যবসায়সংক্রান্ত কোন কাজ, তার বন্দোবস্ত করা হ'লো। এই সময়ে ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি পরিবর্ত্তন সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। এগার বা বার বৎসর বয়সের ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত ক'রতে হবে এবং তার পর থেকে তাদের প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা সুরু হবে।

এর পর ১৯১৪ সালে আর একটি শিক্ষাআইন পাশ করা হ'লো বিকলাঙ্গ ও মৃগীরোগগ্রস্ত শিশুদের জন্য। ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে এই আইনের গুরুত্ব অনেকখানি; বিকলাঙ্গ ও দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত লোক যে কোন সমাজের নিকট এতদিন ভারস্বরূপ ব'লে পরিগণিত হ'তো। তাদেরকে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিয়ে অথবা হাতের কাজ শিখিয়ে স্বাবলম্বী ক'রে তোলার প্রয়াস হ'লো এই আইনে। এই আইনের বলে বিকলাঙ্গ অথবা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত বালক-বালিকাদিগের শিক্ষা অভিভাবকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হ'লো এবং স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ যাতে এদিকে তাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখে, সে বিষয়ে তাঁদের প্রতি নির্দ্দেশ জারি করা হ'লো।

ঠিক এই সময়ে প্রথম বিশ্বসংগ্রাম বাধলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার ফলে নতুন ক'রে আর বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হ'লো না। কারণ, জাতির ঘোরতম দুর্দ্দিনে রাষ্ট্রের সর্ব্বকার্য্যে ব্যয়-সঙ্কোচ একান্তভাবে আবশ্যক। যুদ্ধজয়ের দিকে জাতির সর্ব্বপ্রচেষ্টা নিয়োজিত হ'লো। সৈন্যদলে বয়স্ক ও সমর্থ লোক যোগ দেওয়ার ফলে দেশে যোগ্য শিক্ষকের অনটন ঘ'টলো। দেশের

কয়েকটি বিদ্যালয় রাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ ও নৌবিভাগ দখল ক'রে নিল। ইংলণ্ডে শিক্ষার অগ্রগতি অবশ্য সাময়িকভাবে হ'লো ব্যাহত। কিন্তু এই সংগ্রামই আবার ইংরেজদের জাতীয় জীবনে শিক্ষার প্রতি অনুরাগকে গাঢ়তর করে তুললো। সমগ্র জাতি যখন জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত, তখন ইংলণ্ডের জন-সাধারণের মনে দেশে এক উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করার উদগ্র অভিলাষ বলবান হ'য়ে দাঁড়ালো। এই সংগ্রামের ফলে দেশের লোকের মনে শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে এক ব্যাপক অনুকূল ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে প'ড়ছিল। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও সাধারণভাবে এই শিক্ষাপদ্ধতি ছিল বহুলাংশে সুষ্ঠু।

এই সময় ইংলণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন শেফিল্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ মিঃ ফিশার। তাঁরই উৎসাহে ও অধিনায়কত্বে ইংলণ্ডে শিক্ষাসংগঠনের কাজ এই সময় প্রধানতঃ তিনটি নীতি অনুসরণ ক'রে চ'লছিল। প্রথমতঃ, ইংলণ্ডে শিক্ষকের জীবিকাকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ক'রে তোলা এবং সেই সঙ্গে তাঁর সামাজিক সম্মানকে আরো উন্নীত করা; দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের স্বতোৎসারিত প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করা; আর তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডের স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষদের দায়িত্ব এবং শক্তিকে বিস্তৃততর ক'রে জাতীয় শিক্ষাধারাকে ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতির পথে চালিত করা।

এই সময়কার শিক্ষাপদ্ধতির নানান গুরুতর সমস্যা সরকারী প্রস্তাবাকারে একটি বিলে সংযোজিত হ'লো এবং ১৯১৮ সালে এই বিল আইনে পরিণত হ'লো। ইংলণ্ডের তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ফিশার সাহেবের নামানুসারে এই শিক্ষাবিধির নাম হ'লো ফিশার এ্যাক্ট্। নীচে এর প্রধান প্রধান কয়েকটি ধারা লিপিবদ্ধ করা গেল।

(১) ১৯০২ সালের শিক্ষাবিধির দ্বারা যে সকল স্থানীয় শিক্ষা-

কর্তৃপক্ষ স্থাপিত হ'য়েছিল, শিক্ষামূলক সমস্ত ব্যাপারে তাঁরাই ব্যবস্থাপক থাকবেন।

(২) স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণকে শিক্ষার উন্নতিমূলক প্রসার-কল্পে এবং শিক্ষার ব্যাপক সংগঠন উদ্দেশ্যে বোর্ড্ অব্ এডুকেশনের নিকট নবতম পরিকল্পনা দাখিল করতে বাধ্য থাকতে হবে।

(৩) স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণকে উচ্চতর প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত ক'রতে হবে।

(৪) চোদ্দ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হ'বে।

(৫) এতাবৎকাল বিদ্যায়তনগুলিতে যে অর্দ্ধ সময়ের জন্ম শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে, সেই প্রথাকে রহিত ক'রতে হবে।

(৬) দুই থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের শিক্ষার জন্য নার্সারি বিদ্যালয় খোলার জন্য স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষদিগকে নির্দ্দেশ ও শক্তি দেওয়া হ'লো।

(৭) সমস্ত প্রাইভেট্ বিদ্যালয়কে হয় স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের কাছে না হয় বোর্ড্ অব্ এডুকেশনের কাছে রেজিষ্টার্ড্ হ'তে হবে; অবশ্য এর আগে বোর্ড্ অব্ এডুকেশন অথবা স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ সেই বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন ক'রবেন।

(৮) ছাত্রছাত্রীগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও শারীর শিক্ষার জন্ম প্রতিটি বিদ্যালয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই।

(৯) স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপগণকে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা ক'রে যেতে হবে।

১৯১৮ সালের শিক্ষা-আইন ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। শিক্ষাকে জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য ক'রে তোলাই এবং তাকে জাতিগত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপনা করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নীতিকে কার্য্যে পরিণত ক'রতে গেলে কেন্দ্রীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের সহিত স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের সক্রিয়

সহযোগিতা একান্তভাবে আবশ্যক। শিক্ষাকে সমাজের সর্ব্বস্তর-ব্যাপী ক'রে তোলা এবং তাকে প্রগতিশীল প্রসারতার পথে চালিত করবার জন্য বোর্ড্ অব্ এডুকেশন স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের উপর নানাবিধ পরিকল্পনা করার দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা স্থাপন এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় শিক্ষা-সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের মধ্যে গভীর যোগাযোগ সংরক্ষণই ছিল ১৯১৮ সালের শিক্ষাবিধির প্রধানতম উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডের যে সব ছাত্রছাত্রী হয়তো কোনদিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাবে না, তাদের জন্য বিদ্যালয়ত্যাগের বয়সের সীমাকে বাড়িয়ে চোদ্দ বছর পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল। এই সীমাকে আরও বাড়িয়ে কিশোর কিশোরীদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল ফিশার এ্যাক্টে। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে লোকের মনে নবতম ভাবধারার উদ্ভব হ'লো। সেই সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যায়তনগুলোকে সুসংহত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হ'তে লাগলো। প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা বলতে কি বুঝায় তার যথাযথ সংজ্ঞার নির্দ্দেশ ছিল এই বিধিতে। এই আইনে ব'লে দেওয়া হ'লো যে নার্সারি, ইনফ্যাণ্ট্ আর জুনিয়র স্কুলে তিন থেকে এগার বছর বয়সের শিশুদের যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত থাকবে, তাকে বলা হবে প্রাথমিক শিক্ষা; আর বার থেকে আঠার বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য যে শিক্ষা চালু থাকবে দেশে তাকে বলা হবে মাধ্যমিক বা প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের এতদিন যে যুগ্ম-নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি বলবৎ ছিল, সেটাই চ'লতে লাগলো—অর্থাৎ স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ এবং বোর্ড্ অব্ এডুকেশন সম্মিলিতভাবে প্রাথমিক শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে যেতে লাগলেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্বৈচ্ছিক প্রচেষ্টা সীমা দিন দিন সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসছিল। এর কারণ হ'লো এই যে বিদ্যালয়ে আবশ্যিক অধিষ্ঠানের সময় বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে

ভলান্‌টারী বিদ্যালয়গুলোতে অধিকতর শ্রেণী খোলার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অর্থের অপ্রতুলতাহেতু এই সব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সেগুলো করা সম্ভব হয় নি। এর ওপর শিক্ষা দিন দিন ব্যয়বহুল হ'য়ে উঠছিল। শিক্ষা সংগঠন ব্যাপারে যে সব পরিবর্ত্তন সংসাধিত হ'য়েছিল তাতে স্বৈচ্ছিক সংস্থাগুলোর খুব অসুবিধা হ'চ্ছিল। ১৯১৮ সালের শিক্ষাবিধি অবশ্য ধর্ম্মশিক্ষাব্যাপারে ছিল একেবারে নীরব। ছাত্রছাত্রীদের বয়ঃসন্ধিক্ষণে কিছু কিছু ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন এই ছিল সেই সময়কার জনসাধারণের বিশ্বাস।

নানাবিধ পরীক্ষা ও সংস্কারের অধ্যায় :—(১৯১৮-১৯৪৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি আর দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের সূচনার মধ্যে ইংলণ্ডে শিক্ষার ইতিহাসে নানা রকমের পরীক্ষামূলক ক্রিয়াকর্ম্ম চালানো হ'য়েছে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ সংস্কারও প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে। যুগোপযোগী প্রয়োজনীয়তানুসারের এই পরিবর্ত্তনের ধারার পথ ছিল অতিশয় সতর্ক ও বিবেচনাসাপেক্ষ এবং এর গতি ছিল ক্রমিক ও মন্থর। এই অধ্যায়েই ইংলণ্ডের শিক্ষাধারা গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর সংস্থাপিত হ'য়েছিল।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ নার্সারি ও ইনফ্যাণ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিষয়ের আন্দোলন জন-সাধারণের অধিকতর সমর্থন-লাভ ক'রছিল। অনগ্রসর এবং বিকলাঙ্গ শিশুরা তাদের উপযোগী শিক্ষা পাচ্ছিল। ডলটনপ্রথা, প্রোজেক্টপদ্ধতি, কিণ্ডারগার্টেন ও মণ্টেসরি শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে ইংলণ্ডে নানা ধরণের পরীক্ষামূলক গবেষণা চ'লতে লাগল ও বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে সুচিন্তিত মনস্তাত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রাণপাত প্রয়াস চ'লতে লাগল। বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকার সঙ্কীর্ণ সীমাকে করা হ'লো বিস্তৃততর। শাস্তি দেবার মনস্তত্বসম্মত নীতি অনুসৃত হ'তে লাগল প্রতিটি বিদ্যালয়ে। পাঠ্য-বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের

দেহ মনের যাতে সুসমঞ্জস বিকাশ হয়, সেদিকে ইংলণ্ডের শিক্ষাবিদগণ সবিশেষ যত্নপর হ'য়ে উঠলেন। বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকনিয়োগ, শিক্ষালয়ে ছাত্রছাত্রীগণের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি, পাঠদান-সময়ে বিদ্যালয়ে যথোপযুক্ত নিদর্শনাদির ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা বিষয়ে নানাবিধ সুচিন্তিত সংস্কার প্রবর্ত্তিত হ'লো।

১৯২১ সালে ইংলণ্ডে একটি শিক্ষা-আইন বিধিবদ্ধ হ'লো যার ফলে এর আগের অন্যূন প্রায় ত্রিশটি শিক্ষাবিধিকে সুসংবদ্ধ করা হ'য়েছিল। ১৯২৬ সালে যে নিউ কোড্ পাশ হ'য়েছিল তাতে প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সংসাধিত হ'লো। ১৯৪১ সালে যে শিক্ষা আইন প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল তাতে জনসংখ্যা ও বিশেষ বিশেষ এলাকার সীমানুযায়ী ইংলণ্ডে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের সংখ্যাকে বেঁধে দেওয়া হ'লো। ১৯৩৬ সালে যে শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হ'লো তাতে স্থির হয় যে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ইংলণ্ডে বিদ্যালয়গামী বালক-বালিকাদের বিদ্যায়তনের অবস্থানকালকে পনের বৎসর পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হ'লো।

এই সময় বোর্ড অব এডুকেশনের পরামর্শদাতা সমিতির সভাপতি স্যার নেহরি হ্যাডো প্রাথমিক ও প্রাথমিকোত্তর শিক্ষাসম্বন্ধে এক রিপোর্ট বার করেন। এই রিপোর্ট হ্যাডো রিপোর্ট নামে খ্যাত। ১৯২৭ সালে এই রিপোর্ট দাখিল করা হয়। এতে প্রাথমিক ও প্রাথমিকোত্তর পিক্ষার সূচনা ও সমাপ্তি বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত তিনি প্রকাশ করেন। ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ পূর্ণসংগঠনের জন্য তিনি কয়েকটি সুপারিশও ক'রেছিলেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীকে বাদ দিয়ে নানাবিধ প্রাথমিক বিদ্যালয় কি উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হবে, সেখানকার ব্যবস্থাপনা এবং সংগঠনই বা হবে কি প্রকার, সেখানে যোগদানকারী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কি ধরণের পাঠ্যসূচীই বা অনুসৃত হবে ইত্যাদি

আনুষঙ্গিক ব্যাপার এই রিপোর্টে বিশেষভাবে আলোচিত হ'য়েছিল। হ্যাডো রিপোর্টে যে যে বিষয়ে সুপারিশ করা হ'য়েছিল, তা নীচে তালিকাভুক্ত করা হ'লো।

(১) প্রাথমিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘট্‌বে ছাত্রছাত্রীদের একাদশ বা একাদশোত্তর বছর বয়সের সময়। এই বয়সান্তে তারা কোন না কোন প্রকার প্রাথমিকোত্তর বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হ'তে পারবে।

(২) ঠিক এগার বছর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার নাম হ'বে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং এই বয়সের বেশী বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য যে শিক্ষা চালু থাকবে, তার সাধারণ নাম হবে প্রাথমিকোত্তর বা মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা।

(৩) এই মাধ্যমিক শিক্ষাই আবার কোন কোন বালকবালিকার ষোল থেকে সতের বৎসরের মধ্যে শেষ হবে। আবার কারো কারো বেলায় তা শেষ হবে তাদের আঠার বা উনিশ বৎসর বয়সের সময়। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর বেলায় এই মাধ্যমিক শিক্ষা ১৪ + থেকে ১৫ + বয়সের মধ্যে সম্পূর্ণ হ'য়ে যাবে।

(৪) ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিকোত্তর অধ্যায়ে এমনতর শিক্ষা ব্যবস্থা ক'রতে হবে যাতে সে শিক্ষা ছাত্রছাত্রীর অভিরুচি, মানসিক প্রবণতা ও সর্ব্বোপরি তাদের সামর্থ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হাতেনাতে কাজ করার প্রতি একটি মর্য্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে।

(৫) ১১+বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রছাত্রীকে মাধ্যমিক বা অনুরূপ কোন বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত ক'রতে হবে। যারা অবশ্য মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করবার অনুপযুক্ত হবে তাদের জন্য অন্য রকম ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

ইংলণ্ডের শিক্ষাধারা যখন অন্ধকারে পথ হারিয়ে লক্ষ্যহীন হ'য়ে ঘুরে ম'রছিল, তখন সেই ঘনান্ধকারের মধ্যে আলোর দীপবর্ত্তিকা তুলে ধ'রলো এই হ্যাডো রিপোর্ট। শিক্ষাসংগঠন ব্যাপারে

অনেকখানি আলোক-সম্পাত ক'রেছে এই রিপোর্ট। প্রাথমিক শিক্ষার সর্ব্ববিভাগে যাতে উন্নতি হয়, সে বিষয়ে হ্যাডো রিপোর্টে বহু সুচিন্তিত যুক্তির অবতারণা করা হ'য়েছে। বর্ত্তমানের মনস্তত্ত্বমূলক শিক্ষার নীতি অনুযায়ী এই রিপোর্টের সুপারিশগুলো করা হ'য়েছিল।

কিন্তু ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্যের বিষয় ব'লতে হবে যে হ্যাডো রিপোর্টকে কার্য্যকরী করা গেল না। ১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বসমর বাধলো, তখন ইংলণ্ডে শিক্ষার সর্ব্বস্তরের অগ্রগতি বহুলাংশে ব্যাহত হ'য়ে গেল। ইংলণ্ডের সামরিক বিভাগ যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার দরুণ বহু বিদ্যালয়-ভবন দখল ক'রে ব'সলেন। ফলে বিদ্যায়তনগুলির জন্য অন্য গৃহের প্রয়োজন। বিশেষ ক'রে ইংলণ্ডের পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসী ও তাদের সন্তানসন্ততিকে জার্ম্মাণীর বোমারু বিমানের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য ইংলণ্ডের মধ্যে অধিকতর নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা হ'লো। যে সব এলাকায় এই সব অঞ্চলের শিশু ও বালকবালিকাদিগকে স্থানান্তরিত করা হ'লো, সেই সব অঞ্চলে ক্যাম্প্ স্কুল খোলা হ'লো। ইংলণ্ডে সাধারণভাবে বিদ্যালয়জীবন একেবারে বানচাল হয়ে গেল। ক্যাম্প্ স্কুলে যে বহুতর অসুবিধা ছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই বিদ্যালয়গুলির একটিমাত্র ভাল দিক ছিল। তা হ'চ্ছে এই যে এই বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃতির সঙ্গে ও বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে একটি নিবিড়তর সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পেয়েছিল। নগরাঞ্চলের বহু বালকবালিকা গ্রামাঞ্চলে গ্রাম্যজীবনের সংস্পর্শে এসে প্রচুর উপকৃত হ'য়েছিল। নবতন পরিবেশে এসে তারা জীবনের নবতম অর্থ খুঁজে পেয়েছিল। সঙ্গত ও যথোপযুক্ত শিক্ষণ-নিদর্শনের অনটনহেতু শিক্ষকশিক্ষিকাগণকে অভিনব শিক্ষা পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হ'য়েছিল। ফলে বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসূচীগুলি অধিকতর বাস্তব হ'য়ে উঠলো।

যুদ্ধজনিত খাদ্যসঙ্কোচহেতু খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ এলো। বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ও উদ্যান কৃষিভূমিতে রূপান্তরিত হ'লো। বিদ্যালয়ের কৃষিভূমি বা উদ্যান হ'লো ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষস্বরূপ এবং গৃহবহির্ভূত ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মাঠে কাজে কর্ম্মে নানাভাবে সাহায্য ক'রতে লাগল। যুধ্যমান সৈনিকগণের জন্য ছাত্রছাত্রীরা ব্যাণ্ডেজ, স্ক্রীন, মোজা, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি তৈরী ক'রতে লাগলো। যুদ্ধকালীন নার্সারী বিদ্যালয়গুলির জন্য বিদ্যালয়ের কারখানায় নানাবিধ পুতুল ও খেলনা প্রস্তুত হ'তে লাগল। যুদ্ধকালীন অভিযান চালানোর জন্য বিদ্যালয়ের চিত্র-শ্রেণীতে নানাবিধ পোষ্টার অঙ্কিত হ'তে লাগলো; গৃহহারা ছাত্রছাত্রীরা শিখলো কাপড় চোপর কাচতে, ইস্ত্রী করতে, জুতো সেলাই করতে, নিজেদের খাদ্য রাঁধতে, স্থানীয় শিল্প শিখতে, নতুন জায়গার পুংখানুপুংখ বিবরণ দিতে এবং স্থানীয় জীবনের সর্ব্ববিভাগের প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ ক'রতে। যুদ্ধের সময় বিদ্যালয়ের বালকবালিকাদের মধ্যে দুগ্ধ বিতরণও খাদ্য বিতরণ-পদ্ধতিকে বিস্তৃতড়র করা হ'লো। দেখা গেল, ১৯৪৭ সালের মধ্যে সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণের শতকরা নব্বইজন বিদ্যালয়েই দুধ খাচ্ছে এবং শতকরা পঞ্চাশজন বিদ্যালয়েই তাদের মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিচ্ছে। যুদ্ধের পরেও দেখা গেছে যে বহু বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের ডিনারের জন্য যে পরিমাণ শাক-সব্জীর প্রয়োজন, তা সবই উৎপন্ন হ'চ্ছে বিদ্যালয়ের উদ্যানে। ক্যাম্প্ স্কুলগুলোর মাধ্যমে ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে একটি পরম লাভ হ'লো, তা হ'লো এই যে সহযোগিতামূলক ও সামাজিক মনোভাব নিয়ে কাজ করবার অভিলাষ ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে উদ্বুদ্ধ হ'তে লাগলো।

সমগ্র জাতি যখন মহামৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, জার্ম্মাণীর বোমারু বিমানের আক্রমণে ইংলণ্ড যখন একেবারে পর্য্যুদস্ত, জাতির সেই ঘোরতম দুর্দ্দিনে ইংলণ্ডের মণীষীরা নিরলস হ'য়ে ব'সে ছিলেন

না। বহু অতন্দ্র রজনী তাঁদের অতিবাহিত হ'য়েছে এমন এক অভিনব পন্থা বার ক'রতে যা দিয়ে সমগ্র জাতিকে তারা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে। জাতির মণীষীরা বুঝেছিলেন তাঁদের দেশের শিক্ষাধারার মধ্যে এমন কতকগুলো গলতি র'য়েছে যেগুলোর আশু প্রতিবিধান প্রয়োজন। তাই দেশের এই সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থার মধ্যেও দেশের চিন্তাশীল মণীষীরা দেশের শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তনসাধন ক'রলেন। ১৯৪৪ সালে আর এক শিক্ষাআইন বিধিবদ্ধ হ'লো। লর্ড ব্যালফুর ছিলেন এই বিধির নিয়ামক; তাই এই বিধিকে বলা হয় ব্যালফুর এ্যাক্ট। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা বিধি ইংলণ্ডের শিক্ষা ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। যুদ্ধজনিত সঙ্কটময় অবস্থা ও যুদ্ধোত্তরকালে পরিবর্ত্তিত সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সমান তাল রেখে ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধি ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার সর্ব্বস্তরে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আনার চেষ্টা ক'রলো। বিদ্যালয় যাবার আবশ্যিক বয়সের সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হ'লো, অর্থাৎ, তাকে পনেরোয় ঠেলে দেওয়া হ'লো। নার্সারি শিক্ষার সন্তোষজনক সুব্যবস্থা হ'লো। বিদ্যালয়ে যাবার আবশ্যিক বয়সের পরও ছাত্রছাত্রীরা যাতে অধিকতর শিক্ষালাভ ক'রতে পারে, যাতে তারা হাতেনাতে কাজ শিখতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হ'লো। ইংরেজ-জাতির আবালবৃদ্ধবনিতার সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হ'লো এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে। যে শিক্ষাপদ্ধতি এখন থেকে ইংলণ্ডে চালু করা হ'লো তা হ'লো একান্তভাবে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। এই শিক্ষা ব্যবস্থা এমন ব্যাপক হ'লো, যে কোন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীই এর প্রভাব থেকে বাদ প'ড়লো না। বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর সামর্থ্য, বয়স-মানসিক প্রবণতা ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হ'লো। ইংলণ্ডে এবং ওয়েল্‌সে ১১+বয়স পর্য্যন্ত বালকবালিকারা প্রাথমিক শিক্ষা পাবে; আর স্কটল্যাণ্ডের ছেলেমেয়েদের বেলায় সেই বয়স হবে ১২+। দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের জন্য বহুসংখ্যক নার্সারি

বিদ্যালয় খোলা হ'লো। ৫ থেকে ৭ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য ইন্‌ফ্যাণ্ট স্কুল স্থাপিত হ'লো। ৭ বছর বয়সের বেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য জুনিয়র স্কুল হ'লো স্থাপিত। গ্রেট ব্রিটেনে ৫ থেকে ১৫ বৎসরের শিশু ও বালকবালিকাদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হ'লো; সাময়িকভাবে। যে মাধ্যমিক শিক্ষা ১১+এ সুরু হবে, তা চলবে ১৫ বছর পর্য্যন্ত, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেই শিক্ষা স্থায়ী হবে আঠার বছর পর্য্যন্ত। এর পরই হবে অধিকতর শিক্ষার গোড়াপত্তন। অধিকতর শিক্ষা অবশ্য হবে সারা জীবনব্যাপী। পাঁচ বছরের আগে আর পনের বছরের পরে শিশু বা বালকবালিকাদের শিক্ষা হবে মুখ্যতঃ স্বৈচ্ছিক। ১৯৪৪ সালের পর থেকে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে কয় বছর অতিবাহিত হ'য়েছে সেই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের শিক্ষাপদ্ধতি এই বিধির ওপর ভিত্তি ক'রে পূর্ণসংগঠনের মধ্য দিয়ে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হ'চ্ছে। সর্ব্ব বয়সের মানুষের জন্য ও সর্ব্ব রুচির লোকের জন্য শিক্ষার সুযোগকে করা হ'য়েছে বিস্তৃত। বিদ্যালয়গমনের বাধ্যতামূলক বয়সকে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পনের বছর পর্য্যন্ত।

---

(৪)

ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অবনতির নিম্নতম স্তরে গিয়েছিল নেমে। এই অভাবনীয় অবনতির পশ্চাতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানাবিধ কারণ কাজ ক'রছিল। এই সময়ে ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে এক সর্ব্বনাশা দূর্ণীতি প্রবেশ ক'রেছিল। এই সময়কার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা কয়েকটি বাহ্যিক আচারেই ছিল পর্য্যবসিত। সারা অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুল এবং গ্রামার স্কুলগুলো দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাদি ক'রতো। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের দ্বার সাধারণ লোকের সন্তান সন্ততিদের নিকট ছিল একেবারে অবরুদ্ধ; সঙ্গতিপন্ন অভিজাত ব্যক্তিদের বংশধরগণই কেবল এই সব শিক্ষায়তনে প্রবেশাধিকার পেতো। অবশ্য নিম্নতম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্ররা এতে প্রবেশাধিকার পেতো। পাবলিক স্কুল ও গ্রামার স্কুলে যে ধরণের শিক্ষা প্রবর্ত্তিত ছিল তা ছিল পুরোপুরি প্রাচীনপন্থী। এখানে কেবল গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা শেখানো হ'তো। এখানকার পড়ুয়ারা এখানের শিক্ষাসমাপনান্তে ভবিষ্যতে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ক'রতে পারে, সেদিকেই ছিল এখানকার কর্তৃপক্ষের সদাসতর্ক দৃষ্টি। পাবলিক স্কুল অথবা গ্রামার স্কুল থেকে যে সব শিক্ষার্থী তাঁদের শিক্ষা শেষ ক'রে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ ক'রতেন তাঁরা সাধারণতঃ শিক্ষামূলক কোন না কোন বৃত্তি নির্ব্বাচন ক'রে তাঁদের জীবিকার্জ্জন ক'রতেন। সেদিক দিয়ে বিচার ক'রতে গেলে গ্রামার স্কুলগুলোকে ভোকেশানাল

স্কুলের পর্য্যায়ে ফেলা যাব। পাবলিক স্কুল এবং গ্রামার স্কুলগুলোতে কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তিত ছিল।

এই সময়ে ইংলণ্ডে অবশ্য আর তিন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল যাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল প্রগতিমূলক। প্রথমতঃ, কোর্টলি একাডেমি নামে এক প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বিদ্যায়তনগুলি ইউরোপের অন্যান্য দেশের মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের আদর্শে ছিল গঠিত। শাসক সম্প্রদায়ের সন্তানসন্ততিদের জন্য এই সব বিদ্যায়তনে বৃত্তিমূলক শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ম্যাথেমেটিক্যাল্ স্কুলগুলোর নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময় ইংলণ্ডের সমুদ্রবাহিত ব্যবসায়ে অভূতপূর্ব প্রসার ও উন্নতির ফলে জাহাজের ক্যাপ্টেন্ ও নানা কর্ম্মচারীর বহুল চাহিদা ছিল। এঁদের পক্ষে যথোপযুক্ত গাণিতিক জ্ঞান একান্ত আবশ্যক ছিল। তাই ইংলণ্ডে এই সময় ম্যাথেমেটিক্যাল স্কুলের উদ্ভব হয়েছিল। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডে এই সময়ে আর এক প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল। এদেরকে বলা হ'তো নন্-কন্ফর্মিষ্ট একাডেমি। চার্চের ধর্ম্মযাজকদিগের শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে এই সব বিদ্যায়তনের জন্ম হ'য়েছিল। এই সব বিদ্যালয়ে অবশ্য যাজক ছাড়া সাধারণ লোকও প্রবেশাধিকার পেতো। এখানকার পাঠ্যসূচীও ছিল অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর।

ফরাসী উপপ্লব, শিল্প বিপ্লব ও নেপোলিয়ান-সংক্রান্ত সংগ্রামের ফলে ইংলণ্ডে যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়েছিল তাতে সাধারণভাবে শিক্ষাসমস্যার ওপর এবং বিশেষ ক'রে গণ-শিক্ষার ওপর ইংলণ্ডের জন-সাধারণের দৃষ্টি এবং মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হ'য়ে প'ড়ল। ইংলণ্ডের নবজাগ্রত জনমত তৎকালপ্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে সমালোচনাশীল হ'লো এবং এই শিক্ষাধারা ইংলণ্ডের জাগ্রত জন-সাধারণের দাবী ও প্রয়োজনকে কিছুতেই মেটাতে পারছিল না। তাই তীব্রভাবে অনুভূত হ'চ্ছিল

শিক্ষা সংস্কারের দাবী। শিক্ষার উন্নতিকল্পে ও তার সংস্কারমানসে ইংলণ্ডের জন-সাধারণের আপোষহীন ও অবিরাম দাবীর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ এই সময়ে ইংলণ্ডে কয়েকটি পরোপকারমূলক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হ'লো। যেমন, ব্রিটিশ ও ফরেন্ স্কুল সোসাইটি ন্যাশন্যাল্ সোসাইটি ইত্যাদি। ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তিত হবার সময় পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষা মুখ্যতঃ নির্ভর ক'রতো ব্যক্তিগত বদান্যতার ওপর এবং ১৯০২ সালের শিক্ষা-আইন পাশ হওয়ার সময় পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা নির্ভরশীল ছিল ইংলণ্ডের শিক্ষামোদী ব্যক্তির ব্যক্তিগত সৈচ্ছিক প্রয়াসের ওপর।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলগুলোর যেন পুনরুজ্জীবন হ'লো। সেগুলোকে বিস্তৃততর ভিত্তির ওপর সংস্থাপন করা হ'লো। স্বাধীনতামূলক নিয়মনিষ্ঠার নীতি-অনুসারে পাবলিক স্কুলের জীবন সংচালিত হ'তে লাগলো। এর ফলে বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্য-বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপের সমাদর বাড়ল। ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবন ও ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসন ও সমষ্টিগত জীবনধারনের নীতি অনুসৃত হ'তে লাগলো। এই পাবলিক স্কুলগুলোর উদ্দেশ্য ছিল নীতিগত ও ধর্ম্মগত আদর্শের অনুসরণ, ভদ্রজনোচিত আচরণের অনুশীলন, আর সেই সঙ্গে মেধাশক্তির উৎকর্ষসাধন। পাবলিক স্কুলগুলোর পাঠ্য-সূচীকে করা হ'লো বিস্তৃততর। পাবলিক স্কুলগুলোর মধ্যে এই যে পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হ'চ্ছিল, তার মূলে ছিল ইংলণ্ডের কয়েকজন প্রথিতযশা প্রধান শিক্ষকের নিঃস্বার্থ কর্ম্মপ্রয়াস। প্রসঙ্গতঃ রাগবি পাবলিক স্কুলের ডক্টর আর্নল্ড, ইটন পাবলিক স্কুলের ডক্টর বার্ণার্ড, উপিংহ্যাম পাবলিক স্কুলের মিঃ থ্রিংপ্রমুখ শিক্ষাবিদগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জনসাধারণের নিকটও পাবলিক স্কুলগুলোর সমাদর বেড়ে গেল। এই সময় পাবলিক স্কুলের আদর্শানুযায়ী ইংলণ্ডে কয়েকটি বিদ্যালয়ও হ'লো সংস্থাপিত।

ইংলণ্ডে এই পাবলিক স্কুল ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষাবিকিরণের কাজে লিপ্ত ছিল আর এক ধরণের বিদ্যালয়, এর নাম হ'লো গ্রামার স্কুল। এই সময়কার গ্রামার স্কুলগুলোর অবস্থা ছিল বহুলাংশে ক্ষয়িষ্ণু। সংখ্যায়ও ছিল এরা অনেক। এই সময়কার ইংরেজি সাহিত্যে এই গ্রামার স্কুলগুলোকে নিয়ে অনেক বিদ্রূপ করা হ'য়েছে। কিন্তু তাহ'লে হবে কি? এদের জনপ্রিয়তা কোন অংশে কম ছিল না। ১৮৪০ সালে গ্রামার স্কুলস্ এ্যাক্ট নামে এক আইন বিধিবদ্ধ হ'লো। এর ফলে গ্রামার স্কুলগুলোর যাতে উন্নতি আর বিস্তারলাভ ঘটে সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া হ'লো।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি ইংলণ্ডের জন সাধারণের অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ব্যবসায় ও শিল্পের দিকে ইংরেজদের মনোযোগ অধিকতর আকৃষ্ট হ'লো। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে যাতে কারিগরী শিক্ষা ও বৃত্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় সে বিষয়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণের দাবী দিন দিন বলবত্তর হ'চ্ছিল। ১৮৫২ সালে বোর্ড্ অব ট্রেড্ কর্তৃক ডিপার্টমেণ্ট্ অব্ আর্ট্ স্থাপিত হ'লো। ১৮৫১ সালে ইংলণ্ডে এক বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল। তাতে শিল্পে বিজ্ঞানের বিনিয়োগ সম্বন্ধে ইংলণ্ড যে এখনো অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের তুলনায় অনেক বেশী পশ্চাৎপদ হয়ে আছে সেই বিষয়টাই বেশী প্রকট হ'য়ে গেল। তাই ১৮৫৩ সালে কলা-বিভাগের সঙ্গে সংযোজিত হ'লো নবতম বিজ্ঞান বিভাগ। ১৮৫৬ সালে এই নব প্রতিষ্ঠিত কলা-বিজ্ঞান-বিভাগ কমিটি অব্ কাউন্সিলের শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত হ'লো। ফ্যারাডে, টিণ্ড্যাল, হাক্স্লিপ্রমুখ বৈজ্ঞানিক তাঁদের বক্তৃতা ও লেখার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানপাঠের উপযোগিতা সম্বন্ধে জনসাধারণের যে ধারণা তাকে দৃঢ় ক'রে তুললেন।

১৮৫৪ সাল থেকে ১৮৫৬ সনের মধ্যে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে বহুবিধ সংস্কার সংসাধিত হয়। এ

সবের পরোক্ষ ফলস্বরূপ ইংলণ্ডের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে নানা বিষয়ে উন্নতির চিহ্ন দেখা গেল, বিশেষ ক'রে ছাত্রদের বিদ্যালয়ে প্রবেশের বিষয়ে প্রভূত উন্নতি পরিদৃষ্ট হ'লো। ইংলণ্ডের তদানীন্তন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর কতিপয় শিক্ষকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৮৪৬ সালে সংস্থাপিত হ'লো কলেজ অব্ প্রিসেপ্টরস্। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হ'লো শিক্ষকগণের উপযুক্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা করা আর সেই সঙ্গে ইংলণ্ডের শিক্ষাজীবীদের একটা তালিকা প্রস্তুত করা। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষিকার প্রবেশাধিকার ছিল। এই কলেজ মাধ্যমিক বিদ্যায়তনগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরীক্ষাগ্রহণপদ্ধতি প্রবর্ত্তন ক'রলো। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাও এই একই উদ্দেশ্য সাধন ক'রতো। ঠিক এই সময়ে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়-দু'টোতেও বোর্ড স্থাপিত হ'লো যাদের কাজ হ'লো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা। মাধ্যমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে এই সব আন্দোলন ও সংস্কারের কথা সত্ত্বেও যে প্রকার মাধ্যমিক শিক্ষা ইংলণ্ডে এই সময় প্রচলিত ছিল, তা ছিল কিন্তু একান্তভাবে গতানুগতিক আর তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত মামুলী ধরণের।

১৮৬১ সালে ক্লারেণ্ডন সাহেবের অধিনায়কত্বে পাবলিক স্কুল-গুলোর ক্রিয়াকলাপ অনুসন্ধানের জন্য এক রাজকীয় কমিশন বসানো হ'লো। এই কমিশনকে আবার পাবলিক স্কুলস্ কমিশনও বলা হ'য়ে থাকে। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ কলেজ, স্কুল ও ফাউণ্ডেশন্ প্রভৃতির দেবত্ব সম্পত্তি, মজুত টাকা এবং আয়ব্যয় ইত্যাদি কেমন, তাদের ব্যবস্থাপনা, এসব বিদ্যালয়ে কি পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয় এবং সেখানে কি কি বিষয়ই বা পড়ানো হয়, ইত্যাদি বিষয়ের তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এই কমিশন বসানো হ'য়েছিল। সাতটি স্থানের আবাসিক বিদ্যালয়, যেমন ইটন, উইঞ্চেষ্টার, ওয়েষ্টমিনিষ্টার,

চ্যাটারহাউস, হ্যারো, রাগবি ও শ্রুস্‌বেরি এবং দুইটি স্থানের দিবা বিদ্যালয় যথা সেন্ট্‌ পলস্‌ ও মার্চেন্ট্‌ টেলর্স্‌ প্রভৃতি বিদ্যায়তনের ক্রিয়াকলাপের তদন্তাদি করবার জন্য কমিশনকে নির্দ্দেশ দেওয়া হ'য়েছিল।

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা ইংলণ্ডে এই সর্ব্বপ্রথম সংসাধিত হ'লো। অবশ্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় ব'লতে এখানে এন্‌ডাউড্‌ বিদ্যালয়গুলোকেই বুঝিয়েছে। ক্ল্যারেণ্ডন কমিশন ১৮৬৪ সালে এঁদের বিবরণ প্রকাশ ক'রলেন। কমিশন স্বীকার ক'রলেন যে বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এই সব পাবলিক স্কুলে যদিও যথেষ্ট উন্নতি হ'য়েছে যদিও এখানের পাঠ্য—সূচীকে অনেকখানি বিস্তৃত এবং ব্যাপক করা হ'য়েছে, তথাপি নতুন নতুন বিষয় যেমন গণিত, আধুনিক ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, ইত্যাদি কৌলীন্যে ছিল নিকৃষ্ট এবং পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞানের কোন নামগন্ধ ছিলই না। কমিশন অবশ্য অকুণ্ঠভাবে একথা স্বীকার ক'রলেন যে এই নয়টি পাবলিক স্কুলে গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা দেবার উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি এবং এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান এবং এখানকার নিয়মানুবর্ত্তিতা সত্যই প্রশংসনীয়। বিদ্যালয়ের পরিগমে সমষ্টিগত জীবনের মাধ্যমে এদের শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠনের কথা কমিশন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রলেন। কিন্তু এই পাবলিক স্কুলগুলো পরিচালনা ব্যাপারে যে ঘোরতম ত্রুটি ছিল সে বিষয়ের উল্লেখ না ক'রে কমিশন পারলেন না। সেটা হ'চ্ছে এই যে সমস্ত ট্রাষ্টি এই সব পাবলিক স্কুল পরিচালনা ক'রতেন, তাঁরা এদের পরিচালনা এবং এখানকার পাঠ্যসূচী প্রস্তুতির ব্যাপারে এমন কয়েকটি পীড়নমূলক বাধার সৃষ্টি ক'রেছিলেন যেগুলো কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়।

পাবলিক স্কুলস্‌ কমিশনের দুই একটি সুপারিশ নীচে লিপি-বদ্ধ করা হলো :—

(১) এই সব পাবলিক স্কুলের পরিচালকমণ্ডলীর আশু পুণর্সংগঠন প্রয়োজন। এই সব বিদ্যায়তনের প্রধান শিক্ষকগণের শক্তির যথাযথ সংজ্ঞা নিরূপিত থাকা একান্ত আবশ্যক। সমস্ত সহকারী শিক্ষক অথবা তাঁদের প্রতিনিধি নিয়ে এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষকসমিতি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

(২) প্রাচীন ভাষা এবং সাহিত্য শিক্ষার প্রাধান্য অবশ্য এই সব বিদ্যায়তনে থাকবে ; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে সংযোজিত হবে অঙ্ক ও গণিত, অন্ততঃ একটি আধুনিক ভাষা, যথা ফরাসী অথবা জার্ম্মাণ, প্রকৃতি বিজ্ঞানের যে কোন শাখা, অঙ্কন অথবা সঙ্গীত, ভূগোল এবং প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাস।

ক্ল্যারেণ্ডন্ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৬৮ সালে পাবলিক স্কুলস্ এ্যাক্ট্ বিধিবদ্ধ হ'লো। এই আইনের বলে সাতটি পাবলিক স্কুলের পরিচালকমণ্ডলীর পুনসংগঠন করবার প্রচেষ্টা হ'লো। যাতে ক'রে বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপকসমিতি অধিকতর প্রতিনিধিমূলক ক'রে তোলা যায়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হ'তে লাগলো সরকারী পক্ষ থেকে।

ক্ল্যারেণ্ডন্ কমিশন যে কয়টি বিদ্যালয় সম্বন্ধে তদন্ত ক'রে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত ক'রেছিলেন, সে সব বিদ্যায়তন ছাড়া ইংলণ্ডে এই সময়ে যে সব মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল সেগুলোতে শিক্ষার অবস্থা কি প্রকার তার তথ্যানুসন্ধান এবং প্রচলিত সেই শিক্ষার কোন উন্নতি সাধন করা যায় কিনা এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৬৪ সালে লর্ড টণ্টনের অধিনায়কত্বে আর একটি রয়্যাল্ কমিশন বসানো হ'লো। এই কমিশনের অন্য নাম টণ্টন্ কমিশন। একে আবার কেউ কেউ স্কুলস্ এন্‌কোয়্যারি কমিশন বলেন। এই কমিশন পাবলিক স্কুল ছাড়া দেশে যতপ্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল সবগুলিরই তথ্যানুসন্ধান ক'রে ১৮৬৮ সালে এঁদের বিবরণী প্রকাশ ক'রলেন। তখন ইংলণ্ডে পাবলিক স্কুলগুলো ব্যতীত আরও তিনধরণের বিদ্যায়তনে

মাধ্যমিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। যেমন এন্‌ডাউড্‌ স্কুল, প্রাইভেট্ স্কুল এবং প্রোপ্রাইটরী স্কুল। প্রাইভেট্ স্কুলগুলো ছিল মুনাফাখোর স্কুল। কোন ব্যক্তিবিশেষ নিজের লাভের দিকে নজর রেখে এই বিদ্যালয় চালাতেন। প্রোপ্রাইটরী স্কুলগুলো ছিল অংশীদারপরিচালিত বিদ্যায়তন। এই সব স্কুল পরিচালনা ক'রে যে লাভ হ'তো অংশীদারগণ সেই লাভ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মঙ্গলার্থে ব্যয় ক'রতেন। অপেক্ষাকৃত জনাকীর্ণ এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য অথবা লক্ষ্য সম্বন্ধে কারো মনে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। শিক্ষায় শ্রেণীগত উন্নতির মানেরও কোন কিছু ঠিক ছিল না। প্রাচীন বিষয়াদির পাঠই ছিল শিক্ষার গোড়াকার কথা। শিক্ষাপদ্ধতিও ছিল শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ববিবর্জিত।

স্কুলস্‌ এন্‌কোয়্যারি কমিশনের কয়েকটি প্রধান সুপারিশ নীচে দেওয়া হ'লো :—

১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোয় সাধারণ শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই সব বিদ্যায়তনের পঠিতব্য বিষয় হবে সাহিত্য, ভাষা, গণিত ও প্রাকৃত বিজ্ঞান।

২। দেশের সর্ব্বশ্রেণীর সহজগম্য জাতিগত মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় সুনির্দ্দিষ্ট তিনটি স্তর থাকা উচিত—চোদ্দ বা পনের বছরে যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ত্যাগ ক'রবে তারা হবে নিম্নতম স্তরের; ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে সব শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শিক্ষা চালিয়ে যাবে, তারা পড়বে মধ্য স্তরে; আর যারা আঠার বা উনিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা চালিয়ে যাবে তারা হবে উর্দ্ধতন স্তরের।

৩। শিক্ষাক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

৪। সমগ্র দেশকে শাসন সংক্রান্ত কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত

ক'রে সেই সব বিভাগকে এমন কয়েকটি শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করা উচিত যাঁরা তাঁদের নিজেদের এলাকায় শিক্ষার সুসংহতি ও বিস্তৃতির জন্য দায়ী থাকবেন।

৫। ছাত্রছাত্রীগণের পরীক্ষাগ্রহণমানসে দেশে একটি পরীক্ষা-সমিতি স্থাপন একান্ত আবশ্যক।

৬। বালিকাদিগের মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের দিকে সবিশেষ দৃষ্টি ও মনোযোগ দেওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন।

ইংলণ্ডের এই সময়কার মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে যে সব উৎকট ত্রুটি ছিল সেগুলোর প্রতি জনসাধারণের সন্ধানী দৃষ্টি তো আকর্ষণ ক'রেছিল এই টণ্টন্ কমিশন; তা ছাড়া এই কমিশন ইংলণ্ডে বালক-বালিকাদের জন্য একটি সুসংহত ও সুষ্ঠু মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলনের ওপরই জোর দিয়েছিল। শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্দ্ধমান বয়সের দাবীর সঙ্গে যাতে এই শিক্ষাধারা খাপ খেয়ে যায় এবং যাতে এই শিক্ষাপদ্ধতি একটি সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য অনুসরণ ক'রে চলে সে দিকে এই কমিশন সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ ক'রেছিলেন। কমিশন এই প্রস্তাবও করেন যে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাধারা যেন রাষ্ট্রদ্বারা অধিকতর নিয়ন্ত্রিত হয়। কমিশনের সদস্যগণের গঠন-মূলক সুপারিশের মধ্যে ত্রুটির অভাব ছিল না। এঁদের সুপারিশ-গুলো থেকে মনে হয় এঁরা তদানীন্তন শ্রেণীগত শিক্ষার মোহ তখনও পর্য্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। শিক্ষাকে শ্রেণীগতভাবে দেখাই যেন সেই কালের রেওয়াজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। একেবারে কম সঙ্গতিপন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য হবে একধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা; মধ্য-বিত্ত ঘরের ছেলে মেয়েদের জন্য আর এক রকমের শিক্ষাব্যবস্থা এবং উর্দ্ধতম শ্রেণীর বালক-বালিকাদিগের জন্য প্রচলিত থাকবে অন্য প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা। কমিশনের সদস্যগণ ইচ্ছা ক'রেই শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম্মশিক্ষার কোন কথাই উত্থাপন করেন নি। কারণ, তাতে গোলযোগ বাধার আশঙ্কা ছিল বেশী। যদিও এই

কমিশনের সুপারিশগুলো এই সময়কার জনমতের ওপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল, তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে ক্লারেণ্ডন্ কমিশনের ন্যায়ও এই কমিশন শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার একটি সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা বাৎলাতে পারেন নি।

১৮৬৯ সালে পাশ হ'লো এনডাউড্ স্কুল এ্যাক্ট। এর ফলে তিন জন সদস্য নিয়ে এনডাউড্ স্কুলস্ কমিটি স্থাপিত হ'লো, যাঁরা শিক্ষা-সংক্রান্ত এনডাউমেণ্ট্‌গুলো যাতে প্রকৃষ্টতর উপায়ে বিনিযুক্ত হয় তার জন্য পরিকল্পনা ক'রবেন। ১৮৫৩ সালে চ্যারিটেবেল্ ট্রাষ্টস্ এ্যাক্ট্ পাশ হওয়ার ফলে যে চ্যারিটি কমিশন স্থাপিত হ'য়েছিল, সেই চ্যারিটি কমিশনের সঙ্গে এই এন্‌ডাউড্ স্কুলস্ কমিটি একীভূত হ'য়ে গেল। এর ফলে, শিক্ষাসংক্রান্ত ট্রাষ্ট্ বা এন্‌ডাউমেণ্টর রদবদলে যে আইনগত সমস্যার উদ্ভব হ'তো এবং তাতে যে সময় ও অর্থব্যয় হ'তো তা বহুলপরিমাণে কমে গেল। যে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় কোনপ্রকার এন্‌ডাউমেণ্ট্ উপভোগ ক'রতো, তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এই চ্যারিটি কমিশনের ক্রিয়াকর্ম্ম। শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপার অপেক্ষা শাসনসংশ্লিষ্ট ব্যাপারেই অধিকতর লিপ্ত থাকতে হ'তো এই চ্যারিটি কমিশনকে।

যাই হোক, যত দিন যেতে লাগলো, ততই মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের দাবী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। দেশের দাবীকে কিছুতেই সন্তুষ্ট ক'রতে পারছিল না এই সময়কার মাধ্যমিক শিক্ষা। মাধ্যমিক শিক্ষা সংগঠন বিষয়ে এবং এর উদ্দেশ্য ও অর্থ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে কোন সুস্পষ্ট ধারণা তখনো দানা বাঁধতে পারে নি। এক্ষেত্রে সংস্কারের যে আশু প্রয়োজন, এ কথা সবাই বুঝলেও, সংস্কার অতি মন্থরগতিতে অগ্রসর হ'চ্ছিল। উর্দ্ধতন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন।

কিন্তু তবুও তীব্র বিরোধিতাকে উপেক্ষা ক'রে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিমূলক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হ'চ্ছিল।

ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রভূত উন্নতি হ'চ্ছিল। এর মূলে ছিল অনেকগুলো কারণ; যেমন ১৮৬৭ ও ১৮৮৭ সালের সংস্কার আইন, যার ফলে ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শিল্প-সংস্কার ও শ্রম-সংস্কার হ'য়েছিল; বালিকাদিগের মধ্যে উচ্চতর শিক্ষা বিকিরণের আন্দোলন; ১৮৭০ সালে শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তনের ফলে ইংলণ্ডে জাতিগতভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে প্রাথমিকোত্তর শিক্ষাস্তরে নানাবিধ গবেষণামূলক পরিকল্পনা; শিক্ষার ব্যাপক ক্ষেত্রে হাতেনাতে কাজ শেখা এবং কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি; শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের সূচনা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার পুনসংগঠন। ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তনের ফলে ইংলণ্ডে জাতি-গতভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ এর পর থেকে প্রাথমিকোত্তর শিক্ষাপদ্ধতির, বিশেষ ক'রে মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হ'চ্ছিল।

এই সময় ১৮৬৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ আন্দোলন আরম্ভ হ'লো। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৬ সালে এবং কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দুটি ১৮৭৮ সালে এই আন্দোলনকে স্বীকার ক'রে নিলো। এই আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণী উচ্চতর শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা ক'রতে পারলো। ইংলণ্ডের প্রাচীনতর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংস্কারের ফলে এবং দেশে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে দেশের নরনারী সাধারণভাবে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সুবিধা পেতে লাগলো। এই জন্য দেশে মাধ্যমিক শিক্ষায় নানাবিধ সংস্কারের প্রয়োজন হ'লো। ১৮৮৫ সালে স্থাপিত হলো টিচার্স্ গিল্ড এবং

১৮৯০ সনে স্থাপিত হ'লো ইন্‌কর্‌পোরেটেড্ এ্যাসোসিয়েশন্ অব হেড্‌মাষ্টার্স্। এই সব সমিতির মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষাদানরত শিক্ষকগণের মধ্যে ভাব ও ধারণার বিনিময় হ'তে লাগলো। এই সমিতিগুলো আবার দেশের জনসাধারণের মধ্যে যাতে মাধ্যমিক শিক্ষার বিকিরণ হয় এবং যাতে তৎকালপ্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাকে সুসংস্কৃত ক'রে তোলা যায় তার জন্য দাবী জানাতে লাগলেন।

১৮৮১-৮৪ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষার সম্বন্ধে এক রাজকীয় কমিশন বসানো হ'লো। কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে কারিগরি শিক্ষাকে কার্য্যকরী ক'রে তুলতে গেলে একে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে আধুনিক মনোবিজ্ঞান-সম্মত ত্রুটিহীন মাধ্যমিক শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর। এই রয়্যাল্ কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৮৮৯ সালে টেক্‌নিক্যাল্ ইন্‌স্‌ট্রাক্‌শান্ এ্যাক্ট্ বিধিবদ্ধ হলো। কেবল মাত্র বিজ্ঞান-শিক্ষণ ছাড়া আর সব ধরণের শিক্ষাকে কারিগরি শিক্ষার অন্তর্গত ক'রে দেওয়া হ'লো। বিজ্ঞান-শিক্ষণের ভার থাকবে সরকারের বিজ্ঞান ও চারুকলা বিভাগের উপর। আবার এই বিভাগই প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য, যথা—গ্রীক ও ল্যাটিন, শিক্ষা ব্যতীত অন্য সব বিষয়ে সরকারী অর্থবণ্টনের মালিক ছিল। ১৮৯০ সালে লোক্যাল্ ট্যাক্সেশন্ এ্যাক্ট্ বিধিবদ্ধ হ'লো। এই আইনের বলে যে অর্থ আদায় হ'তো তাকে বলা হ'তো হুইস্কি মণি। এই অর্থই আবার কারিগরি শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হ'তো।

ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা সংগঠন ব্যাপারে কয়েকটি গুরুতর অন্তরায় ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষাসংগঠনের জন্য ইংলণ্ডকে এই সময় শাসনসংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয় নি এবং সেই সব বিভাগে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষেরও অভাব ছিল। ১৮৮৮ সালে যখন লোক্যাল্ সেল্‌ফ্ গভর্ণমেণ্ট্ এ্যাক্ট্ পাশ হ'লো, তখন শাসনসৌকর্য্যার্থে ইংলণ্ডকে কয়েকটি কাউন্টি কাউন্সিলে বিভক্ত করা হ'লো।

কাউন্টি কাউন্সিল স্থাপিত হ'বার পর থেকে শিক্ষার সংগঠনবিষয়ে এতদিন যে অন্তরায় ছিল, সেই বিপত্তি এখন থেকে অন্ততঃ আংশিকভাবেও বিদূরিত হ'লো। এখন থেকে এই কাউন্টি কাউন্সিলগুলো ইংলণ্ডে কারিগরি শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা যোগাতে লাগলো। হাকস্‌লি-প্রমুখ প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৮৬ সালে কারিগরি শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে এক জাতীয় সমিতি সংস্থাপিত হ'লো। এই সমিতির সুচিন্তিত অভিমত হ'লো এই যে জাতীয় শিল্পের উন্নতি একান্তভাবে নির্ভর করে দেশের অক্ষরজ্ঞান-সম্বুদ্ধ যুবকযুবতীদের ওপর। তাই সর্ব্বাগ্রে এদের জন্য চাই সুসংস্কৃত ও প্রোথিতভিত্তি মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা। জন-সাধারণের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থার সমস্যা এখনও পর্য্যন্ত সমাহিত হয় নি। কিন্তু ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে যখন ওয়েল্‌স্ ইণ্টার্‌মিডিয়েট্ এডুকেশন এ্যাক্ট্ পাশ হ'লো তখন ইণ্টার্‌মিডিয়েট্ ও টেক্‌নিক্যাল্ শিক্ষার প্রসারকল্পে শিক্ষাকর বসাবার ব্যবস্থা হ'লো। যখন শিক্ষাখাতে ব্যয়ের অসঙ্কুলান হ'বে, তখন অবশ্য রাষ্ট্র সেই অভাব পরিপূরণ ক'রবে—এই ব্যবস্থাকে চালু করা হ'লো। এখানে পূর্ব্বোক্ত সমস্যা সমাধানের পথ নিহিত ছিল।

এই সময় ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষাসংগঠন ব্যাপারে বহুবিধ গোলযোগ ছিল। ইংলণ্ডে তখন নানান ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল। যেমন,—পাবলিক ও গ্রামার স্কুলস্, প্রাইভেট্ স্কুলস্, গার্লস্ হাই স্কুলস্, অরগ্যানাইজড্ সায়েন্স স্কুলস্ ডে টেক্‌নিক্যাল্ স্কুলস্, হায়ার্ গ্রেড্ বোর্ড স্কুলস্ এবং আরও অনেক রকমের। যে সকল কর্ত্তৃপক্ষ এই সব বিদ্যালয় পরিচালনা ক'রতেন তাঁদের সংখ্যাও ছিল কম নয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষদের নাম ছিল, চ্যারিটি কমিশন, সায়েন্স ও আর্ট ডিপার্টমেণ্ট, এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট্ এবং বোর্ড অব্ এগ্রিকাল্‌চার্। মাধ্যমিক শিক্ষায় বিভক্ত নিয়ন্ত্রণক্ষমতার ফলে যে

শাসন-সংক্রান্ত গোলযোগ ও মাধ্যমিক শিক্ষাবিষয়ে জনসাধারণের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাতে একটি বিষয় স্পষ্ট প্রতীয়মান হ'লো যে ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠনব্যাপারে কার্যকরী পন্থাবলম্বন একান্ত আবশ্যক। কাউন্টিগুলো যাতে নিজেদের এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংগঠন ক'রতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে সরকার পক্ষ থেকে একটি বিল উত্থাপন করা হ'য়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই বিল তুলে নিতে হ'লো। এই সময় অক্সফোর্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে এক কন্‌ফারেন্স বসে। সরকারের ওপর নানান দিক দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য চাপ প'ড়তে থাকে। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারকল্পে সরকারী পক্ষ থেকে ১৮৯৪ সালে ব্রাইস্ সাহেবের অধিনায়কত্বে এক রাজকীয় কমিশন বসান হয়। ব্রাইস্ কমিশন দীর্ঘ এক বৎসর তদন্তাদির পর এঁদের রায় প্রকাশ ক'রলেন। যাতে ইংলণ্ডে একটি সুষ্ঠু মাধ্যমিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হয়, সেই বিষরে কমিশন তাঁদের অভিমত ব্যক্ত ক'রলেন। কমিশন যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ক'রেছিলেন, নীচে তা সব উদ্ধৃত করা হ'লো :—

(১) মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'লো মনকে কয়েকটি জ্ঞানের বিষয় দিয়ে ভ'রে দেওয়া তা নয়, বরং মনকে যথোপযুক্ত উপায়ে শিক্ষিত ক'রে তোলা অর্থাৎ মনের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়ে তাকে উদার আলোকে নিয়ে যাওয়া। মাধ্যমিক শিক্ষা আর কারিগরি শিক্ষার মধ্যে প্রকারগত এবং চরিত্রগত তারতম্যের চাইতে গুরুত্বগত তারতম্যই বেশী বিদ্যমান।

(২) জনসাধারণ যথাযোগ্য মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে যাতে বঞ্চিত না হয়, সেইভাবে ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সুসংগঠিত ক'রতে হবে।

(৩) এক মন্ত্রীর পরিচালনায় সরকারী কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। এই মন্ত্রী তাঁর ক্রিয়াকর্ম্মের

জন্য দায়ী থাকবেন পার্লামেন্টের কাছে। মন্ত্রীকে তাঁর কাজে সাহায্য করবার জন্য থাকবেন একজন স্থায়ী সম্পাদক। পরিদর্শন, মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্যাদি প্রচার ও সেই বিষয়ে যথাযোগ্য যুক্তি-পরামর্শদান ও মাঝে মাঝে ইস্তাহার ও নিয়ম কানুন প্রচারের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষাদানে রত বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যাতে মতের মিল ও সহযোগিতা স্থাপন করা যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর খোলা হবে। ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য সেই সময় সরকারের পক্ষ থেকে চ্যারিটি কমিশন, সায়েন্স্ ও আর্ট্ ডিপার্টমেন্ট্ এবং এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট্ নামে যে তিনটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল সেই তিনটিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগের অঙ্গীভূত ক'রতে হবে ; তাদের আর কোন স্বকীয় সত্ত্বা থাকবে না।

(৪) মন্ত্রীর কাজে সাহায্যের জন্য ও তাঁকে পরামর্শদানের জন্য বার জন সদস্য নিয়ে একটি পরামর্শদানকারী সমিতি সংস্থাপন ক'রতে হবে।

(৫) কাউন্টি এবং কাউন্টি বরোগুলোতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি ক'রতে হবে। তাঁরা স্ব স্ব এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাদি ক'রবেন। তাঁদের কাজ হবে তাঁদের এলাকায় যে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, তাদের মধ্যে সংহতিসংস্থাপন, স্থানীয় কর থেকে লব্ধ অর্থ এবং সরকারী সাহায্যের নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষাবিষয়ক নানাবিধ পরিকল্পনাপ্রস্তুতি এবং বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শনের ব্যবস্থা।

(৬) শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যাতে তাঁদের নাম রেজিষ্টার্ড্ ক'রিয়ে নেন এবং যাতে তাঁদের বৃত্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায় সেদিকে চাপ দেওয়া হ'লো বেশী।

(৭) বিদ্যায়তনগুলিতে কেবলমাত্র সাহিত্যিক ও হিউম্যানিষ্টিক্ পাঠ্যসূচী ছাড়া বিজ্ঞানশিক্ষার সমাদর বাড়ানো হ'লো।

(৮) ছাত্রছাত্রীদের অবসরসময় যাতে সঙ্গতভাবে বায়িত হয়, তারও ব্যবস্থার দিকে কমিশন বিশেষ দৃষ্টি দিলেন।

ব্রাইস্ কমিশন এর পূর্ব্বগামী অন্যান্য কমিশনের তুলনায় অন্ততঃ একটি বিষয়েও একটু পৃথক ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য কমিশন, যেমন ক্রস্ কমিশন, কেবল শিক্ষাক্ষেত্রের তদানীন্তন অবস্থার ফিরিস্তি মাত্র; কিন্তু ব্রাইস্ কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সুনির্দিষ্টভাবে গঠনমূলক। কমিশনের সম্মুখে সব চেয়ে গুরুতর সমস্যা ছিল ইংলণ্ডের সেই সময়কার মাধ্যমিক শিক্ষার সুচিন্তিত সংগঠন। আর তাছাড়া এই সময়কার ইংলণ্ডে যে সব মাধ্যমিক শিক্ষাসংস্থা ছিল তাদের মধ্যে মতানৈক্য ও নিয়ন্ত্রণগত একত্ব আনবার জন্য কমিশনকে গঠনমূলক কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দিতে হ'য়েছিল। ব্রাইস্ কমিশনের সুপারিশগুলোর ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। তাই ১৮৯৯ সালে বিধিবদ্ধ হ'লো বোর্ড অব্ এডুকেশন এ্যাক্ট্। এই আইনানুসারে ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হ'লো একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষাপর্ষৎ—এতে থাকবে বোর্ড অব্ এডুকেশন এবং কনসাল্‌টেটিভ্ কমিটি। (ব্রাইস্ কমিশন অবশ্য এডুকেশন কাউন্সিল স্থাপনের সুপারিশ ক'রেছিলেন।) ১৯০২ সালের শিক্ষা-আইনের বলে ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও সংহতিসাধনের জন্য স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ স্থাপিত হ'য়েছিল।

শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য ১৮৯৯ সালে ইংলণ্ডে স্থাপিত হ'লো শিক্ষাপর্ষদ। এই পর্ষদে থাকতেন একজন সভাপতি; রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান সেক্রেটারী, রাজকোষের প্রথম কমিশনার, ও এক্সচেকারের চ্যান্সেলর হ'লেন এই পর্ষদের সভ্য। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ হ'লো এই পর্ষদ। এই আইনে এ ব্যবস্থাও করা হ'য়েছিল যে পর্ষদের কাজে সাহায্য করবার জন্য থাকবে একটি পরামর্শদাতাসমিতি। এই সমিতিতে নারী সদস্য নিয়ে থাকবেন ১৮ জন সদস্য। বোর্ডকর্ত্তৃক কোন বিষয় এই সমিতির নিকট মতামতের জন্য পাঠালে পর্ষদকে পরামর্শদানের জন্য এবং শিক্ষকগণের রেজিষ্টার তৈরী ব্যাপারে আইন কানুনপ্রস্তুতির জন্য

ছয় বছরের মত এই সমিতি নিযুক্ত হ'তো। এই সময় ১৮৯৬ সালে এক বিশেষ অফিসের সৃষ্টি হয় যার কাজ হ'লো শিক্ষাসক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা।

এই সময় ককারটন্ বিচারের রায়ের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এমন কতকগুলি ত্রুটি পরিদৃষ্ট হ'য়েছিল যেগুলোর আশু প্রতিবিধান একান্ত আবশ্যক হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৯৯ সালে লণ্ডন স্কুল বোর্ড্ তাঁদের হস্তস্থিত অর্থ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে এবং শিশু ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদের জন্য কিছু অর্থ ব্যয় ক'রেছিলেন। তখন সরকারী হিসাব পরিদর্শক মিঃ ককারটন্ এই অর্থব্যয়ে সরকারী-সম্মতি দিতে অসম্মত হ'লেন। তিনি কারণ দর্শালেন যে টেকনিক্যাল ইনস্ট্রাক্শান্ এ্যাক্টের ধারাবহির্ভূত কোন ব্যয় সরকারকর্তৃক সমর্থিত হবে না। এই ব্যাপার নিয়ে মোকদ্দমাও হ'লো। বিচারে সরকারী হিসাবপরীক্ষকের মতই সমর্থিত হ'লো। এর অর্থ এই দাঁড়ালো কোন বোর্ডই প্রাথমিককোত্তর শিক্ষার জন্য তাঁদের হস্তস্থিত অর্থ থেকে টেক্নিক্যাল্ ইন্স্ট্রাক্শান্ এ্যাক্টের ধারাবহির্ভূত কোন ব্যয়ই ক'রতে পারবেন না। এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হ'লো যে ভবিষ্যতে যাতে এরকম গুরুতর অবস্থার আর না সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত।

ইংলণ্ডে শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণের পথে ১৯০২ সালের শিক্ষা-আইন এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই আইনদ্বারা শিক্ষা ব্যাপারে চারটি শিক্ষাকর্তৃপক্ষ স্বীকৃত হ'লো। যে সব কাউন্টি এবং কাউন্টি বরোতে ৫০,০০০ হাজার বা তার বেশী অধিবাসী থাকতো সেখানে কাউন্টি কাউন্সিল এবং কাউন্টি বরো কাউন্সিল নামে দুই স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ স্থাপিত হ'লো। যে সব সহরের অধিবসী সংখ্যা হবে ১০,০০০ বা তদূর্দ্ধ সেখানকার স্থানীয় শিক্ষা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নাম হ'বে বরো কাউন্সিল; আর যে সব সহরাঞ্চলের অধিবাসীগণের সংখ্যা হবে ২০,০০০ বা তার চেয়ে বেশী

সেখানকার শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের নাম হবে আর্বাণ ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল। কাউন্টি কাউন্সিল আর কাউন্টি বরো কাউন্সিলের উপর প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার ভার দেওয়া হ'লো; আর বরো কাউন্সিল এবং আর্বাণ কাউন্সিলের উপর কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার ভার অর্পিত হ'লো। এর পর ১৯১৮ ও ১৯২১ সালে আরও যে দুটি শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল; তাদের দুটোতেই স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষদের কার্য্যাবলী ও দায়িত্বের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা বিধিবদ্ধ হ'য়েছিল। যাতে প্রগতিশীল ও ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে একটি সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করা যায় এবং যাতে সেই শিক্ষাসমাজের সর্ব্বস্তরের লোকের কাছে অনায়াসলভ্য হয় সেই দিকেই স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষদের সর্ব্বপ্রচেষ্টা নিয়োগ হ'বে এখন থেকে। শিক্ষার বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংহতি-স্থাপন ও সংগঠনের দায়িত্ব স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষা পর্ষদের উপর যৌথভাবে ন্যস্ত থাকবে। শিক্ষা-পর্ষদ অবশ্য ইতিমধ্যে শিক্ষার বিভিন্নস্তরে নানাবিধ তথ্যানুসন্ধান ক'রেছিল। মাধ্যমিক শিক্ষার দিক দিয়ে বিচার ক'রতে গেলে এই সব তথ্যানুসন্ধানের মূল কথা হ'লো এই যে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর স্থাপন করা প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে তাকে ক'রে নিতে হবে একান্তভাবে যুগোপযোগী। মাধ্যমিক শিক্ষার সময়কালকে বর্দ্ধিত ক'রে তাকে সর্ব্বজনগ্রাহ্য ক'রে তুলতে হবে তা বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য-মুখী না হলেও আপাততঃ চলে যাবে। সর্ব্বোপরি মাধ্যমিক শিক্ষা যেন প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক গতিপথের মধ্যে কোন ছেদ না টানে; শিক্ষার প্রতিটি অধ্যায় যেন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়।

১৯০২ সালের পর থেকে ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষা-পর্ষদ ও স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দ্রুত পরিবর্তন সংসাধিত হ'চ্ছিল। ১৯০৩ সাল থেকে শিক্ষাপর্ষদ প্রতি বৎসরই

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে নানাবিধ আইন কানুন প্রকাশ ক'রছিলেন। এই সব নিয়ম কানুনের উদ্দেশ্য ছিল মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি বিধান। মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, প্রসার ও উন্নতির জন্য যেসব স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ সরাসরিভাবে দায়ী ছিলেন, তাঁরা কাউন্সিল-মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন ক'রতে লাগলেন। এই সঙ্গে এঁরা আবার বহু পিউপিল-টিচার কেন্দ্রকে এবং ডে ক্লাসগুলোকে কারিগরি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত ক'রলেন এবং কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কেও যথাযথ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করলেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যাতে মাধ্যমিক শিক্ষা নেবার জন্য অনুপ্রাণিত হয়, সেজন্য স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগণ বৃত্তি দেবার প্রথা প্রবর্ত্তন ক'রলেন। ১৯০৭ সালে ইংলণ্ডের শিক্ষাসংস্থা এই নিয়ম জারী করলেন যে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশকারী নতুন ছাত্রছাত্রীগণের শতকরা ২৫ জনকে প্রতি বৎসরে বিনা বেতনে পড়বার অধিকার দিতে হ'বে। এই প্রথার নাম হ'লো ফ্রি প্লেস্ সিষ্টেম। এই প্রথা আজও পর্য্যন্ত একটু আধটু অদলবদল হ'য়ে ইংলণ্ডে চালু আছে।

এই সময় ইংলণ্ডে স্থানীয় শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষই যে কেবল মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাদি ক'রতেন তা নয়; মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অবকাশও ছিল যথেষ্ট। অর্থাৎ, সরকারী বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি প্রাইভেট্ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোও বেশ চ'লতো। কাউন্সিলপরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো সরকারী সাহায্য পেতো; এদিকে প্রাইভেট্ মাধ্যমিক-গুলোর অনেকেই শিক্ষাপর্ষদের কাজ থেকে আংশিক সাহায্য পেতো। প্রাইভেট্ স্কুলগুলোকে বোর্ড বা সরকারীসাহায্য পেতে গেলে কয়েকটি সর্ত্ত মেনে চ'লতে হ'তো। অবশ্য এই সময়কার ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা না ছিল অবৈতনিক, না বা বাধ্যতামূলক। যদিও এই সময় ইংলণ্ডে নানান ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয় কাজ ক'রছিল, তথাপি

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকারের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাসমাপনকারী ছাত্রছাত্রীগণের কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় সর্ত্তাদি পূরণ, প্রতিযোগিতা-মূলক বৃত্তি পরীক্ষায় কয়েকটি বিশেষ নিয়মাদি পালন এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর অন্ত্য পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষাগ্রহণকারী সংস্থার সর্ত্তাদি পূরণ এবং সর্ব্বোপরি শিক্ষাপর্ষদের সাময়িক নিয়মকানুন বা ইস্তাহার প্রচার এই সব মিলে ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটি সমপ্রযোয্য শিক্ষাপদ্ধতি চালু করবার প্রয়াস চ'লছিল।

এই সময়কার প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ ভাবে উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা করা। আবার এই উদ্দেশ্যের উপরই দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যসূচী নির্ভর ক'রতো। কারিগরি বা বৃত্তিমূলক কোন শিক্ষাই এই মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কেননা, কোন বিষয়ে অথবা বৃত্তিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ সাধারণ উদারনৈতিক শিক্ষার অগ্রগতিকে ব্যাহত ক'রবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যলাভের পথে তা অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে, এই ছিল তদানীন্তন বহু শিক্ষাবিদের স্থির বিশ্বাস। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই বিশ্বাসের মূলে হানলো তীব্র আঘাত। প্রথম বিশ্বসংগ্রামের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে ইংলণ্ডের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণের মনে এই ধারণা দিন দিন বদ্ধমূল হ'তে লাগলো যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যসূচীকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, তাকে বিস্তৃততর ক'রে তোলা একান্ত আবশ্যক। এর পর থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস চ'লছিল; যদিও এই সময়কার মাধ্যমিক শিক্ষাভিলাষী উচ্চশ্রেণীসম্ভূত ছাত্রছাত্রীগণকে বাছাই ক'রে না হ'লেও, অন্যান্য শ্রেণীর শিক্ষার্থীদিগকে বেছে নেওয়া হ'তো। তাই ১৯১৮ সালে যে শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তিত হ'লো তাতে এরূপ ব্যবস্থা করা হ'লো যে বেতন দিতে অপারগতার জন্য কোন শিক্ষার্থীকেই যে কোন প্রকার মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হবে না। এই

সময়কার শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ-স্থানীয়দের এই অভিমত ছিল যে প্রাথমিক বিদ্যায়তনে পাঠরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ৭৫ জন বিদ্যার্থী ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দত্ত পাঠশিক্ষায় বুদ্ধিগতভাবে যথোপযুক্তরূপে সমর্থ।

পনের বছর বয়স পর্য্যন্ত যে সব বিদ্যার্থী মাধ্যমিক শিক্ষায়তন ছাড়া অন্যান্য বিদ্যালয়ে পূর্ণভাবে যোগদান ক'রে শিক্ষালাভ ক'রছিল তাদের পাঠ্যসূচী, এবং তার সংগঠন ও তাদের লব্ধ শিক্ষার কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করবার জন্য ১৯২৪ সালে শিক্ষাপর্ষদ তার পরামর্শদাতা সমিতির সাধারণ সভাপতি স্যার হেনরি হ্যাডোকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানালেন। উদারনৈতিক শিক্ষার জন্য কি কি একান্ত প্রয়োজন এবং শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও সম্ভাব্য বৃত্তি অনুযায়ী তাদের ভিন্নতর পাঠ্যসূচীর বাঞ্ছনীয়তা সম্বন্ধে বিবেচনা ক'রে দেখবার জন্য পরামর্শদানকারী সমিতিকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হ'লো। সমিতি তাঁদের সুচিন্তিত তথ্যানুসন্ধানের নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ ক'রলেন।

(১) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী যাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পায় তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রতে হবে আর (২) এগার থেকে পনের বছর বয়সের বিদ্যার্থীদের জন্য নানাবিধ পাঠ্যসূচী অনুসরণকারী বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে কোন না কোন প্রকার প্রাথমিকোত্তর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত থাকা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। ইংলণ্ডের শিক্ষাপর্ষদ অবশ্য মোটামুটিভাবে তার পরামর্শদানকারী সমিতির এই সুপারিশকে গ্রহণ ক'রলেন। ১৯২৭ সালে হ্যাডো রিপোর্ট প্রকাশিত হ'লো। প্রাথমিকোত্তর শিক্ষাক্ষেত্রে এই হ্যাডো রিপোর্ট এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। নানান ধরণের মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন

পাঠ্যসূচী অনুসরণ করার যে আন্দোলন তার যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি হ'য়েছিল এই হ্যাডো রিপোর্ট প্রকাশ করার ফলে।

এালমেণ্টারি বোর্ড দ্বারা ইংলণ্ডে যে সব বিদ্যালয় সঞ্চালিত হয় সে সব বিদ্যালয়ে ছাড়া ১১+বয়সের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে রত যে সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যায়তন আছে, তাহাদের সংগঠন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য মিঃ উইল স্পেন্সের অধিনায়কত্বে বোর্ডের পরামর্শ-দানকারী সমিতিকে অনুরোধ জানালো হ'লো শিক্ষাপর্ষদের পক্ষ থেকে। ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার তদানীন্তন অবস্থা এবং তার উন্নতির জন্য স্পেন্স্ রিপোর্ট কয়েকটি প্রস্তাব ও সুপারিশ ক'রেছিল। নীচে কয়েকটি সুপারিশ লিপিবদ্ধ হ'লো ঃ—

১। ইংলণ্ডের আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশের বর্ত্তমান মাধ্যমিক শিক্ষাধারাকে চ'লতে হবে।

২। মাধ্যমিক বিদ্যায়তনের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা, চিকিৎসা, ক্রীড়াকৌতুক ও শারীরিক ব্যায়ামের যথাযথ ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

৩। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হবে বিকাশোন্মুখ কিশোর কিশোরীদের জন্য এমনতর শিক্ষাব্যবস্থা করা যাতে তাদের বয়সের ও মনের একান্ত উপযোগী হয় এবং যা দিয়ে তাদের মধ্যে নানা রকমের সুপ্ত সম্ভাবনাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা যায়।

৪। বিদ্যায়তনগুলির পাঠ্যসূচী হবে কর্ম্মকেন্দ্রিক। শুধু জ্ঞানার্জ্জনই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে না। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা হ'য়ে উঠবে অল্পায়াস-লভ্য। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী যেন জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে নিবিড় যোগ রক্ষা ক'রে চলে। বিভিন্ন রুচি ও প্রবণতাবিশিষ্ট বিদ্যার্থীদের জন্য যেন পঠিতব্য বিষয়ের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়; অর্থাৎ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে এমন সব

বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা থাকবে যা দিয়ে ভিন্ন রুচির ও ভিন্ন প্রবণতার শিক্ষার্থীদের দাবী মেটানো যেতে পারে।

৫. শিক্ষার্থীদের ভাগবত জীবনের দিকে বেশী জোর দিতে হবে। সুকুমার ললিত কলা এবং সঙ্গীত মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এই সব শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্য দিয়ে বিদ্যার্থীদের মধ্যে যে সুপ্ত সৌন্দর্য্যানুভূতি র'য়েছে তা আপনা হ'তেই কুসুমিত হ'য়ে উঠবে।

৬। মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোন একটি বিশেষ বৃত্তিতে দক্ষতা অর্জ্জন ক'রতে হবে ছাত্রছাত্রীগণকে হাতেনাতে কোন কাজ শেখার মধ্য দিয়ে। এ হেন শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হবে। কিন্তু কোন বিশেষ বৃত্তিতে বিশেষ পারদর্শিতা বা ব্যুৎপত্তিলাভের কথা মাধ্যমিক শিক্ষার গোড়ার দিকে উঠবে না; তার প্রশ্ন তোলা যেতে পারে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের সময়ে।

৭। যুগপৎভাবে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষাদানের জন্য ১১+থেকে ১৬+বয়সের বিদ্যার্থীদের জন্য টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল স্থাপন ক'রতে হবে। এই সব বিদ্যায়তনগুলিকে অন্যান্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমান কৌলীন্য ও পদমর্য্যাদা দিতে হবে।

৮। টেক্‌নিক্যাল্ হাইস্কুলগুলোর সঙ্গে অন্যান্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যেন নিয়মিত সম্পর্ক থাকে, যাতে সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যে সব শিক্ষার্থী টেক্‌নিক্যাল হাই স্কুলে যেতে চায়, তাদের স্থানান্তরকরণ অতি সহজ ও সুগম হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম বাধার জন্য স্পেন্স রিপোর্টের সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত সুপারিশগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করা গেল না। উপদ্রুত অঞ্চল থেকে নিরাপদ স্থানে লোকাপসারণ ও তজ্জনিত গোলযোগে ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রসরণ হ'লো বহুলাংশে ব্যাহত। যুদ্ধজনিত জরুরী অবস্থার জন্য অচিন্ত্যপূর্ব্ব

পরিবর্ত্তন এলো মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্র বিস্তৃততর হ'য়ে গেল। জনসাধারণ এ-বিষয়ে অধিকতর সুযোগ সুবিধা পেতে লাগল। এর পর যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ের দিকে যখন ইংলণ্ডের যুগান্তকারী ১৯৪৪ সালের শিক্ষাআইন বিধিবদ্ধ হ'লো, তখন মাধ্যমিক শিক্ষা হ'য়ে গেল সম্পূর্ণরূপে অবৈতনিক এবং সেই জন্য তা ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের কাছে সহজলভ্য হ'য়ে গেল।

অধিকতর শিক্ষা

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর অতিক্রম করার পর যে শিক্ষা দান করা হয় বিদ্যার্থীকে শিক্ষাজগতে সেই শিক্ষাই অধিকতর শিক্ষা নামে অভিহিত হয়ে থাকে। অধিকতর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে বেশ জোর দেওয়া হ'য়েছে। এই আইনের বলে ইংলণ্ডে স্থানীয় শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অধিকতর শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্য করণীয় কাজ ব'লে পরিগণিত হ'চ্ছে। বিদ্যালয় গমনের আবশ্যিক বয়স সমাপনান্তে বিদ্যার্থীগণের জন্য সারা দিন ব্যেপে অথবা দিনাংশের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা ইংলণ্ডে চালু হ'য়েছে তাকেই অধিকতর শিক্ষা ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়। বিদ্যার্থীরা যদি তাদের অবসর সময় কোন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কোণ শিক্ষণীয় কর্ম্মে লিপ্ত থাকে, তাহ'লে তারাও যে অধিকতর শিক্ষা পাচ্ছে সে কথা মেনে নিতে হবে।

অধিকতর শিক্ষার মূলানুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই এর গোড়াপত্তন হয়েছে য়্যুনিভার্সিটি এক্সটেন্‌শন লেকচারস্, ওয়ার্কার্স্ এডুকেশন্যাল্ এসোসিয়েশন, ওয়াই, এম, সি, এ, ট্রেড্ ইউনিয়ন, ও পলিটেক্‌নিক্‌স্ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকর্ত্তৃক সংগঠিত প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য পরীক্ষামূলক ক্লাস অথবা লেকচার কোর্সের ভেতর দিয়ে।

ইংলণ্ডে এখন সকল রকমের শিক্ষার্থীর জন্য ফুল-টাইম ও পার্ট-

টাইম এই উভয়বিধ স্কুল এবং কলেজের অভাব নেই। এই সব শিক্ষায়তনে প্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকারা কেউ খোঁজে তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠার পথ, কেউ খুঁজে বেড়ায় তাদের অবসর সময় কাটাবার খোরাক। এই সব বিদ্যালয় এবং কলেজে কি দিবাভাগে কি রাত্রি-বেলায় যান্ত্রিক শিক্ষা, যেমন এন্‌জিনিয়ারিং ও ছাপাখানার কাজ, এবং বিবিধ কলাবিষয়ক ও হাতের কাজ শেখাবার ব্যবস্থাদি আছে। এই সব স্কুল কলেজ ছাড়া ইংলণ্ডে রয়েছে, পলিটেক্‌নিক্‌স্‌, লিটারারি ইনষ্টিটিউট্‌স্‌, শ্রমিকদের কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান যারা বহুমুখী পাঠ্যসূচী অনুসরণ ক'রে থাকে। ইংলণ্ডের জনসাধারণ যে অধিকতর শিক্ষা নেয় তার মূলে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে; কেউ চায় এই শিক্ষার সহায়তায় নিজেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে; কেউ তার জ্ঞানের পরিসর বাড়াতে আবার কেউ বা নিছক ব্যক্তিগত আনন্দের জন্যও অধিকতর শিক্ষার আশ্রয় লয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাইরে অধিকতর শিক্ষার কাজে ইংলণ্ডের যে সব প্রতিষ্ঠান লিপ্ত আছে, তারা হয় সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিক রূপে পাবলিক ফাণ্ড থেকে নিজেদের ব্যয়ভার বহন ক'রে থাকে। সব প্রতিষ্ঠানেই যে বেতন দাবী করা হয়, তা নয়; আর বেতন দাবী করলেও তার পরিমাণ এমন বেশী হয় না যা শিক্ষার্থীরা দিতে পারবে না। স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ মেধাবী ছাত্রছাত্রীগণকে বহুসংখ্যক বৃত্তি বা ভাতা দিয়ে থাকেন, যা দিয়ে বিদ্যার্থীরা নিজেদের ভরণপোষণ ও বিদ্যালয়ের বেতন দিতে পারে। ইংলণ্ডের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, সওদাগরী প্রতিষ্ঠান ও পরসেবামূলক প্রতিষ্ঠানও নানান রকমের বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা ক'রে থাকেন।

বৃত্তিগত ও যান্ত্রীক শিক্ষা

১৮৮৯ সাল পর্য্যন্ত যতদিন না টেক্‌নিক্যাল্‌ ইন্‌স্‌ট্রাকশন্‌ এ্যাক্ট্‌ বিধিবদ্ধ হ'য়েছিল, ততদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের জন সাধারণ

জাতিগতভাবে যান্ত্রিক শিক্ষার যে কি উপযোগিতা তা, সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারে নি। ১৮৮৪ সালে যান্ত্রিক শিক্ষার তথ্যানুসন্ধানের জন্য এক রাজকীয় কমিশন বসানো হয়। এই কমিশন তাঁদের সুপারিশে ইংলণ্ডে যান্ত্রিক উন্নতি এবং তার গুরুত্বের ওপরই বেশী জোর দিয়েছিলেন। এর পর থেকে দশ বছরের মধ্যে এক্ষেত্রে সবিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডে অনেক টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল ডিপার্টমেণ্ট এবং সান্ধ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলণ্ডে যান্ত্রিক শিক্ষার এই অগ্রগতি ১৯০২ সালের পর থেকে যেন আকস্মিকরূপে ব্যাহত হ'লো। কারণ, ইংলণ্ডের শিক্ষাপর্ষদ এবং বিভিন্ন স্থানীয় শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষ দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির দিকে নজর দিয়েছিলেন বেশী। ১৯১৪ সালে যখন প্রথম বিশ্ব সমর বেধেছিল, তখন এই অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নি; যদিও এই বিশ্বসমরের ফলে ইংলণ্ডের জনসাধারণ যান্ত্রিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন হ'য়ে উঠেছিল। অবশ্য ১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে যান্ত্রিক শিক্ষার কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত উপরোধে এবং বাড়তি সময়ের কাজ হিসেবে সাধারণতঃ সন্ধ্যার সময় যান্ত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বসমরের অব্যবহিত পূর্ব্বে যান্ত্রিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে একটি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল; কিন্তু যখন সমরানল প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠলো, তখন সে ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী ক'রে তোলা গেল না।

১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তিত হবার পর থেকে ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌সে যাতে বৃত্তিকেন্দ্রিক ও যান্ত্রিক শিক্ষার প্রসার ঘটে সেই ব্যবস্থাই অবলম্বিত হ'য়েছিল। শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত নেই এমন সব প্রতিষ্ঠান, যেমন জয়েণ্ট্ কনসাল্‌টেটিভ্ কমিটি অব্ দি ব্রিটিশ এমপ্লয়ার্স্ কন্‌ফেডারেশন্ ও ট্রেড্‌স্ ইউনিয়ন্ কংগ্রেস কারিগরি শিক্ষার্থীদের শিক্ষণবিষয়ে এবং তাদেরকে কর্ম্মে বিনিয়োগ-ব্যাপারে

মাঝে মাঝে যুক্তি পরামর্শ দিয়ে যান্ত্রিক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের যথেষ্ট সহায়তা ক'রেছিলেন। ১৯৪৮ সালে ন্যাশন্যাল্ এ্যাডভাইসরি কাউন্সিল অন্ এডুকেশন ফর ইণ্ডাষ্ট্রি এণ্ড কমার্স্ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'লো। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হ'লো শিল্প ও ব্যবসায়সংক্রান্ত শিক্ষার উন্নতিমানসে সমগ্র জাতির জন্য যাতে এক সুনির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসৃত হয় সে বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে যুক্তি পরামর্শ দেওয়া। এর এক বছর আগে যে রিজন্যাল্ একাডেমিক্ বোর্ড্ ও রিজন্যাল এ্যাড ভাইসরি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল, এই দুই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মের মধ্যে সংহতিস্থাপনও এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কাজ হ'য়ে দাঁড়াল। স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ অধিকতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য নয়টি রিজন্যাল্ এ্যাড ভাইসরি কাউন্সিল ছিল। যান্ত্রিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ছিল রিজন্যাল্ একাডেমিক্ বোর্ডস্।

ব্যবসায়সংক্রান্ত শিক্ষাসম্বন্ধে যে সমিতি ছিল তা মাঝে মাঝে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে নামাবিধ প্রস্তাব ক'রতো ও যুক্তি পরামর্শ দিত। টেক্‌নিক্যাল্ ও কমার্সিয়াল্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ শিল্পের সর্ব্ববিধ অধ্যায়ে, এমন কি চারুকলা ও ডিজাইনের বিষয় ইত্যাদি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ক'রেছিল। বর্ত্তমানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্রে কলেজ পর্য্যন্ত স্থাপিত হ'য়েছে। প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি কলেজের নামও এখানে করা যেতে পারে; যেমন, কলেজেস্ অব্ যুট্ টেক্‌নোলজি, রাবার টেক্‌নোলজি, দি কলেজ অব এইরোন্যাটিক্‌স্, দি রয়্যাল্ কলেজ অব্ আর্ট।

যাতে ইংলণ্ডের বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকরা পার্ট-টাইম যান্ত্রিক শিক্ষা পায় তদুদ্দেশ্যে অনেক মালিক তাঁদের অধীনস্থ শ্রমিকগণকে কারখানা বা খনির নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসময়ের মধ্যেও ছেড়ে দিচ্ছেন। সরকারী ডিপার্ট্‌মেণ্ট্ এবং প্রাইভেট্ প্রতিষ্ঠান ও তাঁদের অধীনস্থ শ্রমিকগণকে এই ভাবে ছেড়ে দেন, যান্ত্রিক শিক্ষা লাভের জন্য যদিও তাঁদের ওপর

আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অবশ্য শিক্ষাবিধির যে সমস্ত ধারায় শিক্ষার্থীদের পার্ট-টাইম কাজ করার নিয়ম আছে, সে-সব ধারা যত দিন না কার্য্যকরী হ'চ্ছে ততদিন কোন প্রতিষ্ঠানের ওপর বিশেষ কোন জোর দেওয়া যায় না। ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিদ্বারা এরূপ ব্যবস্থা করা হ'লো যে বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে অবস্থানের আবশ্যিক বয়স পনের বছরে উন্নীত করার তিন বছরের মধ্যে স্থানীয় শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষগণকে স্ব স্ব এলাকায় কাউন্টি কলেজ স্থাপন ক'রতে হবে। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'লো। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত স্থানীয় শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষগণ এই উদ্দেশ্যে তোড়জোড় করা সত্ত্বেও তাদের এলাকায় কোন কাউন্টি কলেজ খুলতে পারেন নি। পনের বছর বয়সের বেশী যে সব বিদ্যার্থী কোন ফুলটাইম শিক্ষা পাচ্ছে না, তাদের প্রত্যেককে এই সব কলেজে সপ্তাহে অন্ততঃ পূর্ণ একদিন ক'রে সারা বৎসরে চুয়াল্লিশ সপ্তাহ বা এর সমান সময় কাজ শিখতে হবে। ইংলণ্ডে আজকাল শিক্ষার সুযোগ সুবিধা প্রসারের ফলে যান্ত্রিক এবং বৃত্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিবাক্লাসে যোগদানকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হ'য়েছে। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে ও ওয়েল্সে প্রায় সাতশ'র বেশী প্রতিষ্ঠান আছে যারা অধিকতর শিক্ষার কাজে রত এবং এই সব প্রতিষ্ঠানে দিবাভাগে পাঠদান রীতি চলে আসছে।

সাধারণতঃ পনের থেকে আঠার বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের কর্ম্মসময়ের মধ্যে পার্ট্-টাইম অধ্যয়নের ব্যবস্থাদি করা হ'য়েছে। অবশ্য স্থানকালবিশেষে যে এর ব্যতিক্রম হয়নি, তা নয়। যদিও টেক্নিক্যাল্ কলেজগুলিতে অধিকাংশ বৃত্তি শেখাবার ব্যবস্থা আছে, তবুও ঘরবাড়ি তৈরী করার কাজ ও ছাপাখানার কাজ শেখান হয় আর্ট স্কুলগুলোতে। কোন কোন বড় বড় কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজেদের ট্রেনিং সেণ্টার আছে যেখানে সেই সব কারখানা

বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের বৃত্তিগত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। দিবাভাগে কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান থেকে কর্ম্মচারীদের ছেড়ে দিয়ে তাদের যে অধিকতর শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে, তাতে যে শুধু বৃত্তিগত শিক্ষাই দেওয়া হয় তা নয়, সেই সঙ্গে তাদের অন্যান্য সাধারণ বিষয়েরও শিক্ষা দেবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। কলেজগুলোর সান্ধ্য ক্লাসে ও সান্ধ্য ইন্‌ষ্টিটিউট্‌গুলোতেও বৃত্তিকেন্দ্রিক এবং সেই সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থাদি আছে।

ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে বিভিন্ন স্তরের যান্ত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। জুনিয়র্ টেক্‌নিক্যাল্ স্কুলগুলোতে দুই বা তিন বছরের ফুল্-টাইম পঠনের ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর অনেক শিক্ষার্থীর জন্য যেমন, বার থেকে চোদ্দ বছরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এইসব বিদ্যায়তনে, অবশ্য সেই সঙ্গে এন্‌জিনিয়ারিং ব্যবসায় ও মেয়েদের জন্য গৃহস্থালীর কাজ শেখাবার ব্যবস্থাও আছে। জুনিয়র্ আর্ট্ ডিপার্ট্‌মেণ্ট্ গুলোতে মুখ্যতঃ ব্যবসায়সংক্রান্ত চিত্রবিদ্যা শেখান হয়। ডে কন্‌টিনিউয়েশন্ স্কুল ও পার্ট্-টাইম ডে ক্লাসগুলোতে যান্ত্রিক ও বৃত্তিগত শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। যে সব ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন ক'রেছে তাদের জন্য ১৬ থেকে ১৯ বছর বয়স পর্য্যন্ত দু বছরের জন্য সিনিয়র ফুল্-টাইম কোর্সের বন্দোবস্ত আছে। এই সব প্রতিষ্ঠানে যান্ত্রিক ও ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়াদি শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। জুনিয়র্ ইভিনিং ক্লাস অথবা ইন্‌ষ্টিটিউট্‌গুলোর মাধ্যমে ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্ণ দুই বছরের কোর্স্ আছে। এখানে প্রধানতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো থেকে বিদ্যার্থীরা আসে। সিনিয়র্ ও এ্যাড্‌ভান্সট্ ইভিনিং ক্লাসগুলোতে শুধু যান্ত্রিক শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইংলণ্ডের সাধারণ শিক্ষার ব্যাপারে যেমন পাঠ্যসূচীর বৈচিত্র, সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হয়, যান্ত্রিক ও ব্যবসায়-

শিক্ষার ব্যাপারেও তেমন নানাবিধ বৈচিত্র্য ও স্বাধীনতা দেখা যায়। পরীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারে কোন সুনির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসৃত হয় না। প্রোফেশান্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ এবং আঞ্চলিক পরীক্ষকসংস্থাই ডিপ্লোমা বা মানপত্র প্রদান করে থাকে।

বয়স্ক শিক্ষা

বয়স্ক শিক্ষা অবশ্য অধিকতর শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। বৃত্তিগত শিক্ষার সঙ্গে বয়স্ক শিক্ষার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই ব'ললেই চলে। ইংলণ্ডে বয়স্ক শিক্ষার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। এর ইতিহাস শুরু হয়েছে মাত্র দেড়শ' বছর আগে। বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'লো অল্প বয়সে লব্ধ শিক্ষার মধ্যে সম্ভাব্য ত্রুটিগুলোর সংশোধন। বয়স্ক শিক্ষার এই বৈশিষ্ট্য বিগত মহাসমরের সময় পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষিত হ'য়েছে।

ইংলণ্ডে বয়স্ক শিক্ষা সংগঠনে লিপ্ত আছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, ও স্বৈচ্ছিক প্রতিষ্ঠান। ইংলণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে যারা এই বয়স্ক শিক্ষার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে, তাদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে খুব বেশী নয়। ১৮৭৩ সালের আগে প্রায় দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের স্বৈচ্ছিক প্রতিষ্ঠানগুলো অপর কারোর সাহায্য না নিয়ে নিজেদের মত কাজ ক'রে গিয়েছেন। ১৮৭৩ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় জনসাধারণের উপযোগী য়্যুনিভার্সিটি এক্সটেন্‌শন্ লেক্‌চার্ ও কোর্স্ সংগঠন ক'রলেন। এঁদের দেখাদেখি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন ক'রলেন। ১৮৭৬ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার আরো দুই বছর পরে অক্সফোর্ড্ বিশ্ববিদ্যালয় এক্সটেন্‌শন্ লেক্‌চার শুরু করালেন। এখন অবশ্য

ইংলণ্ডের প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সট্রা মিউর‍্যাল ডিপার্ট্‌মেণ্ট বা কমিটি আছে যাঁরা তাঁদের স্ব স্ব সীমার মধ্যে এক্স্‌টেন্‌শন্ লেক্‌চারের ব্যবস্থাদি করেন।

স্বৈচ্ছিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ওয়ার্কার্স্ এডুকেশন্যাল্ এ্যাসোসিয়েশন্ ১৯০৩ সালে তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌সে বয়স্ক শিক্ষার প্রসারকল্পে অতি প্রশংসণীয় কাজ ক'রে আসছে। এই প্রতিষ্ঠান শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যাতে সামাজিক চেতনবোধ উদ্ধুদ্ধ হয় তার জন্য বহুল প্রয়াস ক'রে আসছেন। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে আবার যাঁরা বুদ্ধিগতভাবে একটু উন্নত পর্য্যায়ের তাঁদের শুভবুদ্ধির কাছে এই প্রতিষ্ঠান এতাবৎ এঁদের আবেদন নিবেদন জানিয়ে আসছেন। এঁরা তিন বছরের টিউটোরিয়্যাল্ ক্লাস্ খুলেছেন। কোন একটি বিশেষ বিষয় অবসর সময়ে শেখাবার ব্যবস্থা এঁরা ক'রেছেন। ওয়াই. এম. সি. এ., ওয়াই. ডব্‌লিউ. সি. এ., ন্যাশান্যাল্ ফেডারেশন্ অব্ উইমেন্স ইস্‌ষ্টিটিউট্‌স্, এডুকেশন্যাল্ সেণ্টার্স্ এ্যাসোসিয়েশন্, রুর‍্যাল কমিউনিটি কাউন্সিল্‌স্ প্রভৃতি যে সব স্বৈচ্ছিক প্রতিষ্ঠান বয়স্ক শিক্ষার কাজে রত আছেন, তাঁদের সবাই এর চাইতে ওয়ার্কার্স্ এডুকেশন্যাল্ এ্যাসোসিয়েশনের কাজের মান বেশ উঁচু। এই প্রতিষ্ঠান নানান ধরণের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে থাকে। এঁদের শিক্ষা ব্যবস্থা অংশতঃ চিত্তবিনোদক আবার অংশতঃ শিক্ষামূলক। নাচ, গান, নাটক, বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে এঁরা বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রেছেন। চারুকলা, কাজ ও গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম শেখাবার ব্যবস্থাও এঁরা ক'রে থাকেন। বর্ত্তমানের বয়স্ক শিক্ষা শিক্ষার দিক দিয়ে যেমন এবং চিত্তবিনোদের দিক দিয়েও তেমন অভাবনীয় সুযোগ সুবিধা ক'রে দিচ্ছে দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর জন্য। এর ফলে উদারনৈতিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি ঘটছে সারা ইংলণ্ডে। বয়স্ক শিক্ষার নিম্নতম স্তরে দেখতে পাওয়া যায় প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী কোন না কোন কমিউনিটি সেণ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে যাচ্ছে। সেখানে তারা দৈনন্দিন জীবনের

নানাবিধ ঘটনাবলী সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা ক'রছে এবং সেই কেন্দ্রের নানা রকমের চিত্তবিনোদক ক্রিয়াকর্ম্মে আত্মনিয়োগ ক'রছে। এই ভাবে তারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য্য অঙ্গ হ'য়ে উঠছে। বয়স্ক শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ স্তরে দেখা যায় প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্‌কিন কলেজের মত আবাসিক প্রতিষ্ঠানে ফুল-টাইম বিদ্যার্থীরূপে শিক্ষায় রত আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ইংলণ্ডে প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীদের জন্য পার্টটাইম আবাসিক কলেজ খোলা হ'য়েছে। ইত্যবসরে ইংলণ্ডে ও ওয়েলসে এই প্রকার কলেজের সংখ্যা প্রায় কুড়িটিতে দাঁড়িয়েছে। এই সব কলেজে দু'তিন সপ্তাহের জন্য উইক্‌-এণ্ড্‌ কোর্স্‌ অথবা বড় জোর তিন মাসের জন্য কোর্স্‌ খোলা হ'য়েছে।

১৯৪৯ সালে ন্যাশ্‌ন্যাল্‌ ইনষ্টিটিউট্‌ অব্‌ এ্যাডাল্ট এডুকেশন্‌ নামে এক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হ'য়েছে। এখানে বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ে নানাবিধ গবেষণার কাজ হ'চ্ছে। এখানে বয়স্ক শিক্ষাসম্বন্ধে নানাবিধ তথ্যাদি সরবরাহ করা হয় এবং নানা ধরণের আলাপ আলোচনা চালানো হয়। এইভাবে এই প্রতিষ্ঠান বয়স্ক শিক্ষাক্ষেত্রে সংহতি সাধন ক'রছে। যে সব বিশ্ববিদ্যালয় বয়স্ক শিক্ষার কার্য্যে নিরত আছে তারা, ওয়ার্কাস্‌ এডুকেশ্‌ন্যাল্‌ এ্যাসোসিয়েশন্‌ ও অন্যান্য দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর থেকে সরাসরি সাহায্য পেয়ে থাকে। বিভিন্ন স্বৈচ্ছিক প্রতিষ্ঠান এই ব্যাপারে স্থানীয় শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট থেকে গ্রাণ্ট্‌ ইন্‌ এড্‌ পেয়ে থাকে।

যুব-সেবা

ইংলণ্ডে যুবসেবা আন্দোলনও অধিকতর শিক্ষার একটি বিশেষ অংশ বলে পরিগণিত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হ'য়ে যাবার পর যুবক-যুবতীদের জন্য যুব-সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদের অবসর

সময় কাটাবার কার্য্যকরী ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে যুব-সেবার মূল নীতি হ'লো এই যে এ হবে যতদূর সম্ভব ব্যাপক ; এর মাঝে কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এ যুবক-যুবতী সম্মুখে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা তুলে ধরবে ; এবং এর ভেতর দিয়ে এমনতর ক্রিয়াকর্ম্মের ব্যবস্থা করা হবে যাতে বিভিন্ন রুচির যুবকযুবতীদের প্রত্যেকেই তাদের মনের খোরাক পাবে। যদি বিভিন্ন যুবসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মপন্থা ভিন্নতর, তবুও এই সব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই হয় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট, না হয় সমাজ-সংক্রান্ত না হয় মনের আনন্দদায়ক কোন না কোন কাজে রত আছে এবং এই সব কাজের মধ্য দিয়ে এখানকার সহিত সংশ্লিষ্ট বিদ্যার্থীদের স্বায়ত্ত-শাসন ও সক্রিয় নাগরিক জীবনের ট্রেনিং হয়ে যাচ্ছে। ইংলণ্ডের এই যুবসেবামূলক ক্রিয়াকর্ম্ম প্রধানতঃ স্বৈচ্ছিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারা পরিচালিত হয়। স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগণও এই যুব আন্দোলনকে নানাউপায়ে সাহায্য ক'রে থাকেন। বয়স্কাউট্স্ ও গার্লগাইড্স্ প্রভৃতি স্বৈচ্ছিক প্রাতষ্ঠান বালক বালিকাদের মনের নানাবিধ সম্পদ যুগিয়ে দেয়। অপেক্ষাকৃত সুকুমারমতি বালকবালিকাদের জন্য ব্রাউনি ও কাব্ প্রথার ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধোত্তর কালে ইংলণ্ডে ক্যাডেট্ আন্দোলন শুরু হয়েছে, এই আন্দোলনের সহায়তায় সৈন্যবিভাগের জল, স্থল, আকাশ-বাহিনীর ক্রিয়াকর্ম্মে এদেশের ছেলেমেয়েরা কম বয়সেই শিক্ষা পাচ্ছে। উত্তর জীবনে এরাই আবার দেশের সৈন্য বিভাগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ পেয়ে যাচ্ছে। ইংলণ্ডে বর্ত্তমান রয়েছে অসংখ্য বয়েজ্ ক্লাব্ ও মিক্সড্ক্লাবস্। এদের কাজকর্ম্মের মধ্য দিয়ে যুব সেবার উদ্দেশ্যও সংসাধিত হ'চ্ছে। এ ছাড়া ওয়াই. এম. সি. এ. ওয়াই., ডব্লিউ. সি. এ., দি ন্যাশন্যাল্ এসোসিয়েশন্ ফর্ গার্ল্স্ ক্লাবস্, দি ন্যাশন্যাল্ এসোসিয়েশন্ ফর্ বয়েজ্ ক্লাব স্, দি কোওপারেটিভ্ ইয়ুথ্ মুভ্মেণ্ট্ এবং এইরূপে আরো অনেক সৈচ্ছিক সংস্থা দেশের যুবক-যুবতীর মনের আনন্দদায়ক কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থা ক'রে আসছে।

১৮৮৩ সালে উইলিয়াম্ স্মিথ্ সাহেব স্থাপন ক'রলেন বয়েজ্ ব্রিগেড্। ঠিক এই সময় থেকে ইংলণ্ডে বয়েজ্ ক্লাব্‌গুলো স্থাপিত হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে গার্লস্ ক্লাব্‌গুলো স্থাপিত হতে লাগলো। ১৯০৭ সালে স্যার্ ব্যাডেন পাউয়েল্ বয়স্কাউট্ আন্দোলন শুরু করলেন এবং এর কিছুপরে ১৯১১ সালে গার্লস্ গাইড আন্দোলনও আরম্ভ হলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইংলণ্ডে বিদ্যার্থীদের মাধ্যমিক বিদ্যালয় জীবন শেষ হবার পর তাদের সামাজিক, শারীরিক, চিত্তবিনোদক ও শিক্ষাসংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া উচিত এবং এসবের যে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে সে কথা সরকার আজ বিশেষ ক'রে অনুভব ক'রছেন এবং তার জন্য যথাযোগ্য পন্থাও অবলম্বন ক'রছেন। ১৯৪১ সালে সরকারী পক্ষ থেকে সৈন্যদলে যোগ দেবার আগে প্রস্তুতি হিসাবে ছাত্রদের জন্য ক্যাডেট্ আন্দোলন আরম্ভ ক'রলেন। অবশ্য ক্যাডেট্ বাহিনীর সভ্য হওয়া ছাত্রদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। বালিকারাও এ বিষয়ে পেছিয়ে নেই। তারা নিজেরাই নিজেদের ট্রেনিং কোর্ সংগঠন ক'রেছে। এই প্রতিষ্ঠান ন্যাশন্যাল্ এসোসিয়েশন অব্ ট্রেনিং কোর্ ফর্ গার্লস্ নামে খ্যাত।

বিগত দশ বা পনের বছরের মধ্যে এ বিষয়ে প্রভূত উন্নতি সংসাধিত হ'য়েছে। প্রতিটি এলাকায় স্থানীয় কমিটি আছে এবং এদের অধিকাংশটিতেই যুব-সেবার কাজকর্ম্ম সংগঠন করাবার জন্য ফুল-টাইম সংগঠকও আছেন। স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণও তাঁদের স্ব স্ব এলাকায় যে সব যুবপ্রতিষ্ঠান আছে তাদের কাজকর্ম্মের মধ্যে সংহতি স্থাপনের জন্য সংগঠনকারী ব্যক্তি নিয়োগ ক'রেছেন। স্বৈচ্ছিক সংস্থা-পরিচালিত স্থানীয় ও জাতীয় যুবপ্রতিষ্ঠান আছে। ষ্ট্যাণ্ডিং কন্‌ফারেন্স অব্ ভলান্টারি ইউথ্ অর্‌গ্যানিজেসন্‌স্ নামে এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে ইংলণ্ডে যার কাজ হ'লো দেশের বিভিন্ন

যুবপ্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর মধ্যে সংহতি স্থাপন করা। এই প্রতিষ্ঠানের এডুকেশন কমিটি যুবসেবার কার্যাবলী পরিদর্শন ও পরিচালন মানসে স্থানীয়ভাবে সাবকমিটি গঠন করে থাকেন।

যুব-সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের খরচপত্র চালাবার উদ্দেশ্যে নিজেরাই অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। এই সব প্রতিষ্ঠানের বাড়ীঘর দিয়ে, অর্থ সাহায্য দিয়ে, নাট্যাভিনয়, শারীর বিদ্যার জন্য যথাযোগ্য লোকজন দিয়ে, সাহায্য ক'রে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণ এই সব যুব-সেবা-প্রতিষ্ঠানকে যথাসাধ্য সাহায়তা ক'রে আসছেন। শিক্ষা-মন্ত্রীর দপ্তর থেকে সরাসরিভাবে শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে জাতীয় ভিত্তিতে এই সব সেবা-প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা হয়।

শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং স্থানীয় স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হয়, ইংলণ্ডের যুব-সেবা কার্যেরও সেই একই ধরনের বৈচিত্র্য এবং স্থানীয় স্বাধীনতা পরিদৃষ্ট হ'য়ে থাকে। ইংলণ্ডে বয়স্ক শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা গেছে ঠিক শিক্ষার সঙ্গে বিজড়িত নয় এমন সব কতকগুলো কাজ, যেমন আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ও সমাজ সেবামূলক কাজ, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জনসাধারণের সাধারণ শিক্ষার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঠিক তেমন যুবসেবাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন ক্রিয়া কর্মের মাধ্যমে ইংলণ্ডের যুবশক্তি, যারা বিশেষ কোন উপার্জনমূলক কার্যে বিনিযুক্ত নয়, তাদের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হ'য়ে যাবার পরও শিক্ষার বর্ত্তিকাকে প্রজ্বলিত ক'রে রাখা হ'য়েছে। এই সব যুবপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য একান্তভাবে স্বচ্ছ। নানাবিধ সামাজিক ও আমোদপ্রমোদের কাজে সক্রিয়ভাবে ও

কার্যকরীরূপে ইংলণ্ডের যুবশক্তিকে নিয়োজিত রাখাই এই সব যুব-প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ।

কলা ও সঙ্গীত শিক্ষালয় এবং কলেজগুলোও অধিকতর শিক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকে। ব্রিটিশ সৈন্য বিভাগের বিভিন্ন শাখার জন্য সৈন্যবিভাগ থেকেই ব্যবস্থা আছে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর তিনটি শাখায়, যথা, স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও সেনাবাহিনী, যখনই মানোন্নয়নের প্রশ্ন আসে, তখন প্রত্যেক সৈনিককেই শিক্ষামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হয়। সমস্ত শাখাতেই যান্ত্রিক ও সেই সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া সমর বাহিনীর বিভিন্ন নাগরিক জীবন, চলতি ঘটনা, চিত্তবিনোদক বিভিন্ন বিষয় ও বিভিন্ন শাখায় পেশা ইত্যাদি বিষয় শেখাবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। এই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'লো ইংলণ্ডে অতিশয় দক্ষ সৈনিক, নাবিক, ও বৈমানিক তৈরী করা। এই শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্য আংশিক ঐচ্ছিক এবং আংশিক বাধ্যতামূলক।

অধিকতর শিক্ষাক্ষেত্রে কমিউনিটি সেণ্টারগুলোর মধ্য দিয়ে সামাজিক, শিক্ষাসংক্রান্ত ও আমোদপ্রমোদবিধায়ক ক্রিয়া কর্মের ব্যবস্থা করা হ'য়ে থাকে। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগণ এই সব কমিউনিটি সেণ্টার পরিচালনা ও তাদের ব্যয়ভার বহন ক'রে থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রেটবৃটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে সর্বাগ্রে একটি বিষয় আমাদের দৃষ্টিপথে আসে; সেটা

হ'লো এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাব্যবস্থায় অভাবনীয় বৈচিত্র্য এবং পরিচালনব্যাপারে এদেশের কর্তৃপক্ষের অবাধ স্বাধীনতা। যদিও অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় অর্দ্ধেক ছাত্রছাত্রী শিক্ষা-বিভাগ এবং স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণের নিকট থেকে আর্থিক সাহায্য পায়, তবুও এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারী নিয়ন্ত্রণনীতির নাগপাশ থেকে একেবারে বিনির্মুক্ত। এদের কর্তৃপক্ষগণের বিশ্বাস যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যাপারে কোন সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকলে চিন্তাশক্তি ও প্রকাশশক্তির স্বাধীনতার সম্পূর্ণরূপে শ্বাস রোধ হবে। প্রতিটি ইংরেজ বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখে অতি শ্রদ্ধার চোখে। ইংরেজরা ভাবে—বিশ্ববিদ্যালয় হ'বে এমন একটি স্থান যেখানে যাঁরা শিক্ষাদানে রত থাকবেন আর যাঁরা শিক্ষাগ্রহণ ক'রে সত্যানুসন্ধানে থাকবেন নিরত তাঁদের সমস্ত ক্রিয়াকর্মে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেই সঙ্গে যে সব কলেজ নিয়ে সেই বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠিত, তারাই ঠিক ক'রবে বিশ্ববিদ্যালয়ে কতজনকে প্রবেশ করবার অধিকার দেওয়া হবে এবং যারা প্রবেশাধিকার পাবে, তাদের মাসিক কি হারে বেতনাদি দিতে হবে। এ-ছাড়া, ইংলণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় কলেজ থাকে, যে সব কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সমমানের শিক্ষা-ব্যবস্থা ক'রে থাকে। আবার এই সব কলেজ থেকে মানপত্র দেবার ব্যবস্থাও আছে। মোটামুটি বলতে গেলে বলতে পারা যায়, এই সমস্ত কলেজ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে এক্স্টার্ন্যাল্ ডিগ্রী পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে, তার জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুত ক'রিয়ে দেয়।

ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণতঃ চারটি প্রধান প্রধান উৎস থেকে তাদের অর্থ সংগ্রহ ক'রে থাকে; যথা, ছাত্রদত্ত বেতন, স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য, য়্যুনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিটি কর্তৃক বন্টিত সরকারী সাহায্য-অর্থ আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির দান। সরকারই য়্যুনিভার্সিটি গ্র্যান্টস্ কমিটির সদস্য-গণকে নিয়োগ করেন। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কি প্রকার অর্থের প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্যে আলাদা করা যে অর্থ সরকারী তহবিলে আছে, সেই অর্থই বা কিভাবে ভাগ ক'রে দেওয়া হ'বে বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে এসব স্থির করবার কাজে এই কমিটি সরকারকে যুক্তি পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এই কমিটির বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরাসরি কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মাঝে মাঝে উন্নতিমূলক পরিকল্পনা এবং সেই সঙ্গে সম্ভাব্য খরচের পরিমাণ কমিটির কাছে দাখিল ক'রে থাকেন। কমিটি অবশ্য নিজের ইচ্ছানুযায়ী সেই পরিকল্পনাকে গ্রহণ ক'রতে পারেন আবার তাকে অগ্রাহ্যও ক'রতে পারেন। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় হ'লো স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান, যাতে আছে একটি ক'রে কোর্ট আর একটি ক'রে সেনেট্।

এই কমিটি ছাড়া প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে অন্যান্য সমিতি, যেমন, ভাইস চ্যান্সেলর্স কমিটি, এ্যাসোসিয়েশন অব্ য়্যুনিভার্সিটি টিচার্স, ও ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব্ ষ্টুডেন্টস্। এই সব সমিতির কাজ হ'লো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলীর মধ্যে সংহতিস্থাপন। দেশের বিদ্যালয়গুলোর সহযোগিতায় ইংলণ্ডের

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইংলণ্ডে আটটি পরীক্ষাগ্রহণকারী সংস্থা স্থাপন ক'রেছেন। এই সব সংস্থা দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রী যখন তাদের পাঠসমাপন করে, তখন তাদের পরীক্ষা গ্রহণ ক'রে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীকে জেনারেল সার্টিফিকেট্ অব্ এডুকেশন দান করে। এই কাজে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক স্থাপিত সেকেণ্ডারী স্কুল্স্ এগ্‌জামিনেশন কাউন্সিল সাহায্য ও সহযোগিতা ক'রে শিক্ষাক্ষেত্রে সংহতি সাধনের প্রয়াস করেন। এই কাউন্সিলে অবশ্য বিশ্ব-বিদ্যালয়, পরীক্ষাগ্রহণকারী সমিতি, স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক-গণের প্রতিনিধিগণ আসন পেয়ে থাকেন।

বর্তমানে ইংলণ্ডে রয়েছে চোদ্দটি বিশ্ববিদ্যালয়। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হ'লো কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দুটি। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অপেক্ষাকৃত কম বয়সের। ডারহ্যাম্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে ১৮৩২ সালে আর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হ'য়েছে ১৮৩৬ সালে। এদের বয়স তো একশ বছরের বেশী হ'য়ে গেল। ওয়েল্সের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে ১৮৯৩ সালে। বার্মিংহ্যাম, ম্যাঞ্চেষ্টার, লিভারপুল, লীড্স্ শেফিল্ড, ব্রিষ্টল্, রিডিং, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের চার্টার পেয়েছে ১৯০০ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে। সাদাম্প্‌টন্ য়্যুনি-ভার্সিটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে এই সে দিন মাত্র ১৯৫২ সালে। এ-ছাড়া ম্যাঞ্চেষ্টারে রয়েছে চারটি য়্যুনি-ভার্সিটি কলেজ এবং একটি কলেজ অব্ টেক্‌নোলজি। ১৯৫০ সালে নর্থ ষ্ট্যাফোর্ড শায়ারে য়্যুনিভার্সিটি কলেজ খোলা হয়েছে।

প্রাচীনত্ব. ঐতিহ্য এবং কৌলীন্যের দিক দিয়ে বিচার করলে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দুটির সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি ইংলণ্ডের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক বেশী। এ'দুটো বিশ্ববিদ্যালয়কে কলেজিয়েট য়্যুনিভার্সিটি বললে বেশ মানানসই হয়। দু'টোর প্রত্যেকটিই কয়েকটি স্বয়ংশাসিত কলেজের সমষ্টিমাত্র। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ তেত্রিশটি কলেজ নিয়ে গঠিত আর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হ'য়েছে এরূপ তেইশটি কলেজ নিয়ে। উভয় ক্ষেত্রেই কি কলেজ আর কি বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান। কলেজগুলোর শিক্ষা-ব্যবস্থা ও নিয়মকানুনের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ন্ত্রণক্ষমতা নেই। একই ব্যক্তি যুগপৎভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উর্দ্ধতম কর্মচারী আবার কলেজ কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের একজন হ'তে পারেন। যে সমস্ত কলেজ নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় দুটি গঠিত তাদের যে কোনটির অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হ'তে পারেন। এ-দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'লো এই যে দুটোই ইংলণ্ডের প্রাচীনতম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই দুই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে যাতে শিক্ষক ও শিক্ষিতের মাঝে একটা নিবিড় মধুর সম্পর্ক গ'ড়ে উঠতে পারে তার জন্য এখানে বিস্তৃততম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়।

কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইংলণ্ডের উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক উন্নতি ও শিল্প বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ। এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হ'য়েছে এক অদ্ভুত

উপায়ে। প্রথমে হয়তো এক বা একাধিক বদান্য ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে কোন কলেজ স্থাপন ক'রলেন। তার-পর এ'তে ধীরে ধীরে সংযোজিত হ'লো প্রাচীন সাহিত্যাদি শেখাবার বিভাগ ও শিক্ষক-শিক্ষণ-বিভাগ। তারপর কালক্রমে এই প্রতিষ্ঠান হয়তো রয়্যাল্ চার্টার পেয়ে ডিগ্রীদান করবার অধিকার পেল এবং তখনই প্রতিষ্ঠানটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হ'লো। আগেই বলা হ'য়েছে যে যে-কোন ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকটি কলেজ নিয়ে গঠিত হয়। উদাহরণ দ্বারা বলা যেতে পারে, ব্যার্মিংহাম্ বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাসন্ কলেজ থেকে হয়েছে উদ্ভূত; আর ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়েছে ওয়েল্স কলেজ থেকে। অপেক্ষাকৃত নবীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবশ্য কেম্ব্রিজ্ ও অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়দ্বয়ের মত অতখানি স্বাধীন এবং স্বয়ংশাসিত নয়। তাঁদের কাউন্সিলে বাহিরের, যেমন স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের প্রতি-নিধি থাকে। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক ঠিক আবাসিক নয়; এদের ছাত্রছাত্রীদের বেশীর ভাগই অতি সন্নিকট অঞ্চল থেকেই আসে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি ক'রে ফ্যাকাল্টি আছে; এখানে কয়েকটি ক'রে কলেজ নেই। এখানে টিউটোরিয়াল্ প্রথার ব্যবস্থাও নেই। এখানে সহশিক্ষার যথেষ্ট প্রচলন আছে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত ব'লে এখানে যান্ত্রিক শিক্ষার ওপর একটু বেশী নজর দেওয়া হয়। যেমন, ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় ইন্জিনিয়ারিং এর জন্য বিখ্যাত; কৃষিবিদ্যায় রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ সুনাম আছে। অবশ্য ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়-

গুলোর মধ্যে প্রত্যেকটিই কোন না কোন বিষয়ে শিক্ষাদানে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন ক'রেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যাদি বিষয় পাঠনে যথেষ্ট গৌরব ও সুনাম অর্জন ক'রেছে; বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় বিষয়াদি শিক্ষায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় বেশ সুনাম অর্জন ক'রেছে এবং বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়সংক্রান্ত বিষয়াদি পাঠনে বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে।

ইংলণ্ডে প্রাচীন ও নবীন উভয়বিধ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ব্যাপারেও কোন কোন ব্যাপারে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। অক্স-ফোর্ডে আছে কন্‌গ্রিগেশন্ অব্ ডক্টরস্ এণ্ড মাষ্টারস্। হেবডো-মোড্যাল কাউন্সিল নামে এক পরিচালক সমিতির মধ্য দিয়ে উপর্যুক্ত সংস্থা এর কাজ করে যায়। কেম্ব্রিজে আছে সেনেট ও সেনেটের কাউন্সিল; আপেক্ষাকৃত অধুনাসম্ভূত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিটি ফ্যাকাল্টিতে আছে বোর্ড, সেনেট, কাউন্সিল ও কোর্ট। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে এই সেনেট সভা। পাঠতব্য বিষয়াদি নিরূপণ ও নিয়মকানুন স্থিরীকরণ এই সেনেটের কাজ। আয়ব্যয়ের দিক ও সংগঠন ইত্যাদি বিষয় দেখাশোনা করে কাউন্সিল আর কোর্টের কাজ হলো সর্ববিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত করা।

শিক্ষাক্ষেত্রে শাসন-ব্যবস্থা

শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর

ইংলণ্ডে শিক্ষাবিভাগের শাসন ও সংগঠন ব্যাপারে তিনটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়—যেমন, শিক্ষাবিভাগের শাসন ব্যবস্থায় শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রাধান্য এবং বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যাপারে স্বায়ত্তশাসন ও শিক্ষকগণের বৃত্তিগত স্বাধীনতা।

১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধি অনুসারে বোর্ড্ অব এডুকেশনের স্থলে সপরিষদ শিক্ষামন্ত্রী ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে পরিগণিত হ'লেন। শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাদপ্তরের সভাপতি। একজন স্থায়ী পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারী তাঁকে তাঁর কার্যে সহায়তা ক'রে থাকেন। ওয়েল্‌সের জন্য তাঁর অধীনে পৃথক ওয়েল্‌স্ বিভাগ আছে। এ বিভাগেও একজন স্থায়ী সেক্রেটারী ও একজন প্রধান পরিদর্শক আছেন।

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হবার পর থেকে শিক্ষামন্ত্রীর উপর অত্যন্ত গুরুভার দায়িত্ব অর্পিত হ'য়েছে। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের সর্ব্বস্থানে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষদের সহায়তায় শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি ও প্রসার সংসাধনই শিক্ষা বিভাগের চরম লক্ষ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার স্তর অনুযায়ী জাতিগত আদর্শে দেশের

নানাবিধ শিক্ষা সমস্যার উপর শিক্ষামন্ত্রীদপ্তর থেকে মধ্যে মধ্যে নানা রকমের পুস্তিকা প্রচার করা হয়। ১৯৪৪ সালের আইনে ইংলণ্ডের জন্য একটি ও ওয়েলসের জন্য একটি সেণ্ট্রাল এ্যাড্-ভাইসরি কাউন্সিল স্থাপন করা হয়েছে। এই কাউন্সিল দেশের শিক্ষানীতি ও তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষামন্ত্রীকে নানাবিধ যুক্তি পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ

ইংলণ্ডের প্রতিটি কাউন্টিতে যে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আছে তাকে বলা হয় কাউন্সিল অব দি কাউন্টি আর প্রতি কাউন্টি বরোতে যে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আছে তার নাম হ'লো কাউন্টি বরো কাউন্সিল। ইংলণ্ডে এইরূপ তেষট্টিটা কাউন্টি কাউন্সিল আর তিরাশিটা কাউন্টি বরো কাউন্সিল আছে। সর্বসাকুল্যে ইংলণ্ডে ও ওয়েল্সে বর্ত্তমানে ২৪৬টি স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান। শিক্ষাকর্তৃপক্ষ হ'চ্ছে স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থা। কাউন্টি ও কাউন্টি বরোর কাউন্সিগুলোকে বলা হয় পার্ট টু এল. ই. এ. আর মিউনিসিপ্যাল বরো ও আর্বাণ ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলগুলোকে পার্টথ্রি এল. ই. এ. বলা হয়। কারণ ১৯০২ সালের শিক্ষাবিধির ২নং সিডিউলে পার্ট টু এল. ই. এদের উল্লেখ আছে আর ৩নং সিডিউলে পার্ট থ্রি এল. ই. এ.দের উল্লেখ করা হ'য়েছে। পার্ট টু এল. ই. এ. গুলো তাদের স্ব স্ব এলাকায় সর্বপ্রকার শিক্ষার জন্য দায়ী আর পার্ট থ্রি এল. ই. এ. গুলো তাদের নিজেদের এলাকায় কেবল মাত্র এলিমেণ্টারী অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দায়ী। ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে

শিক্ষাক্ষেত্রে এই-দ্বৈত শাসনের অবসান হয়েছে, পার্ট থ্রি এল. ই. এ. গুলোকে রহিত করা হ'য়েছে। বর্তমানে পার্ট টু এল. ই. এ-র ওপর ইংলণ্ডের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অধিকতর শিক্ষার সমস্ত ভার অর্পণ করা হ'য়েছে। যে সমস্ত অঞ্চল থেকে পার্ট থ্রি এল. ই. এ. গুলোকে তুলে দেওয়া হ'য়েছে, সেই সব অঞ্চলের কাউন্টি কাউন্সিলগুলোকে তাদের ক্রিয়াকলাপের কতকাংশ বিশেষভাবে গঠিত ডিভিশান্যাল্ এক্জিকিউটিভের ওপর অর্পণ করা হ'য়েছে। কোথায়ও কোথায়ও এগুলোকে এক্সসেপ্টেড্ ডিষ্ট্রিক্ট্ বলা হয়ে থাকে। প্রতিটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তার শিক্ষাশাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতার কিছু কিছু এক বা একাধিক এডুকেশন কমিটির ওপর ছেড়ে দিয়েছে। এ কমিটি-গুলো অবশ্য প্রধানতঃ কাউন্সিলের সভ্যগণ দিয়েই গঠিত। অবশ্য কাউন্সিলের সভ্য নয় এমন ব্যক্তিও এই কমিটির সদস্য হ'তে পারেন। এতে নারী সদস্য থাকা ব্যাপারে কোন আপত্তি করা হয় না। শিক্ষা-সংক্রান্ত কর তোলা বা অর্থাদি কর্জ্জ করা ছাড়া এডুকেশন কমিটিগুলো শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সব কাজই ক'রে থাকে। ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধি প্রবর্তনের ফলে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষদের ওপর আইনগতভাবে অধিকতর দায়িত্ব এবং বোঝা চাপানো হ'য়েছে। নার্সারি, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়, অধিকতর ও বয়স্ক শিক্ষার প্রসারোদ্দেশ্যে টেক্নিক্যাল্ কলেজ, ক্লাস ও ইন্‌ষ্টিটিউসন্ স্থাপন, অন্ধ, মূক ও বধির, বিকলাঙ্গ ও মৃগীরোগগ্রস্ত বালক বালিকার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি ব্যাপারে এখন স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ওপর চাপানো হ'য়েছে। বিদ্যার্থীরা যাতে আবশ্যিকভাবে

বিদ্যালয়ে যোগদান করে সে বিষয়ে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের সতর্কদৃষ্টি রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ খোলা, প্রতি বিদ্যালয়ে দুগ্ধ বিতরণ ও মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থা এবং এই প্রকার আরও বহুতর শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষকে মাথা ঘামাতে হয়। দেশের মধ্যে স্বৈচ্ছিক প্রতিষ্ঠানগুলো যে সব বিদ্যালয় পরিচালনা করে তাদেরকে সঙ্গত সাহায্য দানও স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের অবশ্য করণীয় কাজ। কোন কোন স্থানে ধর্মমূলক প্রতিষ্ঠান অনেক বিদ্যায়তন চালাচ্ছে। তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভারও স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যাস্ত আছে। পার্লামেণ্টের ট্যাক্স থেকে আর স্থানীয় শিক্ষাকর থেকে শিক্ষাখাতের অধিকাংশ ব্যয়ভার বাহিত হয়। শিক্ষাদপ্তর পার্লামেণ্টের বরাদ্দ অর্থ বৎসর বৎসর স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করেন। এতে অবশ্য স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের বাৎসরিক ব্যয়ের শতকরা ষাট ভাগ পরিপূরিত হয়। শিক্ষাখাতে ইংলণ্ডের এক বছরের ব্যয়ের বহরের নমুনা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৫২-৫৩ সালে ইংলণ্ডে শিক্ষা খাতে পার্লামেণ্টের তরফ থেকে ২৬ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড আর এল. ই. এ. দের পক্ষ থেকে ১৩ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করা হয়েছিল। মোটামুটি আমরা বলতে পারি যে ইংলণ্ডের শিক্ষাসংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশ বহন করে পার্লামেণ্ট আর এক-তৃতীয়াংশ বহন করে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ।

ইংলণ্ডের শিক্ষা-সংগঠন

ইংলণ্ডের স্তরগত শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিবরণ নীচে সংযোজিত হলো। ইংলণ্ডের প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলো সাধারণতঃ দুই ধরণের—একটিকে বলা হয় কাউন্টি স্কুল আর অন্যটিকে বলা হয় ভলান্টারি স্কুল। কাউন্টি প্রাইমারী বিদ্যালয় সাধারণতঃ স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক স্থাপিত এবং সংরক্ষিত হয়। এই সব বিদ্যায়তনে কোন বিশেষ ধরণের ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় না। স্বৈচ্ছিক প্রচেষ্টায় বিশেষ ক'রে চার্চ্চের প্রচেষ্টায়, ভলানটারি স্কুলগুলো স্থাপিত ও পরিচালিত হ'য়ে থাকে। কিন্তু এসব বিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ ব্যয়ভার স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ বহন ক'রে থাকেন। এ সব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ যাঁরা এ সব বিদ্যালয় পরিচালনা করবেন তাঁদের অধিকাংশকেই নিয়োজিত করেন এবং এই ধরণের বিদ্যালয়গুলোতে যে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেগুলো ইংলণ্ডের বিশেষ বিশেষ ধর্মশাখার নীতিঘেঁষা।

ভলান্টারি স্কুলগুলো ছিল আবার দুই প্রকারের—এক শ্রেণীর বিদ্যালয়কে বলা হতো এডেড্ স্কুলস্ আর অন্য শ্রেণীর বিদ্যায়তনের নাম ছিল কন্‌ট্রোলড্ স্কুলস্। এডেড্ স্কুলগুলো ম্যানেজাররা স্থাপন করতেন এবং তাঁরা কেবল বিদ্যায়তনের বাড়ীঘরগুলোর ওপর তদারকী করতেন। কিন্তু কন্‌ট্রোলড্ বিদ্যালয়গুলো স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক পরিচালিত হতো

সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করে তাঁর বিদ্যালয়ে কি কি পঠিতব্য বিষয় অনুসৃত হবে সে সব বিষয় নির্দ্ধারণ করেন। এসব বিষয়ে যেমন আছে বৈচিত্র্য, তেমন আছে শিক্ষকগণের অবাধ স্বাধীনতা, মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতি অনুযায়ী পাঠ্যসূচীও ভিন্নতর হয়ে থাকে। মর্ডাণ স্কুলের সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী এক ধরণের পাঠ্যসূচী স্থিরীকৃত হয়। গ্রামার স্কুলের পাঠ্যসূচীতে জ্ঞানমুখী বিষয়ের প্রাবল্য বেশী হয় এবং পরীক্ষায় কি কি বিষয় কাজে লাগবে সেদিকে নজর দেওয়া হয় বেশী। তেমনি শিল্পমুখী অথবা যান্ত্রিক বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসূচী হয় মুখ্যতঃ শিল্পমুখী এবং এখানেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার দিকে ঝোঁক দেওয়া হয় অধিক পরিমাণে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীও বিভিন্ন হয়ে থাকে। গ্রামারস্কুলগুলোতে দেখা যায় বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ-জ্ঞান-সম্পন্ন অধিক-সংখ্যক শিক্ষক নিযুক্ত হন। যান্ত্রিক বিদ্যালয়গুলোতে এমন ধরণের শিক্ষক-মণ্ডলী নিয়োগ করা হয় যাঁরা জ্ঞানমুখী ও শিল্পমুখী উভয়বিধ শিক্ষা-ধারায় পারদর্শী। আর মর্ডাণ স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ এমন হন যাঁদের এই সব বিদ্যালয়ে পঠিতব্য বিষয়াদিতে যতখানি না ব্যুৎপত্তি আছে তার থেকে বেশী জ্ঞান আছে তাঁদের ছাত্রছাত্রীর রুচি ও প্রবণতার। ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কি পাঠ্যসূচী, কি শিক্ষাপদ্ধতি ও কি লব্ধ জ্ঞানের উৎকর্ষতায় এতখানি বৈচিত্র আছে বলে শিক্ষা-সংগঠনেও অদ্ভুত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় এবং সেইজন্যই শিক্ষা-ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ যথেষ্ট স্বাধীনতা পেয়ে থাকেন। অবশ্য এই সব ভিন্নমুখী বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে যাতে অতি সহজে ভাবধারার বিনিময় হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দেবার ব্যবস্থাও আছে।

ইংলণ্ডে যে সব পাব্লিক স্কুল আছে তাদের সম্বন্ধে অবশ্য আইনগত কোন সংজ্ঞা নিরূপিত হয় নি। ফেমিং কমিটি অবশ্য এ-হেন বিদ্যালয়ের একটি সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ ক'রছেন। তাঁরা বলেন—ইংলণ্ডের যে সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হেড্ মাষ্টারস্ কন্ফারেন্সের সভ্য সেইসব বিদ্যালয় পাবলিক স্কুলের আখ্যা পেতে পারে। এই সংজ্ঞা

দিয়ে বিচার করলে ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে প্রায় ১৮৮টি পাবলিক স্কুল আছে। এদের মধ্যে আবার অনেকগুলি রাষ্ট্রশিক্ষাব্যবস্থার বহির্ভূত। এদের কতকগুলি আবার রাষ্ট্রশিক্ষা ব্যবস্থাকে আংশিকভাবে গ্রহণ করেছে এবং তার কিছুটাকে বর্জ্জন করেছে এবং এদের মধ্যে কতকগুলি আবার সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রশিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত। ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে প্রায় ৬৬টি পাবলিক বিদ্যালয় আছে যারা সরকারী তহবিল থেকে কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করে না। এরা হলো স্বাধীন ভলান্টারি স্কুল এবং স্বৈচ্ছিক প্রচেষ্টাপ্রসূত। এই ধরণের বিদ্যালয়গুলো খাঁটি পাবলিক স্কুল। এই সব স্কুলই ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুল প্রথাকে বিশ্ববিশ্রুত করে তুলেছে। এই সব পাবলিক স্কুলগুলোর মধ্যে সাতটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; কারণ প্রাচীনতায় এবং শিক্ষাধারার উৎকর্ষতায় এরা সর্ব্বাগ্রগণ্য বলে পরিগণিত হয়েছে। উইনচেষ্টার, ইটন, চার্টারহাউস, স্রুশবেরি, হ্যারো, রাগবি ও ওয়েষ্টমিনিষ্টারের পাবলিক স্কুলগুলো সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং এদের শিক্ষার মানও সর্ব্বোত্তম। এদের সবকটিই আবাসিক বিদ্যালয় এবং পাবলিক স্কুলপ্রথার আদর্শস্থানীয়। পাবলিক স্কুলগুলোর শতকরা পঞ্চাশ ভাগই ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহন করেছে এবং পরে এগুলো সব আবাসিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি আবার বালিকাদের জন্য উন্মুক্ত। উইঞ্চেষ্টার পাবলিক স্কুল স্থাপিত হয় ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টারের পাবলিক স্কুল স্থাপিত হয় ১৫৬১ সালে।

১৮২৮ সাল থেকে ১৮৪২ সাল পর্য্যন্ত রাগবি পাবলিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ডক্টর টমাস আর্ণল্ড। তিনি তাঁর চরিত্রমাধুর্য্যে এবং ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র দিয়ে পাবলিক স্কুল প্রথার প্রশংসনীয় নিয়মনিষ্ঠা ও নবতম ভাবধারা প্রবর্ত্তন করলেন। এর ফলে পাবলিক স্কুলগুলোর সুনাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। ডক্টর আর্ণল্ড চেয়েছিলেন এই পাবলিক স্কুলের মধ্য দিয়ে যথাযথরূপে খৃষ্টান ভদ্রব্যক্তি সৃষ্টি করা, যাঁরা

পরে জীবনের সর্ব্ব অধ্যায়ে চিন্তানায়ক হ'য়ে উঠবেন। ডক্টর আর্নল্ড তাঁর এই শুভ প্রচেষ্টায় বহুলাংশে কৃতকার্য্য হয়েছিলেন।

পাবলিক স্কুল প্রথায় ভালয় মন্দয় মিশিয়ে কয়েকটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। পাবলিক স্কুলগুলোকে বর্ত্তমানে যে আকারে দেখা যায়, তাতে মনে হয় না যে এরা একটা বহুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতিনিধি ; বরং মনে হয় ১৮৩০ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব নব-নব ভাবধারা ও চিন্তাধারা প্রবর্ত্তিত হয়েছে, তা সবের প্রতীক হ'লো এই পাবলিক স্কুলগুলো। এই প্রথার একদম গোড়ার কথা হ'লো এই যে শিক্ষার সর্ব্বোত্তম উদ্দেশ্য হলো মানুষের চরিত্র গঠন করা। তার দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিল ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলগুলো। সুসমাহিত ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিকে নিয়োজিত হবে শিক্ষার সর্ব্ববিধ প্রয়াস। জাতীয় জীবনে যারা উত্তরকালে সর্ব্বক্ষেত্রে নেতার স্থান অধিকার করতে পারবে এ-হেন নাগরিক তৈরী করার সুমহান উদ্দেশ্য নিয়েই পাবলিক স্কুলগুলো কার্য্যক্ষেত্রে নেমেছিল। বৃহত্তর সমাজ-সেবার আদর্শের দ্বারা পাবলিক স্কুলের কর্ণধারগণ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আবাসিক বিদ্যালয়ের সুসংবদ্ধ নিয়মানুগ সমাজ-বদ্ধ জীবনের মাধ্যমে এই সব গুণরাজি পরিপূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর হ'তে পারে। অতীতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গেও পাবলিক স্কুলগুলোর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। তার ফলে পাবলিক স্কুলগুলোর humanestudies (হিউমেন-ষ্টাডিজ) ইত্যাদি বিষয় অধিকতর আদৃত হ'তো। শিক্ষা যদি রাষ্ট্রের কবলিত না হয়, তাহ'লে শিক্ষার সুমহান লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর কাজ ব'লে পাবলিক স্কুলগুলো গণনা করতেন না।

এত সব বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই যে ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলগুলো ত্রুটিবিনির্মুক্ত ছিল তা নয়। এর প্রধান দোষ ছিল এই যে এই পাবলিক স্কুলগুলো বৃহত্তর জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক গতির সঙ্গে একেবারে সম্পর্কবিবর্জিত অর্থাৎ এগুলো যেন এক একটি আত্ম-সম্পূর্ণ,

আত্ম-কেন্দ্রিক, ভুঁইফোঁড় প্রতিষ্ঠান। এই সব বিদ্যালয়ে ছাত্রপিছু শিক্ষার ব্যয় এত অধিক ছিল যে ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা ধনী সম্প্রদায়ের মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ ব্যক্তির সন্তানদের এই সব বিদ্যালয়ে পড়াবার সামর্থ্য ছিল। অবশ্য এই সব বিদ্যালয়ে কৃতী এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তি দেওয়ার প্রথা ছিল বলে উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের অনেক ছাত্রই আর্থিক অনটনের হাত এড়াতে পারতো। কিন্তু তা হলে হবে কি? এই সব বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাওয়া আদৌ সহজ ছিল না। এ-সব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হলে, সকল বিদ্যার্থীকেই কমন এন্‌ট্রান্স এগজামিনেশন্‌ দিতে হতো। এই পরীক্ষা দিতে হলে প্রায় সব ছাত্রকেই তার আগে কোন না কোন প্রিপারেটরি স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে কয়েক বছর পড়তে হতো। ফলে এমন ব্যাপার হয়েছে যে বর্ত্তমানের প্রিপারেটরি স্কুলে ছাত্রদের মাথাপিছু মাসিক ব্যয়ের বহর পাবলিক স্কুলগুলোর ছাত্রপিছু মাসিক ব্যয়ের চেয়ে বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দেখা যায় যে এই সব বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার কেবল ইংলণ্ডের সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদের সন্তানবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সমাজদেহ থেকে একেবারে বিভিন্ন জীবন যাপন করে বলে তখনকার ছাত্ররা বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ পরিবেশের বাইরে যে বৃহত্তর সমাজ-জীবন আছে, তার কোন সন্ধান রাখে না বা তার সঙ্গে তাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। জাতীয় জীবনের বিস্তৃত স্রোতোধারা সম্বন্ধে তারা একেবারে অজ্ঞ। এই অজ্ঞতা আরও ঘনীভূত হবার এক কারণ আছে। এখানকার শিক্ষকবৃন্দও যে সমাজ থেকে এখানকার ছাত্ররা সাধারণতঃ আসে, সেখান থেকেই নির্ব্বাচিত হয়ে থাকেন। বৃহৎ সমাজ-জীবন থেকে একেবারে সম্পর্কবিরহিত হয়ে সুখ ও আরামের মধ্যে এখানকার বিদ্যার্থীরা জীবনাতিপাত করে বলে জনসাধারণের যে কঠোরতাময় জীবন আছে তা এরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে না। এ-হেন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রাচুর্য্যে ও সমাজ বিচ্ছিন্নতার মাঝে বাস করে তারা যখন উত্তরকালে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে

জীবনে প্রবেশ করে, তখন তারা জনসাধারণের মধ্যে সমবয়সী ব্যক্তিদের চেয়ে উঁচু স্তর থেকে জীবনযাত্রা স্বরু করে। নীচের স্তরের জন-সমষ্টির প্রতি তাদের ঔদাসীন্য পূর্ব্ববৎ থেকেই যায়। তাই দেখা যায়, এখানকার শিক্ষার্থীরা জীবনের প্রারম্ভে যে সমাজ সম্পর্কবিবর্জ্জিত জীবনযাত্রা আরম্ভ করে, সারা জীবনটাই তারা সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কাটিয়ে যায়। বর্ত্তমানকালে অবশ্য পাবলিক স্কুল প্রথায় কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সংসাধিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ও স্বাধীন পাবলিক স্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যের সম্পর্কটাকে নিবিড়তর করে তুলে পাবলিক স্কুলগুলির সমাজ-বিচ্ছিন্নতার ভাবকে কাটাবার প্রয়াস করা হচ্ছে। এ বিষয়ে ফ্লেমিঙ কমিটি তাঁদের সুচিন্তিত রায় প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন—পাবলিক স্কুলগুলো নতুন ভর্ত্তির ভেতর শতকরা ২৫টি ফ্রি সিট্ জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রাইমারী স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য ছেড়ে দেবেন। তাদের খরচপত্র রাষ্ট্র অথবা স্থানীয় শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষ বহন করবেন। পাবলিক স্কুলগুলোতে সাধারণতঃ তের বছর বয়সের ছেলেদের ভর্ত্তি করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে ১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের ভর্ত্তি করা হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কমিটি এই প্রস্তাব করেছেন যে প্রাইমারী স্কুলের যে-সব ছাত্র পাবলিক স্কুলে ভর্ত্তি হবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে তাদের সবাইকে কোন না কোন প্রিপারেটারি স্কুলে যেতে হবে। এই বিদ্যায়তনগুলোও আবাসিক ও আয়তনে ক্ষুদ্র। এ-সব বিদ্যায়তনে নয় বছরের ছেলেমেয়েদের ভর্ত্তি করা হয়। কমন্ এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য এখানকার ছেলেমেয়েদের প্রস্তুত করা হয়। এই সব প্রিপারেটরি স্কুলের মেধাবী ছাত্রদিগকে পাবলিক স্কুল থেকে বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা আছে। এখানকার ছেলেরা বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করে এবং এই সব বিদ্যালয়ে প্রচুর পরিমাণে খেলাধূলার বন্দোবস্ত আছে।

ইংলণ্ডের শিক্ষক সম্প্রদায়।

ইংলণ্ডে এবং ওয়েল্‌সে সাধারণতঃ চার শ্রেণীর শিক্ষক পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, বিশেষগুণসম্পন্ন শিক্ষক, গ্রাজুয়েট শিক্ষক, বিশেষ বিশেষ বিষয়ের শিক্ষক এবং অধিকতর শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষক। বিশেষ গুণ সম্পন্ন শিক্ষক বলতে তাঁকেই বুঝায় যিনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভের পর কোন শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে পূর্ণ দুই বছর ধরে শিক্ষালাভ করেছেন এবং এই শিক্ষক-শিক্ষণে প্রবেশাধিকার পেতে হ'লে শিক্ষার্থী শিক্ষককে অন্ততঃ যে কোন পাঁচটি বিষয়ে জেনারেল সার্টিফিকেট অব এডুকেশন পেতে হবে। ইংলণ্ডের অধিকাংশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকই বিশেষগুণ-সম্পন্ন শিক্ষক। গ্রাজুয়েট শিক্ষক বলতে তাঁকেই বুঝায় যিনি তাঁর কলেজীয় শিক্ষা সম্পন্ন করে ডিগ্রী লাভের পর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ বিভাগে শিক্ষায় ট্রেনিং গ্রহণ করেন। ডিগ্রী লাভের পর গ্রাজুয়েট শিক্ষক কোন বিদ্যালয়ে নিয়োজিত হ'তে পারেন কিন্তু তাঁকেও ট্রেনিং দিয়ে নিতে হবে। কোন বিশেষ বিষয়ে ব্যুৎপন্ন শিক্ষক বলতে তাঁকেই বুঝতে হবে যাঁকে জেনারেল সার্টিফিকেট অব এডুকেশন লাভ করতে হবে এবং যাঁকে কোন একটি বিশেষ বিষয়ে, যেমন গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শরীর শিক্ষা, কলাবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে, ট্রেনিং নিতে হবে। অধিকতর শিক্ষায় পারদর্শী শিক্ষককে তাঁর কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী ট্রেনিং নিতে হয়।

বিভিন্ন কারণের জন্য ইংলণ্ডে বিদ্যালয় গমনোপযোগী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৯৪৪ সালের পর থেকে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যালয়গমনের আবশ্যিক বয়সের সীমা বাড়িয়ে পনেরয় উন্নীত করা হয়েছে। ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে ইংলণ্ডে জন্ম হার বেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বর্দ্ধিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষিকাগণের সংখ্যাও বেড়েছে। কিন্তু বর্ত্তমানে শিশু বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষয়িত্রীদের সংখ্যার অল্পতা পরিলক্ষিত হয়। কি

ব্যবসায়ে, কি শিল্পে, কি সিভিল সার্ভিসে, কি জীবনের অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রে চাকুরী পাবার সুযোগ সুবিধা বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়েছ। তাই উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক বা শিক্ষিকা পাওয়া একটা গুরুতর সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে সব শিক্ষক গণিত ও বিজ্ঞান পড়াতে পারবেন, তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণে চাহিদা আছে।

ইংলণ্ডে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণের বেতনের হার কি প্রকার হবে তা স্থির করেন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ আর শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ। এই সম্মিলিত কমিটিগুলোকে বলা হয় বার্ণহাম কমিটি। কারণ, ১৯২০ সালে যখন এই সব কমিটি স্থাপিত হয়েছিল, তখন লর্ড বার্ণহাম এদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে এরূপ স্থিরীকৃত হয়েছে যে শিক্ষামন্ত্রী এঁদের সুপারিশ বা প্রস্তাব ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারেন আবার নাও পারেন, কিন্তু এঁদের সুপারিশগুলোকে সংশোধন করার অধিকার তাঁর নেই। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে বা ওয়েল্‌সে পুরুষ শিক্ষকদের বেতনের হার বৎসরে কমপক্ষে ৪৫০ পাউণ্ডে সুরু করে এবং বছরে ১৮ পাউণ্ড ক'রে বেড়ে ৭২৫ পাউণ্ড পর্য্যন্ত উঠ্‌বে আর নারী শিক্ষিকাদের বেতনের হার কমপক্ষে ৪৫০ পাউণ্ড থেকে শুরু করে বছরে ১৫ পাউণ্ড করে বেড়ে ৫৮০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত উঠ্‌বে। অধিকতর ট্রেণিং থাকলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী থাক্‌লে, শিক্ষণগুণসম্পন্ন হবার আগে শিক্ষকতা কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাক্‌লে অথবা লণ্ডন এলাকায় পূর্ব্বে শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা থাকলে বেতনের বার্ষিক এই হারের ওপর আরও বেশী কিছু বেতন দেওয়া হয়ে থাকে। যাঁরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন, তাঁদের বার্ষিক বেতনের বৃদ্ধির হার ২০ পাউণ্ড থেকে ৪৫ পাউণ্ডের মধ্যে থাকে। ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে দুই ধরণের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে—এক ধরণের নাম হ'লো ট্রেণিং কলেজ, আর অপর ধরণের

নাম হ'লো ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন। ট্রেণিং কলেজগুলোতে ১০ বৎসর বয়সের ছাত্রদের বা তদধিক বয়সের ছাত্রদের ২ বৎসরের জন্য ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা আছে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত যে সব ডিপার্টমেন্ট অব্ এডুকেশন আছে, সেখানে এক বছরের জন্য শিক্ষকগণকে ট্রেণিং দেওয়া হয়ে থাকে। ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে ২৫০টি ট্রেণিং কলেজ এবং ২৩টি ডিপার্টমেন্ট অব্ এডুকেশন আছে। এছাড়া শিক্ষা-বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগণ এবং অন্যান্য আরও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান শিক্ষকগণকে নানান দিক দিয়ে শিক্ষণ-প্রাপ্ত করে নেবার ব্যবস্থা করে থাকেন। সরকারী শিক্ষা-বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, এবং স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগণ স্ব স্ব এলাকায় শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে সহযোগিতা ক'রে থাকেন। এহেন প্রতিষ্ঠান যে কেবল স্থানীয় শিক্ষণরত ছাত্রছাত্রীদের ও তার শিক্ষকবৃন্দের কর্ম্ম-প্রয়াসের উৎস-স্বরূপ হয় তা নয়; এরা আবার নিজেদের এলাকায় সর্ব্বশ্রেণীর বিদ্যালয়ের ট্রেণিংদানে রত শিক্ষকগণের এবং এমনকি কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের উৎসাহের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। ইংলণ্ডে শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব সাধারণতঃ কর্মক্ষেত্রেই গ্রাজুয়েটদের দ্বারা পরিপূরিত হয়ে থাকে। কিন্তু এ ধরণের শিক্ষক-গণের চাক্‌রী সর্ব্বক্ষেত্রেই সাময়িক ভাবেই হ'য়ে থাকে। ১৯৪৫ সালে ইংলণ্ডে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থাকে জরুরী অবস্থার পর্য্যায়ে ফেলা হয়। তারপর থেকে ছয় বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৫১ সালের মধ্যে আরও ৫৫টি শিক্ষণ-বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ইংলণ্ডে শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ৩৫,০০০ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

যদিও ইংলণ্ডে বহু বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-বিহীন বহু শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তবুও কর্ত্তৃপক্ষগণের শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক-বিনিয়োগের দিকে ঝোঁক বেশী। সাধারণতঃ দুই ধরণের ট্রেণিং কলেজে শিক্ষণ-লাভের সুযোগ সুবিধা বেশী। এক ধরণের কলেজ হ'লো সেইগুলি যা এককালে কোন স্বৈচ্ছিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংস্থাপিত হয়েছিল কিন্তু

পরে যেগুলি স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক পূর্ণভাবে পরিচালিত হচ্ছে; আর অন্য ধরণের কলেজগুলি স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত এবং তাঁদের দ্বারা পরিচালিত। এই একই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও ইনষ্টিটিউট্ অব্ এডুকেশন খোলা হ'য়েছিল। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়, যে অঞ্চলে অবস্থিত ছিল সেই অঞ্চলে এরিয়া ট্রেণিং অরগ্যানিজেশন ব'লে একটি ক'রে প্রতিষ্ঠান ছিল যা শিক্ষকগণের শিক্ষণ-ব্যাপারের সব কিছু ক্রিয়াকর্ম্মের সংহতিসাধন করতো। এই প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ ও স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরাই ছিলেন সদস্য; তাঁরা তাঁদের সীমানায় শিক্ষক-শিক্ষণ সংগঠন ব্যাপারে সাধারণভাবে দায়ী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট্ অব এডুকেশন আর এরিয়া ট্রেণিং অরগ্যানিজেশনের বিশেষ দায়িত্ব ছিল এই ব্যাপারে। যাতে শিক্ষক-শিক্ষণের যথাযোগ্য মান সংরক্ষিত হয় এবং যাতে শিক্ষাজগতে নবতম ভাবধারার সম্প্রসারণ ঘটে সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ইনষ্টিটিউট্ অব্ এডুকেশনগুলো সবিশেষ অবহিত ছিল। শিক্ষণ-বৃত্তিকে স্বয়ংচালিত বৃত্তিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত হ'য়েছিল। শিক্ষক-শিক্ষণের মান নিরূপণ এবং শিক্ষকগণের গুণাবলীর স্বীকৃতির ব্যাপারে সরকারের হস্তে যাতে অধিকতর ক্ষমতা ন্যস্ত না হয় সেদিকে সকলেরই নজর ছিল বেশী। স্ব স্ব দায়িত্ব গ্রহণ করবার অধিকার শিক্ষণ-বৃত্তির উপর দেওয়া হয়েছিল। ইণ্টারচেঞ্জ অব টিচার্স স্কীমের আওতায় ইংলণ্ড ও ওয়েল্সের বহু শিক্ষক য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের, আমেরিকার ও ব্রিটিশ কমনওয়েল্থের বিভিন্ন দেশে স্বল্প সময়ের জন্যও চাকুরী নিয়ে যেতেন। শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর থেকে যে সব প্রতিষ্ঠান শিক্ষক বিনিময় ব্যাপারে আগ্রহশীল তাহাদের বিভিন্ন ধরণের কাজের মধ্যে সংহতি স্থাপনের জন্য সেণ্ট্রাল ব্যুরো ফর এডুকেশন্যাল ভিজিট্স্ এ্যাণ্ড এক্সচেঞ্জেস্ ব'লে এক সমিতি স্থাপন করেন।

১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধি

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে প্রসঙ্গতঃ ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধির কথা আংশিকভাবে আলোচিত হ'য়েছে। কিন্তু এই শিক্ষাবিধির গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে গেলে এর বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। তাই এই অধ্যায়ে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইন সম্পূর্ণ পৃথকভাবে আলোচিত হবে।

১৯৪৪ সালের আগে ইংলণ্ডে যত শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে সেগুলোর মধ্যে নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের শিক্ষা-সংস্কারের আন্দোলন যেন পুর্ণ পরিণতি লাভ করলো ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে। ইংলণ্ডের শিক্ষামোদীদের বহুদিনের সযত্ন প্রয়াস কুসুমিত হয়ে উঠ্‌লো এই বিধিতে। যাতে ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার সম সুযোগ সুবিধা অভাবনীয়রূপে সুবিস্তৃত হয়, সেই সাধু উদ্দেশ্য নিয়েই এর রচয়িতা কাজে নেমেছিলেন। যে সঙ্কটময় মুহূর্ত্তের মধ্যে এই আইনের জন্ম হয়েছে তার বিশদ উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু জান্‌লেই যথেষ্ট হ'বে যে ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে ইংলণ্ড যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম ক'রেছে, সেই ঘোরতর দুর্দ্দিনেও ইংলণ্ডের শিক্ষানুরাগী মনীষীদের মন থেকে দেশের শিক্ষাকে বিজ্ঞান-সম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার ঐকান্তিক প্রয়াস কোন দিন নির্ব্বাপিত হয় নি। বরং জাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনায় তাঁদের শুভ প্রচেষ্টা সততই নিয়োজিত ছিল। সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ যেন একান্তভাবে নির্ভর করছে এই আইনের ওপর এমনি-ভাবেই ইংরেজরা আঁকড়ে ধরেছিল এই আইনকে। এই আইনের বিলকে কার্য্যে পরিণত করতে অতি অল্প সময়ই লেগেছিল। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এই বিল পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করা হয়েছিল; আর রাজার স্বাক্ষর-সম্বলিত হয়ে এই বিল আইনে পরিণত হলো ১৯৪৪ সনের আগষ্ট মাসে। অর্থাৎ মাত্র সাত মাসের মধ্যেই এই বিল আইনে রূপান্তরিত হলো। এই বিলের

মূল নীতি নিয়ে বিশেষ তর্ক-বিতর্কের অবতারনা হয় নি। বিলে ছোটখাট অসংখ্য সংশোধন প্রস্তাবও ছিল। সমগ্র জাতির কাছে এই বিল যে কতখানি জনপ্রিয় এবং কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা এই ব্যাপার থেকেই সহজেই অনুমিত হয়।

এই বিলের পশ্চাতে যে সব সাধু ও মহান উদ্দেশ্য ছিল তার মোটামটি রূপ হ'লো এই ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেণীর শিশু ও বালক বালিকাদের শৈশবকে অধিকতর সুখময় ও তাদের জীবন পথে চলার জন্য অধিকতর উপযোগী ক'রে তোলা; দেশের কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী যাতে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ সুবিধা পায়, তার ব্যবস্থা করা, এবং প্রত্যেক দেশবাসীর প্রকৃতিগত প্রতিভা ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে পূর্ণাবয়ব ক'রে তোলা এবং পরিশেষে সমগ্র দেশকে জাতীয় কৃষ্টি ও নাগরিক অবদানে সমৃদ্ধতর ক'রে তোলা। এই বিলের উদ্দেশ্য যে মহত্তম সে বিষয়ে সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই। এই বিলের রচয়িতা এবং কর্ণধার ছিলেন বোর্ড অব এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ বাট্‌লার। তিনি পার্লামেণ্টে বলেছিলেন, "স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা, স্থানীয় কর্ম্মোন্মাদনা ও যুক্তিযুক্ত পরিচালনা, ঐচ্ছিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র, বিদ্যালয়ের স্বকীয় জীবন এবং গ্রাম ও সহরের জীবন, হাতের কাজের নৈপুণ্য ও মানসিক দক্ষতা, প্রতিভাবান ও প্রতিভাহীনের মধ্যে এই বিলটি সমন্বয় ও সংহতি ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছে বলেই আপনাদের কাছে এ আন্তরিক অভিনন্দন পেয়েছে।" সত্যসত্যই ১৯৪৪ সনের শিক্ষা আইনে এই শুভ প্রয়াস মূর্ত্তরূপ পরিগ্রহণ করেছে।

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে যে ব্যবস্থাগুলো চালু করবার প্রয়াস হয়েছিল, সেগুলো আলোচনা করলে একটি কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি হবে যে এই আইন এক হিসেবে এর পূর্ব্বগামী ফিশার আইন, হ্যাডো রিপোর্ট ও স্পেন্স রিপোর্টের মিলন-ক্ষেত্র। এই সূত্র ধরে আমরা যদি আরও গোড়ার দিকে এগিয়ে যাই, তাহলে একথাও বলা চলতে

পারে যে বিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষায় যে সব সংস্কার হয়েছে তা বেশীর ভাগই জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা নিরূপণের জন্য ১৮৯৪ সালে যে ব্রাইস কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল তাঁদের রিপোর্ট অনুসারে হয়েছে।

এই আইনের বলে শিক্ষা মন্ত্রী, স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। পূর্ব্ব-প্রচলিত দুই বিভিন্ন সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা এই আইন পাশ হবার ফলে বাতিল হয়ে গিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্রের যে মূলনীতি, সুযোগের সমতা, তা স্বীকৃত হয়েছে। আর সেই নীতিকে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী ক'রে তোলার জন্য যে অর্থ-প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন তার দায়িত্বকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছে। স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষদের সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে; জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে যে সব বিদ্যালয় রয়ে গেল, তাদের পরিদর্শনের সুব্যবস্থা করা হয়েছে এই আইনে। এক-কথায় বলা যায় যে আগের ইংলণ্ডের ধনতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার আমুল পরিবর্ত্তন ক'রে সেখানে স্থাপন করা হয়েছে আধুনিক নীতিসমন্বিত গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষার সর্ব্বস্তরে রাষ্ট্রীয় শক্তিকে ব্যাপকভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে।

এই শিক্ষাবিধিতে আছে পাঁচটি ভাগ, একশ বাইশটি ধারা ও আটটি পরিশিষ্ট-সূচী। এখানে তার যথাযথ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তাদের সম্বন্ধে যাতে মোটামুটি একটা ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে তার প্রয়াস করা হবে এখানে।

১। **কেন্দ্রীয় পরিচালনা: শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর ও জাতীয় শিক্ষানীতি:**—১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তিত হবার পর এই সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে শিক্ষামন্ত্রীর ক্ষমতাকে যথার্থরূপে কার্যকরী করা হয়েছে। বোর্ড অব এডুকেশনের সভাপতির পদ হলো অবলুপ্ত এবং তার স্থলাভিষিক্ত হলেন বর্ত্তমানের শিক্ষমন্ত্রী এবং তাঁর অধীনস্থ বিভাগের নামকরণ হলো শিক্ষামন্ত্রী দপ্তর। এতদিন বোর্ড অব

এডুকেশনের সভাপতির হাতে বিশেষ কিছু ক্ষমতা ছিল না বল্লেই চলে; কিন্তু এই আইনের বলে ইংলণ্ডের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষামন্ত্রীর হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে যাতে ক'রে তিনি তাঁর নিজের মতানুযায়ী দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মানকে আরও উন্নত ক'রে তুলতে পারেন। ১৯২১ সালের শিক্ষা আইনে বোর্ড অব এডুকেশনের প্রেসিডেণ্টকে ইংলণ্ডের ও ওয়েল্‌সের শিক্ষা ব্যাপারে মোটামুটি দেখাশোনা বা তদারকের ভার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে শিক্ষামন্ত্রীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের অধিবাসীদের শিক্ষাব্যবস্থার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দিন দিন সমৃদ্ধির পথে চালিত করা এবং স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের সহযোগিতায় তাঁর অধিনায়কত্বে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় নীতি অনুযায়ী ব্যাপক ও বিচিত্র শিক্ষাব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালু করা। এগুলো হলো বর্ত্তমানের শিক্ষা মন্ত্রীর প্রধান প্রধান কর্ত্তব্য। এই পরিবর্ত্তনের ফলে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতা যে বিশেষভাবে খর্ব্ব করা হয়েছে তা নয়; কিন্তু দেশের প্রতিটি শিশু যাতে শিক্ষার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধাগুলো ভোগ করে সেই ব্যবস্থাই এখন থেকে করা হলো। ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে স্বায়ত্ত শাসনের বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকলই। বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসূচী নির্দ্ধারণ ও স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষর অভিনব পরীকল্পনা ইত্যাদি বিষয় একটুও বাধাপ্রাপ্ত হবে না; তবে বেতন পরিকল্পনাগুলি শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদনসাপেক্ষ। শিক্ষামন্ত্রীর এই গুরুভার কর্ত্তব্যে উপদেশদান ও সহায়তা করবার জন্য দুটি ক্ষমতাশালী কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি স্থাপিত হয়েছে। বোর্ড অব এডুকেশনেও এই প্রকার উপদেষ্টা সমিতি ছিল। কিন্তু বোর্ডের সেই উপদেষ্টা-সমিতির চেয়ে বর্ত্তমানের উপদেষ্টা-সমিতির ক্ষমতা অনেক বেশী। আগেকার উপদেষ্টা সমিতির কাছে বোর্ড অব এডুকেশনের প্রেসিডেণ্ট কোন বিষয় উপস্থাপিত না করলে এই সমিতি কোন দিন

অগ্রণী হ'য়ে কোন কিছু করতে সাহস পেতো না। কিন্তু বর্ত্তমানের উপদেষ্টা সমিতির বেলায় সে-প্রকার কোন অন্তরায় নেই। দুটো উপদেষ্টা সমিতি স্থাপনের কারণ হলো এই যে একটি সমিতি ব্যস্ত থাকবেন ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যাপার নিয়ে আর অন্যটি লিপ্ত থাকবেন ওয়েল্‌সের শিক্ষাব্যবস্থায়। এতে যে কেন্দ্রীয় শিক্ষাপরিচালনা আগের চেয়ে অনেক ভালভাবে পরিচালিত হ'বে সে-বিষয়ে সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই। সুষ্ঠুভাবে কার্য্যাদি পরিচালনার জন্য শিক্ষামন্ত্রী দপ্তরে বর্ত্তমানে চারিটি বিভাগ খোলা হয়েছে—বিদ্যালয় বিভাগ, অধিকতর শিক্ষাবিভাগ, শিক্ষক বিভাগ এবং সংবাদ ও যোগাযোগ বিভাগ। পরিদর্শক বিভাগকে বর্দ্ধিত-পরিসর ক'রে উন্নততর করবার প্রয়াস করা হচ্ছে।

২। **বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃষ্ট রূপ : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা সম্প্রসারণ :**—১৯৩৪ সালের শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তিত হবার আগে ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় যে দুটি বিভাগ ছিল, যেমন এলিমেণ্টারি ও উচ্চশিক্ষা, তারা ছিল পরস্পরচুম্বী। ১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে সেই দুটি বিভাগের স্থলে বর্ত্তমানে তিনটি সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমন্বিত বিভাগ খোলা হয়েছে—যেমন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অধিকতর শিক্ষা। এই আইনের ৭নং ধারায় নূতন ব্যবস্থার মূলনীতি অতিশয় সুপরিস্ফুট হয়েছে। দেশের জাতীয় শিক্ষা তিনটি পরস্পরানুগামী স্তরে হবে প্রতিষ্ঠিত—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অধিকতর শিক্ষা। ইংলণ্ডের সব অঞ্চলের নাগরিকরা যাতে এই ত্রিবিধ শিক্ষার সম-সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা করে জাতির শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আর্থিক কল্যাণ সাধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করাই হলো স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য। এর আগে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগুলো পাঁচ থেকে চৌদ্দ বছরের মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য আইনগতভাবে বাধ্য ছিলেন। অন্যান্য স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য তাঁদের আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। এখন থেকে সে সব অবশ্য পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। দেশের

সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার দায়িত্ব এসে পড়লো স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণের ওপর। এখন থেকে ইংলণ্ডের শিক্ষাপদ্ধতি এক বিরতিহীন নীতি অনুসরণ করে চলবে যার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব দেশের সর্বশ্রেণীর শিশু, বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীর মনে গভীর ও স্থায়ী রেখাপাত করবে। সব চেয়ে বড় কথা হলো এই যে ইংলণ্ডের ছেলেমেয়েরা এখন থেকে পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা আবশ্যিকরূপে এবং বাধ্যতামূলক হিসেবে পাবে।

৩। **বিদ্যালয় পরিত্যাগের বয়স: অভিভাবকের দায়িত্ব :—** উনবিংশ শতাব্দির অষ্টম দশক থেকে সুরু ক'রে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের প্রত্যেক পিতামাতার কর্ত্তব্য ছিল তাঁর ৫ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েকে কোন না কোন বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে তার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ তার পঠন, গণিত ও লিখনে তাকে জ্ঞানদান করা। কিন্তু এখন থেকে প্রতি ছেলেমেয়ের বিদ্যালয় গমনের কাল বর্দ্ধিত হলো। এখন থেকে প্রতি পিতামাতার প্রধান কর্ত্তব্য হবে তাঁর ৫ থেকে ১৬ বছরের ছেলেমেয়েদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে তাদের সামর্থ্য, অনুরাগ ও অভিরুচি অনুসারে তাদের যথোপযুক্ত শিক্ষায় তাদের সময়টার সদ্ব্যবহার করা। প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা যেতে পারে যে ১৯৪৭ সনের ১লা এপ্রিল থেকে ইংলণ্ডের বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক বিদ্যালয়ের বয়স ৫ থেকে ১৫ বৎসর অবধি করা হয়েছে। যদি দেশের মধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী উপযুক্ত সংখ্যক বিদ্যালয়-গৃহ ও পরিমিত সংখ্যক শিক্ষক পাওয়া যায়, তাহলে শিক্ষামন্ত্রী এই বয়সের সীমা বাড়িয়ে ১৬ তে উন্নীত করবেন। ইংলণ্ডে এযাবৎ কাল চালু মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় ১৬ এবং ততোধিক বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে কি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত, কি স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ পরিচালিত নূতন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যায়তনগুলোতেও আঠার বছর বয়স পর্য্যন্ত কিশোর কিশোরীদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। সত্যি

কথা বলতে গেলে আঠার বৎসর বয়সের আগে কোন প্রাপ্ত-বয়স্ক লোকের মাধ্যমিক শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হয়েছে বলে ধরা চলে না। তাই ইংলণ্ডের ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনের রচয়িতারা তাঁদের দেশের অধিকতর শিক্ষা ব্যবস্থায় এ-কথা বিশেষ ভাবে মনে রেখেছেন।

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে প্রাথমিকোত্তর বিভিন্ন পর্য্যায়ের শিক্ষায়তনগুলোকে মাধ্যমিক সংজ্ঞা দেওয়া হ'য়েছে। এর ফলে ইংলণ্ডে নব-ভাবধারাপুষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের পথ বহুলাংশে সহজ ও সুগম হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পদ-মর্য্যাদার দিক থেকে, কি সরকারী অর্থ সাহায্যের দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বহুতর সুবিধা হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যায়তনের মধ্যে স্তর বা শ্রেণীবৈষম্যের ফলে বহুদিনের পুঞ্জীভূত অবিচার, অভিযোগ এবং অসাম্য দূরীভূত হ'য়েছে এই আইনের কল্যাণে। স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ পরিচালিত অনেক মাধ্যমিক বিদ্যায়তনকে অবৈতনিক করা হয়েছে। অনেক গ্রামার স্কুলও এই আওতায় এসে পড়েছে।

৪। অধিকতর শিক্ষা :— ইংলণ্ডে ১৯৪৪ সনের শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তিত হবার পর থেকেই ইংলণ্ডের শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যালয়ে যোগদানের বয়স পনের বছরে উন্নীত করা হয়েছে। ১৯৫০ সালের ভেতরে সেই বয়স আরও তিন বছর বাড়িয়ে আঠারোতে নিয়ে যাবার প্রয়াস অনেকাংশে কার্য্যকরী হ'য়েছে। বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানে এখন ইংলণ্ডের কিশোর কিশোরী তরুণ-তরুণীদের জন্য ১৮ বছর পর্য্যন্ত আংশিক কিন্তু অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে এই কাজ সুরু হয়েছে এমনভাবে যে সপ্তাহে একদিন অথবা দুটি অর্দ্ধদিন করে বছরে ৪৪ সপ্তাহের জন্য ছাত্রছাত্রীরা নানাবিধ শিক্ষালাভ করবে। যে সব ছাত্রছাত্রা আঠার বছর বয়স হবার আগে অন্য কোন স্থানে কাজ নিয়েছে বা বিশেষ কোন কারণে লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছে তাদের জন্য ইংলণ্ডের প্রতি কাউন্টির স্থানীর শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের উপর কাউন্টি কলেজ স্থাপনের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সব কাউন্টি কলেজে ইংলণ্ডের কিশোর কিশোরীরা বছরে ৩৩০ ঘণ্টা

বৃত্তিমূলক অথবা কৃষ্টিগত কোন-না-কোন শিক্ষা প্যাবে এবং এই সব কলেজে তাদের চিত্তবিনোদ ও বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা থাকবে। কেবলমাত্র কিশোরকিশোরী ও তরুণ-তরুণীর শিক্ষা ব্যবস্থা করলেই তো আর সব হ'লো না; তাই সরকারের একান্ত ইচ্ছা এই যে এই সব কলেজগুলোতে যেন দেশের বয়স্ক নরনারীও প্রয়োজনানুসারে আংশিক বা পুরো সময়ের জন্য হয় কৃষ্টিগত না হয় বৃত্তিগত কোন না কোন প্রকার শিক্ষালাভ করে। এইভাবে বয়স্ক শিক্ষার বহুল প্রসারের ফলে দেশে গণতন্ত্রমূলক জন-শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটবে এরূপ আশা পোষণ করা যেতে পারে।

১৯৪৪ সালের আগে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হ'তো স্থানীয় টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। এতে কলকারখানার মালিকদের পূর্ণ সমর্থন থাকতো। টেকনিক্যাল কলেজগুলোতে শিক্ষানবীশরা যাতে যান্ত্রিক ও শিল্পী হয়ে উঠতে পারে সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া হ'তো বেশী। আর দেশের কৃষ্টিগত শিক্ষার ভার ছিল হয় স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের ওপর, না হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর, না হয় স্বেচ্ছিক কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের ওপর। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণের ওপর এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করে এ-সব বিষয়ে নব নব পরিকল্পনা করেন। এর ফলে স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোর মধ্যে সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে।

এ-কথা বলাই বাহুল্য যে অধিকতর শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষার একটি বিশেষ দিক। ইংলণ্ডে বয়স্ক-শিক্ষা ব্যাপারে যে সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা করে থাকেন, তাঁরা অধিকতর শিক্ষা প্রসারেও কোনপ্রকার কার্পণ্য করেন না। জনসেবামূলক নানাবিধ প্রতিষ্ঠান যেমন ব্রিটিশ কার্ণেগিট্রাষ্ট, গ্রাম্য সমাজ সমিতি পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা, নানান ধরণের পাঠাগার ও পুস্তকের সুবন্দোবস্ত ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর অর্থসাহায্য করে থাকেন। ইংলণ্ডের শ্রমিক স্বার্থগুলিও এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। ব্যুরো অব কারেন্ট

এ্যাফেয়াস দেশের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের দেশবিদেশের খবরাখবর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখে। ব্রিটিশ আর্টস্ কাউন্সিল বয়স্ক শিক্ষার্থীদের নানাভাবে চিত্তবিনোদ করে নাচ, গান, থিয়েটার, অর্কেষ্ট্রা ইত্যাদির মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার্থীরা মানসিক ও আত্মিক উন্নতিলাভ করে। ইংলণ্ডের যুবসেবাসঙ্ঘও নানান ভাবে বয়স্ক শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের সহায়তা করেছেন।

৫। **নার্সারি শিক্ষা**:—১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে স্থানীয় শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষগুলোর ওপর নার্সারি স্কুল ও নার্সারি ক্লাসের সংখ্যা বাড়াবার জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সব নার্সারি বিদ্যালয়ে অথবা ক্লাসে দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হ'বে। অবশ্য এখানকার শিক্ষা বাধ্যতামূলক হ'বে না। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের বহু নার্সারি শিক্ষায়তনে সাত বছর বয়সের ছেলে-মেয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে। ইংলণ্ডে নার্সারি বিদ্যালয়সমিতিও নার্সারি বিদ্যালয়ে সাত বছর অবধি শিক্ষার্থীদের রাখার পক্ষপাতী। বর্তমানে ইংলণ্ডের উদার শিক্ষিত জনমত একথা স্বীকার করে নিয়েছে যে সর্ব্বস্তরের ছেলেমেয়েদের জন্য নার্সারি বিদ্যালয়ের একান্ত প্রয়োজন।

৬। **শিশু ও বিকলমনা শিশুর শিক্ষা ব্যবস্থা**:—বিকলাঙ্গ এবং বিকলমনা শিশু এতদিন সমাজের উপর অযথা ভার-স্বরূপ বলে বিবেচিত হ'তো। কিন্তু তাদেরকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে তারাও যে একদিন বৃহত্তর সমাজের সক্রিয় অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হ'তে পারে এ-কথা আজ শুধু ইংলণ্ডে নয় প্রগতিশীল প্রতি রাষ্ট্রেই স্বীকৃত হচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকের প্রারম্ভে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত শিশুদের জন্য ইংলণ্ডে মূক বধির অন্ধ বিদ্যালয় এবং আধি-গ্রস্তদের শিক্ষায়তনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রথমে ১৮১৯ সালে এবং পরে ১৯১৪ সালে আধিগ্রস্ত শিশুদের জন্য দুটি আইন করা হয়। ১৯১৪ সালের আইনে মানসিক বৈকল্য ও অপসমারগ্রস্ত শিশুদের শিক্ষালয়ের ব্যবস্থাদি করবার জন্য স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগুলোকে দায়িত্ব

দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে বিকলাঙ্গ ও বিকলমনা শিশুদের জন্য বেশ ব্যাপক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষগণের ওপর এমন নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে ক'রে তাঁরা মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্যে কোন কোন শিশু বিকলমনা তা প্রথমে নির্দ্ধারণ করবেন এবং পরে তাদের শিক্ষাদির যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করবেন। এ-হেন শিশুর অভিভাবকগণও দু বছরের বেশী বয়সের শিশুদের শারীরিক বা মানসিক বৈকল্যের জন্য স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ-গণকে অনুরোধ করতে পার্ব্বেন যাতে তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদেরকে পরীক্ষা করেন। আগে স্থানীয় শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষগণ ছেলেমেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্য দেখে বিকলাঙ্গ বা বিকলচিত্ত সার্টিফিকেট দিয়ে দিতেন। এখন থেকে এ-রকম করা আর চলবে না। এতদিন মূক বধির, অন্ধ বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীগণের বাধ্যতামূলক উপস্থিতি সাত বছর থেকে সুরু হ'তো। এখন সে উপস্থিতিকাল বর্দ্ধিত করা হয়েছে। এখন সেই উপাস্থতিকাল পাঁচ বছর থেকে ষোল বৎসর অবধি করা হয়েছে। ১৯৪৪ সালের শিক্ষাআইনে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগুলোর ওপর বিশেষ ধরণের বিদ্যালয় খোলার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটা গোলমেলে ব্যাপার হ'য়েছে এতে। ইংলণ্ডের অভিভাবকরা বিশেষ ধরণের এই সব বিদ্যালয় পছন্দ করেন না। তাঁদের অনেকের অভিমভ হ'লো এই যে, এই বিশেষ ধরণের স্কুল "পাগলা বিদ্যালয়" ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই ১৯২৯ সালে যে মানসিক বৈকল্য সমিতি গঠিত হয়েছিল তাঁরা ব'লেছিলেন যে যারা পড়াশোনায় ভাল নয় অথবা অনগ্রসর এবং যারা বিকলচিত্ত তাদের শিক্ষা দেওয়া হবে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের একই সঙ্গে, সাধারণ বিদ্যালয়ে; তবে প্রয়োজনবোধে বিকলাঙ্গদের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ ধরণের পাঠ দানের ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু এর ফল দাঁড়াল অন্যরূপ। কার্য্য-কারিতার দিক থেকে এ-নীতি সমর্থনযোগ্য নয়। সাধারণ বিদ্যালয়ে বৈকল্যগ্রস্ত শিশুদের বিশেষ ধরণের শিক্ষাদানের পথে নানাবিধ বাধা বিপত্তি দেখা দিচ্ছে। তাই ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে এইসব

অসুবিধা বা ত্রুটিগুলো দূর করবার প্রয়াস করা হ'য়েছে। এই আইনে স্থির ক'রে দেওয়া হ'লো যারা একটু অল্পস্বল্পভাবে মানসিক বা শারীরিক ব্যাধিগ্রস্ত তাদের শিক্ষা হবে সাধারণ বিদ্যালয়ে এবং তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবার জন্য স্কুলের কর্ম্মকর্ত্তাদের ওপর দির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া থাকবে। কিন্তু যারা সত্যিকারের বিকলমনা বা বিকলাঙ্গ তাদের জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক বিশেষ ধরণের বিদ্যালয় খুলতে হবে। উইঞ্চেষ্টার ও ল্যাঙ্ক্ হিলস্ এর বিশেষ ধরণের বিদ্যালয়-গুলোর কার্য্যাবলী অনুধাবন করলে একটি কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে বিকলাঙ্গ বা বিকলমনাদের শিক্ষার ব্যাপারে যদি এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ একটু সহানুভূতি ও দূরদৃষ্টি দেখান তাহলে তাঁদের কাছে আশাতীত ফল দেখা যাবে।

৭। **বিদ্যালয় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ** :—বিদ্যালয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখা যে শিক্ষায়তনগুলোর একান্ত কর্ত্তব্য এ-নীতি স্বীকৃত হয়েছে ১৯০৭ সালের শিক্ষা আইনে। ছাত্র-ছাত্রীদের দায়িত্ব বিদ্যায়তনগুলোর ওপর বর্ত্তায় ব'লে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের ওপরও সেই দায়িত্ব এসে পড়ে। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে এ-নীতির বিশেষ বিস্তৃতি সাধন ঘটেছে এবং জাতিগত স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে দুই থেকে আঠার বছর বয়স অবধি ছেলেমেয়েদের কেবলমাত্র স্বাস্থ্য-পরীক্ষাই নয়, তাদের অবৈতনিক চিকিৎসার রীতিমত ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৪৪ সালের আগে কেবলমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের জন্য স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগণ ইচ্ছা করলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাদি করতে পারতেন। অল্পবয়স্ক শিশুদের মধ্যে যে সব সাধারণ অসুখ দেখা যায়, যেমন, চোখ, কান, দাঁত সংক্রান্ত এবং টনসিল, এ্যাডিনয়েড্ ইত্যাদি, গলা ও নাকের ব্যাধি, প্রভৃতির চিকিৎসার ব্যবস্থা তো ছিলই।

কতকগুলো স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ আবার শিশুসেবা ক্লিনিকের সাহায্যে হৃদয়রোগ, বাত' খঞ্জতা এবং মানসিক ব্যাধির জন্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতেন। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হবার মাত্র ২ বছরের মধ্যে দেখা গেল ইংলণ্ডে সর্ব্বসমেত স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ পরিচালিত ৬৫টি শিশুসেবা ক্লিনিক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পরিচালিত ২০টি শিশুসেবা ক্লিনিক ছিল। নবতম এই ব্যবস্থায় যে দেশের ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য উন্নত হ'বে সে বিষয়ে আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ইংলণ্ডের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জাতীয় কল্যাণের উদ্দেশ্যে সুপরিচালিত হলে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণ এই গুরুভার দায়িত্ব থেকে অনেকখানি অব্যাহতি পাবেন। তখন তাঁরা বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাদেরকে যথাযোগ্য চিকিৎসার জন্য যথোপযুক্ত স্থানে পাঠাতে পারবেন।

সত্য কথা বলতে কি ১৯০৭ সালের পর থেকে ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ খোলার পর থেকে দেশের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হ'য়েছে। এর আগের যুগের বিদ্যালয়গামী ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের একটা সাধারণ বিবরণ, বোধ করি, এখানে প্রসঙ্গতঃ তোলা যেতে পারে। সে যুগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই নোংরা ও নানা ব্যাধিদুষ্ট ছিল বল্‌লে কোন প্রকার অত্যুক্তি করা হবে না। তাদের অর্দ্ধেকের মাথা-গা ভর্তি থাকতো উকুনে; অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর দন্তপংক্তি ছিল ক্ষয়িষ্ণু। চক্ষুরোগ, চর্ম্মরোগ, নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধি, গলা, কান, নাক সংক্রান্ত ব্যাধির অন্ত ছিল না। হৃদয়রোগ ও ফুসফুসের ব্যাধিও পরিলক্ষিত হতো। এই পঙ্কিলতাময় চিত্রের সামনে বর্ত্তমান ইংলণ্ডকে তুলে ধরলে স্বর্গ নরকের তফাৎ অনুমিত হবে। আজকাল ইংলণ্ডের ছেলেমেয়েরা সংক্রামক ব্যাধি-বিনির্মুক্ত বললেই চলে। নোংরা শিশু বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে পাওয়া যাবে না। ছেলেমেয়েদের দাঁত ও চোখের অসুখ পরিদৃষ্ট হয়ই না। বালসুলভ অন্যান্য ব্যাধির প্রকোপ বহুলাংশে প্রশমিত হয়েছে। ইংলণ্ডের ছেলেমেয়েদের গড়

পড়তা উচ্চতার হারবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে গত ৪০ বৎসরের মধ্যে এবং সেই সঙ্গে তাদের দেহের ওজনও বেশ বেড়ে গেছে। ইংলণ্ডের অধিবাসীরা এখন যে দৃঢ়িষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছে তার মূলে আছে বিদ্যালয়গুলির স্বাস্থ্য-সেবা মূলক ক্রিয়াকর্ম্ম।

৮। **বিদ্যালয়ে খাদ্য ও দুগ্ধ বিতরণ ব্যবস্থা** :—দৈহিক পুষ্টির সঙ্গে যে মানসিক পুষ্টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। পুষ্টিকর স্বাস্থ্যের অভাবে যে ছেলেমেয়েদের পড়া-শোনার যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে এ-কথা ইংলণ্ডে বহুদিন আগে স্বীকৃত হয়েছে। ১৯০৮ সাল থেকে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুঃস্থঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা করে আসছেন। দ্বিতীয় বিশ্বসমরে যখন ইংলণ্ডের গৃহস্থালীর ব্যবস্থা একেবারে বিপর্য্যস্ত তখন বিদ্যালয়ে খাদ্যবিভাগ দেশের ছেলেমেয়েদেরকে যে শুধু বাঁচিয়ে রেখেছে তা নয়; পরন্তু তাদের দেহ মনের পরিপুষ্টির পথে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের উপর বিনাব্যায়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের খাদ্যাদি দেবার ব্যবস্থা করবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৪ সালে ইংলণ্ডে পারিবারিক ভাতা ও আইন পাশ হয়েছে। সরকারের অভিলাস এই যে এই পারিবারিক ভাতার কিয়দংশ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের খাদ্য সরবরাহের বাবদ ব্যয় হয়। ১৯৪৬ সালের ৬ই আগষ্ট থেকে পারিবারিক ভাতা আইন বলবৎ হয়েছে। সেদিন থেকে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদিগকে দুগ্ধ বিতরণ করা হচ্ছে এবং এই সময় থেকে যে সব বিদ্যালয়ে ক্যান্টিন ও পাকশালা নির্ম্মিত হচ্ছে সে সব বিদ্যালয়ে বিনাব্যায়ে ছাত্রছাত্রীদিগকে খাদ্যবিতরণের ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা যেতে পারে যে ১৯৪৬ সালের ৬ই আগষ্টের পূর্ব্বে যে সমস্ত অভিভাবক পারতেন, তাঁরা তাঁদের সন্তান সন্ততিদের খাদ্য বাবদ দৈনিক পাঁচ পেনি করে দিতেন। প্রথম দিকে ছেলেমেয়েদেরকে মাথাপিছু আধপোয়া ক'রে খাঁটি দুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সরকারী তরফে এই বাসনা ছিল যে যত শীঘ্র সম্ভব এই আধপোয়া দুধের পরিমাণ বাড়িয়ে তাকে

এক পোয়াতে উন্নীত করা। এই সময়কার পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ১৯৪৪ সালের মে মাসে ইংলণ্ডের প্রায় পনের লক্ষ ছেলেমেয়েকে দ্বিপ্রহরে বিদ্যালয় থেকে খাদ্যসরবরাহ করা হচ্ছিল। এই সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রায় দু'লক্ষের মত ছাত্রছাত্রীকে আবার নিখরচায় খাদ্য দেওয়া হচ্ছিল। বছর খানেক যেতে না যেতে এই সংখ্যা প্রভূত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়েছে। সব বিদ্যালয়ে যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে ক্যান্টিন ও পাকশালা নির্ম্মিত হয় নি বলে এই কাজ সুষ্ঠুরূপে চালানোর পথে একটু আধটু অন্তরায়ের সৃষ্টি হ'চ্ছে। ১৯৪৩-৪৫ সন থেকে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে নতুন নতুন বিদ্যালয় গৃহ, পাকশালা ও ক্যান্টিন নির্ম্মানের কাজ পুরোদমে চলেছে। শিক্ষামন্ত্রী বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের আসবার বয়স পর্য্যন্ত বাড়ানোর নীতিকে এবং বিনা ব্যয়ে ছাত্রছাত্রীকে খাদ্য বিতরণ করাকে সব থেকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি হিসেব করে দেখেছেন প্রতি বিদ্যালয়ে যখন বিনা ব্যয়ে দুধ ও খাদ্য প্রতি ছেলেমেয়েকে সরবরাহ করা হবে, তখন সরকারী তরফে খরচ হবে সর্ব্বসমেত ছয় কোটি পাউণ্ড বা আমাদের দেশের হিসেবে ৯০ কোটি টাকার কাছাকাছি।

এখন থেকে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করা হ'লো যাতে নুতন নিয়মানুসারে তাঁদের খাদ্যবিভাগে একজন করে খাদ্য ও পাকপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ও বহু লেকের আহার পরিকল্পনায় অভিজ্ঞ ধুরন্ধর নিয়োগ করবেন। তাঁর নির্দ্দেশ এবং তত্ত্বাবধানে কাউন্টি বা কাউন্টি বুরোর বিদ্যালয়গুলো তাঁদের খাদ্যবিভাগ চালাবেন। এরূপ আশাও প্রকাশ করা হয়েছে যে সপ্তাহের শেষে বা বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে ডিনার ও দুধ বা অন্য কোন বিশেষ খাদ্যাদি দেবার ব্যবস্থা সরকারপক্ষ থেকে করা হ'বে।

৯। বেশভুষার ব্যবস্থা :—১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে যে কেবল ছেলেমেয়েদের দুধ বা খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে তা নয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যাতে সুবেশ সুঠাম হ'য়ে বিদ্যালয়ে আসে সেদিকেও সরকার লক্ষ্য দিয়েছেন। এই আইনে স্থানীয়

শিক্ষাকর্তৃপক্ষের ওপর এই ভার অর্পণ করা হয়েছে যাতে তাঁরা প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং অন্যান্য বিশেষ ধরণের বিদ্যালয়গুলোর ছেলেমেয়েদের বুট জুতা, কাপড়চোপড় ইত্যাদির অভাব পূরণ করতে পারেন—এজন্য অবশ্য তাঁরা সরকারী তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য পাবেন। এই আইনে এমনও ব্যবস্থা করা হয়েছে যে সব অভিভাবক এ ব্যয়ভার বহনে সমর্থ, পরে তাঁদের কাছ থেকে এই ব্যয় তুলে নেওয়া যেতে পারবে।

১০। **ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা** :—ইংলণ্ডের সব বিদ্যালয় এখনো অবৈতনিক হয় নি। যে সব বিদ্যালয়ে এখনো বেতন বা আবাসিক বিদ্যালয়ের খাইখরচা পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও প্রয়োজনানুসারে দেওয়া হবে স্থির হয়েছে। এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করবেন শিক্ষামন্ত্রী ও স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগণ। যে সব কিশোর কিশোরী বাধ্যতামূলক বিদ্যালয়গমনের বয়স পার হ'য়ে যাবে, তাদের বৃত্তি ও ভাতা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে এই আশার সঞ্চার হয় যে শিক্ষা-বিষয়ে ইংলণ্ডে এতদিন যে সামাজিক অনৈক্য বা অসাম্য ছিল, তা বহুলাংশে দূরীকৃত হয়ে যাবে।

১১। **যান্ত্রিক ও বয়স্ক শিক্ষা** :—১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে যে যে সব শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়গমনের বাধ্যতামূলক বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তাদের জন্য সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে কোন না কোন বৃত্তি শিক্ষা দেবার জন্য স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণের ওপর নির্দ্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। এই সব বিদ্যার্থীদের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিগত, সংস্কৃতিমূলক ও চিত্তবিনোদক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এ-বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাসংঘ ও বিভিন্ন সংসদ নিকটস্থ স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রে তাঁদের সুচিন্তিত পরিকল্পনা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে উপস্থাপিত করতে পারবেন এবং শিক্ষা-মন্ত্রীও সেগুলোকে কার্য্যকরী ক'রে তোলবার সাধ্যমত ব্যবস্থা বরবেন। এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এ-ব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ডে কারিগরি শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রভূত উন্নতি হ'বে।

কাউন্টি কলেজ, সমাজ-সেবা কেন্দ্র, আবাসিক কলেজগুলির সংযোগ নিবিড়তর করে তোলবার প্রয়াস করা হবে। এখন দেখা যাচ্ছে এই শিক্ষা-আইনে ইংলণ্ডের জনসাধারণের জন্য তাদের শিশু বয়স থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বিরতিহীনভাবে যে শিক্ষা ও আনন্দদানের যুগপৎ ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা শিক্ষা জগতে একান্ত বিরল।

১২। **বিদ্যালয়ের গৃহ, উদ্যান, অঙ্গন ইত্যাদির ব্যবস্থা** :—১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে প্রবর্ত্তিত হবার পর থেকে ইংলণ্ডের বিদ্যালয়-গুলো যাতে বৃক্ষরাজিসমন্বিত, আলো-বাতাস-পূর্ণ হয় সেদিকে শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষগণের ওপর নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ-নির্দ্দেশানুসারে কাজও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। কি প্রাথমিক কি মাধ্যমিক এই দুই প্রকারের বিদ্যালয়ের জন্যই এই নবতর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। এরূপ স্থির করা হয়েছে যে প্রতিটি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রয়োজনানুসারে প্রায় দুই বিঘা থেকে দশ বিঘা পর্য্যন্ত জমি রাখার ব্যবস্থা হয়েছে এবং যাতে বিদ্যালয়ের একান্ত কাছাকাছি প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমি নিয়ে ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ করা যেতে পারে তার বন্দোবস্ত করবার জন্য বিদ্যালয়-পরিচালকগণের ওপর দির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। নগরের মধ্যে যে সব বিদ্যালয় অবস্থিত, সে সব বিদ্যালয় যাতে যানবাহন-সমাকীর্ণ বড় বড় রাজপথের উপর অবস্থিত না হয় বা এই প্রকার পথ অতিক্রম করে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে না আসতে হয় সেদিকে সতর্কদৃষ্টি রেখে বিদ্যালয়গুলির নির্ম্মাণ স্থান মনোনয়ন করা উচিত।

বিদ্যালয় বাটিকা কিরূপে নির্ম্মিত হ'বে তার বিস্তৃত ও পুংখানুপুংখ নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে যাতে আলো-বাতাসের প্রাচুর্য্য থাকে, যাতে সেখানে প্রয়োজনমত উত্তাপ, ঠাণ্ডা ও গরম জল, আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত মলমূত্রশালা ইত্যাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থাদি থাকে তার জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে যাতে শিক্ষকগণের ঘর, চিকিৎসকের ঘর, কাপড়চোপড় শুকনো করবার ঘর, ভাণ্ডার, এক বা তার বেশী খাবার ঘর থাকে তারও ব্যবস্থাদি করা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায় পরিচালিত অথবা স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ

পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে সবাক চিত্রাদি দেখবার ও রেডিও শোনবার ব্যবস্থাদি করবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ-বিষয়ে যদি কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর্থিক অনটন-বশত ঠিকমত নির্দ্দেশ পালনে অসমর্থ হয়, তাহলে তাদেরকে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিদ্যালয় সম্বন্ধে এ-হেন ব্যাপক ব্যবস্থা দেখে একটি কথা স্বতঃই মনে আসে যে ব্রিটিশ জাতি আজ শুধু কাগজে-কলমে শিক্ষার রূপ দিয়েই ক্ষান্ত হয়ে থাকতে চায় না। যাতে এই শিক্ষা দেশের সর্ব্ব-সাধারণের জন্য অনুকূল আবহাওয়া ও পরিগমের মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে সে-বিষয়েও তারা আজ কৃতসংকল্প। এতদিনের সামাজিক অসাম্য আজ দূরীভূত হতে চলেছে। উপযুক্ত শিক্ষালাভে যে ধনী নির্ধনের সম-অধিকার এ-নীতি বোধ হয় ইংলণ্ডে এই প্রথম স্বীকৃত হলো।

১৩। **ধর্ম্মমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান** :— ১৮৭০ সাল থেকে রাষ্ট্র ও স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয় এবং বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মঘেঁষা বা কোন গির্জ্জা-পরিচালিত বিদ্যালয়-গুলির কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হবে কি না এবং দিলে তা কি ভাবে দেওয়া হ'বে এ-সব ব্যাপার নিয়ে একটা ভীষণ মনোমালিন্য ও মনকষাকষি চলে আসছিল। এর একটা সুমীমাংসা এতদিন হয় নি। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে এই বিবাদের একটা পরিণতি হয়েছে। একটু অনুধাবন করলে বোঝা যাবে এতে জয় হয়েছে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলোর। কারণ বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা ও নবপদ্ধতি অনুসারে বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণে সরকারী অর্থসাহায্য ইত্যাদি ব্যাপারে সরকার এঁদের কথাই মেনে নিয়েছে। ১৮৭০ ও ১৯০২ সালের শিক্ষা আইনে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যাপার নিয়ে পার্লামেণ্টে এক ভীষণ উষ্মা ও রেষারেষির সৃষ্টি হয়ে সেখানকার আবহাওয়াকে দিয়েছিল বিষিয়ে। কিন্তু ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধি পার্লামেণ্টে আলোচিত হবার আগে থেকেই বিভিন্ন দলের মধ্যে বেশ একটা আপোষ-মূলক মনোভাব পরিদৃষ্ট হয়েছিল।

ইংলণ্ডের বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় পরিচালনা করে থাকেন। এই সকল বিদ্যালয় সাধারণত সংগৃহীত চাঁদা বা বিশেষ বিশেষ বদান্য ব্যক্তির দানে পুষ্ট হয়ে থাকে। তাই এগুলোকে স্বেচ্ছিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অথবা সরকারীসাহায্যবঞ্চিত বিদ্যালয় বলা হয়ে থাকে। এই প্রকার শিক্ষায়তনের বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে এরা নিজের গির্জ্জার মতানুসারে এবং বেশীক্ষণ ধরে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়ে থাকেন। এই কারণে ধর্ম্মকুণ্ঠ জনসাধারণ ও পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যেও এই ধর্ম্ম-ঘেঁষা শিক্ষায়তনগুলো সম্বন্ধে একটা বিরূপ ভাব আছে। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে ইংলণ্ডে রাষ্ট্র শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবার আগে এই পর্য্যায়ের বিদ্যায়তনগুলো জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার উদার আলোক বিকিরণ করে প্রভূত জনকল্যাণ সাধন করেছে। আর তা ছাড়া সমগ্র দেশ যখন সংগ্রামজনিত সঙ্কটকালের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে তখন দেশের অভ্যন্তরে ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে কোনপ্রকার বাদবিতণ্ডা বা নীতিগত কোন বিবাদের কথা উত্থাপন করা একেবারে অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হয়েছিল। তাই ১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইনে দেখা যায় বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত বিদ্যালয়গুলোর ওপর অত্যন্ত ভদ্র ও সহৃদয় ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য এই প্রকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলোর দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। এদের বাড়ীঘরগুলো ছিল পতনোন্মুখ এবং এদের আথিক সঙ্গতির দিকটা একটুও আশাপ্রদ ছিল না।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা নিয়ে ইংলণ্ডের শিক্ষাবিদদের মধ্যে যে অবাঞ্ছিত দলাদলির-সৃষ্টি হয়েছিল তার একটা সুচিন্তিত মীমাংসা করার প্রয়াস করা হয়েছে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে। স্বৈচ্ছিক শিক্ষায়তন-গুলোকে তিনটি পর্য্যায়ে ফেলে যায়। যথা—সাহায্যপ্রাপ্ত, নিয়ন্ত্রিত ও বিশেষ চুক্তি সম্পন্ন। সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় হবে সেইগুলো যে-গুলোর কর্ত্তৃপক্ষগণ বিদ্যালয় গৃহের পুনঃ সংস্কার বা উন্নয়নের অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করতে বা তুলতে সমর্থ ও ইচ্ছুক। এ সব ক্ষেত্রে বাকী অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করবে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ। এ হেন বিদ্যালয়ে ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলোর নিজেদের শিক্ষক নিযুক্ত করবার এবং নিজেদের

অভিরুচি অনুযায়ী ধর্ম্মশিক্ষা দেবার অধিকার থাকবে। কিন্তু যদি কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলো বাকী অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক, সেসব স্থানে স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ সমস্ত ব্যয় বহন করবার দায়িত্ব নেবেন এবং এহেন বিদ্যায়তনগুলো নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়ের পর্য্যায়ে পড়বে। এসব বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাঁদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। একমাত্র এসব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে তাঁদের মতামত নেওয়া হবে। তাঁদের বিশেষ বিশেষ শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয়ে দুঘণ্টার বেশী যে ধর্ম্মশিক্ষার রেওয়াজ চলে আসছে তা আর স্বীকার করা হবে না। সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে ধর্ম্মপাঠ্যসূচী নির্দ্ধারিত হয়েছে তদনুসারে অন্য সময় সে পাঠ্যসূচী অনুসারে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হবে। এ-সব বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং এ-সব ক্ষেত্রে যাঁরা যাজন নন, তাঁদের প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার একে একে আরম্ভ হবে।

বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায় পরিচালিত কয়েকটি বিদ্যালয়ে সিনিয়র ছেলেমেয়েদের পাঠ ব্যবস্থা ছিল ইংলণ্ডে। ১৯৩৬ সালের শিক্ষা আইনে এরূপ স্থিরীকৃত হয় যে এই সব সিনিয়র ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণের উদ্দেশে শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ ব্যয়ভার বহন করবার প্রস্তাব করে আবেদন-পত্র চাওয়া হয়েছিল। যথানির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই প্রকার বিদ্যালয়গুলো থেকে পাঁচশর কিছু বেশী দরখাস্ত পড়েছিল। এতে এই সব বিদ্যালয়ের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ছেলেমেয়েদের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বসমর বেধে যায়। ফলে এইভাবে মাত্র ৩৭টি বিদ্যালয় গৃহের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। যুদ্ধে আবার এ-ধরণের বহু বিদ্যালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাই ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে ১৯৩৬ সনের শিক্ষাবিধির সাহায্যপ্রস্তাব পুনরুপস্থাপিত করা হয়েছে। এর ফলে নূতনতম শিক্ষাব্যবস্থায় গৃহনির্ম্মাণ ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ করা এই ধরণের সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়গুলোর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এই শ্রেণীর

বিদ্যায়তনগুলোকে বিশেষচুক্তি-সম্পন্ন বিদ্যালয়ের পর্য্যায়ে ফেলা যায়। এরূপ অর্থসাহায্যের ফলে যে সব স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের মধ্যে যাজকীয় প্রভাব নেই তাঁদের ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হয়েছে। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগ ও অপসারণ করবার ক্ষমতা তাঁদের হাতে এসেছে। এ-সব বিদ্যালয়ে অবশ্য যাঁরা ধর্ম্মশিক্ষা দেবেন, সে-ধরণের বিশেষ শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতামত নিয়ে কাজ করতে হবে। এ-সব বিদ্যালয়ে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এদের কর্তৃপক্ষের একতৃতীয়াংশ নিজেরাই মনোনীত করতে পারবেন। এ-সব বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা যাজকীয় মতেই হবে—এ ব্যবস্থা করা হলো।

১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে—সর্ব্বপ্রকার বিদ্যালয়ে সকল স্তরে ধর্ম্মশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের কাজ সমবেত প্রার্থনা বা কোন না কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান দিয়ে আরম্ভ হবে। আইনের সাহায্যে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসে এই প্রথম করা হলো। স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার কার্য্যসূচী সর্ব্বজনগ্রাহ্য হওয়া প্রয়োজন। সেই কার্য্যসূচী বিশেষ কোন ধর্ম্ম-ঘেঁষা হলেই গোলমালের সৃষ্টি হয়। অবশ্য কোন অভিভাবকের ধর্ম্মশিক্ষায় আপত্তি থাকলে তাঁর ছেলেমেয়েকে ধর্ম্মশিক্ষায় যোগদান করতে হবে না।

এখন থেকে ইংলণ্ডে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ পরিচালিত এবং বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায় পরিচালিত দুধরণের বিদ্যালয় পাশাপাশি থাকায় নানাবিধ জটিল ও দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এসব নিয়ে অবশ্য বিতর্ক বিতণ্ডার অন্ত নেই। ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে সেই বিক্ষোভকে আপোষমূলক আবহাওয়ার মাধ্যমে বহুলাংশে প্রশমিত করার প্রয়াস করা হয়েছে। যাজক সম্প্রদায় পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোর যে এতে খুব সুবিধা হয়েছে এ-কথা বলাই বাহুল্য। এর ফলে এদের অর্থাভাব যে দূরীভূত হলো তা নয়। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিজ্ঞানসম্মত

সাজ-সরঞ্জামযুক্ত বিদ্যালয় গৃহ এরা পাবে। সর্ব্বোপরি এদের লাভ হলো এই যে এই সব ধর্ম্মসম্প্রদায় স্ব স্ব মতানুযায়ী নিজেদের বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে পারবে।

১৪। **বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা** :—এতদিন অর্থাৎ ১৯৪৪ সালের আগে ইংলণ্ডে যে সব বিদ্যালয় কোন প্রকার সরকারী সাহায্য বা স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের কোন সাহায্য পেতো না, সেগুলোর নাম বোর্ড অব এডুকেশনে রেজেষ্ট্রি করা বা সেগুলো পরিদর্শন করবার কোন নিয়ম ছিল না। যে সব বিদ্যালয় স্বেচ্ছায় পরিদর্শন করাতে চাইতো, কেবলমাত্র সেগুলো বোর্ড অব এডুকেশনের পরিদর্শকরা পরিদর্শন করতেন। ইংলণ্ডের বহুপ্রসিদ্ধ আবাসিক পাবলিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বহির্ভূত ছিল। সুতরাং সেগুলোর পরিদর্শনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এ সব বিদ্যালয়ে অবশ্য কোন প্রকার তদারকী না করলেও চলতো। কিন্তু এই অব্যবস্থার আওতায় বহু নিকৃষ্ট ধরণের আভিজাত্য—অন্ধ মালিকানা বিদ্যালয়ও নিজেদের ইচ্ছামত অবলীলাক্রমে চলতে পারতো। এই বিদ্যালয়গুলোই ছিল ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার কালিমা স্বরূপ। ১৯৩২ সনের তদন্ত কমিটি এদের সংখ্যা ধার্য্য করেছিলেন দশ হাজার। এই তদন্ত কমিটি বলেছিলেন যে এই ধরণের প্রায় আট হাজার বিদ্যালয় একেবারে বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে। এখন থেকে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের নাম শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে রেজেষ্ট্রি করা হবে এবং শিক্ষামন্ত্রীর পরিদর্শকগণ সর্ব্বস্তরের সকল প্রকার বিদ্যালয় পরিদর্শন ক'রে তাঁদের মতামত প্রকাশ করবেন। প্রয়োজন বোধ করলে শিক্ষামন্ত্রী অবাঞ্ছিত বিদ্যালয়গুলোকে রহিত করতে পারবেন। প্রাইভেট ও স্বাধীন বিদ্যালয়গুলোর জন্য শিক্ষামন্ত্রী একজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেছেন।

১৫। **শিক্ষামূলক গবেষণা** :—১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে শিক্ষা গবেষণার মত দুরূহ ব্যাপারেও সুব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি কোন স্থানীয় শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষ অথবা শিক্ষামূলক কোন প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা-গবেষণার কার্য্যে লিপ্ত থাকে, তাহ'লে তাকে শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর থেকে অর্থ সাহায্য করবার ব্যবস্থা করা হ'লো। স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগুলোর সীমানার মধ্যে যাতে বিস্তৃততর ভাবে গবেষণার কাজ চলে সে-বিষয়ে বিশেষ অনুজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষবিষয়ে যে গবেষণার একান্ত প্রয়োজন, সে কথা আজকাল সবাই স্বীকার করছেন। পরীক্ষামূলক কাজে লিপ্ত থেকে, ঠেকে শিখে বা ভুল পথে চলে শিক্ষায় সুফল লাভ করার আশা বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। এতে অযথা শক্তির অপচয় হয়। তাই বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার পথে চললে সময় ও শক্তি অযথা নষ্ট হবার আশঙ্কা কম। এভাবে চললে দ্রুত সুফল আশা করা যায়। কিন্তু ইংলণ্ডে এবিষয়ে সরকারী শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়েছে বহুদিন ধরে। মাত্র কয়েক বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে ইংলণ্ডে "শিক্ষা-গবেষণা-পরিষদের" প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাও আবার হ'য়েছে বিদেশীর অর্থানুকুল্যে। কাজেই ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনের এই ব্যবস্থা সকলের মনঃপুত হয়েছে এবং সকলের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করেছে। শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যাপারে ম্যাকনেয়ার রিপোর্টেও এবিষয়ে বিশেষ বিশেষ সুপারিশ করা হয়েছিল। এই রিপোর্টে শিক্ষামন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ বা বিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি "শিক্ষা গবেষণা পরিষদ" স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। এতে ইংলণ্ডে শিক্ষা গবেষণার কাজ দ্রুত অগ্রসর হয়েছে।

১৬। *শিক্ষয়িত্রীদের বিবাহ-অন্তরায় অপসারণ* :—আগে দেখা যেত যে ইংলণ্ডে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ নানা কারণে বিবাহিত শিক্ষিকাকে কার্য্যে নিয়োগ করতে সহজে সম্মত হতেন না। অনেক সময় দেখা যেত যে কর্ম্মরতা কুমারী শিক্ষয়িত্রী বিবাহের পরে কার্য্য থেকে বরখাস্ত লিপি পেতেন। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে রাষ্ট্র ও স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয়ে এহেন অবিচার বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। বরং সুখের বিষয় এই যে শিক্ষয়িত্রীর জনপ্রিয়তা ইংলণ্ডে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়েছে।

১২। স্থানীয় শিক্ষা পরিচালনা :—স্থানীয় শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা ব্যাপারে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে শিক্ষাবিষয়ক কোন কাজই স্থানীয় শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীনে থাকবে না। শিক্ষামূলক কার্য্যাদি হবে শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদনসাপেক্ষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে শিক্ষা-ক্ষেত্রে সংহতি সাধনের শত প্রয়াস সত্ত্বেও অসংহতি থেকেই যাচ্ছে। ইংলণ্ডের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার যাজকীয় এবং যাজকেতর দ্বিবিধ ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে মতবৈষম্য এবং তজ্জনিত কলহের সৃষ্টি করেছে। শিক্ষা পরিচালনা ব্যাপারেও স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে দুরকম ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার অগ্রগতির পথে নানাবিধ অন্তরায় দেখা দিচ্ছে। ১৯০২ সালের শিক্ষা আইনে এরূপ স্থিরীকৃত হ'য়েছিল যে, যে সব মিউনিসিপ্যালিটি বা সহরতলী এলাকার জনসংখ্যা হ'বে যথাক্রমে দশহাজার ও কুড়ি হাজারের ওপরে তাদের শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষেরা কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এর চাইতে বৃহত্তর শাসন এলাকার শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষেরা অর্থাৎ কাউন্টি-কাউন্সিল এবং কাউন্টি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলগুলো প্রাথমিক ও উচ্চতর এই দ্বিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থাদি করবেন। এর ফল হচ্ছিল ইংলণ্ডের প্রায় তিনশতাধিক শাসন-এলাকার শিক্ষার অব্যবস্থা। এই অব্যবস্থা দূর করবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে এরূপ স্থির করা হলো যে কেবলমাত্র বৃহত্তর শাসন এলাকার স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগণ অর্থাৎ কাউন্টি-কাউন্সিল এবং কাউন্টি কাউন্সিলগুলোই এখন থেকে সকল প্রকার শিক্ষার পরিচালনা করবেন। এতে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেকে নেমে এসেছে। কিন্তু এতে যে গোলযোগের অন্ত হয়েছে এ-কথা বিশ্বাস করা যায় না। বরো কাউন্সিল এবং সহরতলী কাউন্সিলগুলো তাঁদের কর্ত্তৃত্ব ছাড়তে চাইবেন কেন? ফলে একটা আপোষ মীমাংসার ব্যবস্থা হ'লো। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যেগুলো একটু বড় অর্থাৎ যাদের জনসংখ্যা ১৯৩৯ সালের ৩১শে জুন

পর্য্যন্ত ষাটহাজার বা যাদের অধীনস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা সাতহাজার ছিল ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সে-গুলোকে "ব্যাতিক্রম এলাকা" বলে অভিহিত হলো। এদের শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষগণের ডিভিশন্যাল এক্সিকিউটিভ বলে আখ্যা দেওয়া হ'লো এবং এঁদের এলাকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সর্ব্ববিধ ভার অর্পণ করা হলো। কিন্তু শিক্ষাকর স্থিরীকরণ এবং তা তোলবার ভার বা টাকা পয়সা ধার করবার ক্ষমতা এঁদের থাকবে না। এঁদের শিক্ষা-মূলক কোন পরিকল্পনা কাউন্টি-কাউন্সিলের মারফৎ শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পৌঁছুবে। এতে যে অবশ্য খুব সুফল হ'য়েছে, তা নয়। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অধুনাসৃষ্ট এই ডিভিশন্যাল এক্‌সিকিউটিভ ও কাউন্টি শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হচ্ছে এবং এতে নবতম শিক্ষাপ্রসারের পথে নানাবিধ অন্তরায় দেখা দেবে। "ব্যতিক্রম এলাকা" না সৃষ্টি করলেই বোধ হয় ছিল ভাল। একই এলাকায় ছোট বড় নানাপ্রকার শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের সৃষ্টি হলে সুষ্ঠু শিক্ষাপরিচালনার কাজ বহুলাংশে ব্যাহত হবে সে কথা বলাই বাহুল্য। স্থানীয় উদ্যম ও উৎসাহ প্রশংসার্হ সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা তীব্র বিরোধিতা ও মনোমালিন্যের কারণ হ'য়ে পড়ে। ছোট ছোট স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃ-পক্ষের আর্থিক সঙ্গতি কম। তাই জাতির বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের অপমানিত বা লাঞ্ছিত বোধ করা কোনপ্রকারে যুক্তিযুক্ত হবে না।

১৮। **সময় তালিকা**ঃ—১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগণকে এইপ্রকার দির্দ্দেশ দেওয়া হ'লেছিল যে ১৯৪৪ সালের ১লা এপ্রিলের আগে তাঁরা শিক্ষামূলক নানা প্রতিষ্ঠানের মত নিয়ে শিক্ষাবিষয়কে পরিকল্পনাগুলো শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে পেশ করবেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল কাজটি অত্যন্ত জটিল এবং বৃহৎ। তাই স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের পরিকল্পনাগুলো প্রস্তুত করে উঠতে পারেন নি। শিক্ষামন্ত্রীকে বাধ্য হয়ে কিছু বেশী

সময় দিতে হ'লো। প্রায় দেড়শ স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের মধ্যে মাত্র ষাটটি স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ তাঁদের সুচিন্তিত পূর্ণ পরিকল্পনা পাঠাতে পেরেছিলেন এবং আরও গোটাকুড়ি তাঁদের পরিকল্পনার প্রথম দফাটুকু পাঠাতে পেরেছিলেন। এই পরিকল্পনাগুলোতে যে ব্যয়ের দিক ছিল তা ভেবে দেখবার বিষয়। বিদ্যালয়গুলোর বাড়ীঘর, মাঠ, ইত্যাদির অপৌনঃপুনিক ব্যয় হ'বে অনুমানিক ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ আমাদের হিসেবে একহাজার পঞ্চাশ কোটি থেকে প্রায় বারশ কোটি টাকার কাছাকাছি।

আগেই বলা হয়েছে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক ও বিদ্যালয় গৃহাদির অভাবের জন্য ইংলণ্ডে পনের বছর পর্য্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষা কিছুকাল স্থগিত রাখা হ'বে। নানা অসুবিধা থাকা সত্বেও ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এই নবতম ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। ঐ সময়কার পরিসংখ্যান অনুসারে দেখা গেছে যে চোদ্দ বছরের বেশী বয়সের ৪ লক্ষ ছেলেমেয়েরা আরও এক বছর শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে। এই সব ছেলেমেয়ে যুদ্ধোত্তরকালে দেশের অর্থনৈতিক ব্যাপক মন্দার দিনে কারখানা, অফিস বা ব্যবসায়ে ঢুকে রোজগার ক'রে বাপমায়ের আয়ের দিকে খানিকটা সুরাহা করতে পারতো। এর ওপর যুদ্ধের পর ইংলণ্ডের লোকসংখ্যার অভাব ছিল কিন্তু ইংলণ্ডের গরীব পিতামাতা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন ব'লে তাঁরা তাঁদের সন্তানসন্ততিদের শিক্ষাগ্রহণের কালকে আর এক বছর বাড়াতে কোনপ্রকার আপত্তি তোলেন নি। কিন্তু ইংলণ্ডের অতীতের শিক্ষার ইতিহাস অন্যরূপ। এক বছর ছাত্রছাত্রীর বিদ্যালয়গমনের বয়স বৃদ্ধির ফলে ইংলণ্ডের জনসাধারণের প্রভূত উপকার হয়েছে এবং এতে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রমাণিত হ'লো যে সন্তানসন্ততিদের শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডের পিতামাতারা ব্যক্তিগত ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার ক'রে ত্যাগ করতে শিখেছে।

১৯। **১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনের ব্যয়ের দিক**:—ইংলণ্ডে

শিক্ষা বাবদ যে ব্যয় হয় তার বেশীর ভাগ আসে জাতীয় আয় থেকে। জাতীয় আয় বলতে বোঝায় শিক্ষার জন্য পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক ধার্য্য করা বা স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ধার্য্য করা মোটামুটি ধরণে বলা যায় ১৯৪৪ সালে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগণকে পার্লামেণ্ট তাঁদের ব্যয়ের অর্দ্ধেকের বেশী সাহায্য হিসেবে দিতেন। কিন্তু ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে যে সব সংস্কারের প্রবর্ত্তন প্রস্তাব করা হয়েছে, সেগুলোকে কার্য্যকরী করতে হলে আরও অর্থের প্রয়োজন। প্রস্তাবিত সংস্কারের জন্য যে অর্থব্যয় হবে তার বেশীর ভাগ খরচ শিক্ষামন্ত্রী বহন করবেন বলে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ১৯৪৪-৪৫ সনের শিক্ষাবাবদ পরিসংখ্যান অনুসারে জানা যায় যে ঐ বৎসরে শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে ব্যয় হয়েছিল ৬ কোটি এক লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় আটানব্বই কোটি টাকা। স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের ট্যাক্সলব্ধ অর্থ হতে ব্যয় হয়েছিল পাঁচ কোটি চব্বিশ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৮১ কোটি টাকা। ১৯৪৪ সালের ১লা এপ্রিল থেকে প্রত্যেক স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের জন্য শিক্ষামন্ত্রী শতকরা ৫ পাউণ্ড ক'রে সাহায্য বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। যে সব স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের আর্থিক সঙ্গতি ভাল নয়, তাঁদের প্রধান গ্রাণ্টের উপরেও অধিকতর অর্থ সাহায্য করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে। যুদ্ধোত্তরকালে ইংলণ্ডে যে সব জরুরী ট্রেনিং কলেজ খোলা হয়েছে সে সব কলেজ ও বিদ্যালয়ে দুধ, খাদ্য ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থাদির ব্যয় স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগণকে করতে হয় না; এ-সবের ব্যয়ভার শিক্ষামন্ত্রী বহন করে থাকেন।

ইংলণ্ডে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সে-সব শিক্ষামন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যেটুকু যোগাযোগ আছে এদের সঙ্গে তা শুধু শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থা, বয়স্ক-শিক্ষা এবং সরকার প্রদত্ত বৃত্তি অথবা ভাতা ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে। কিন্তু তাহলে হবে কি ? এই সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যয়মঞ্জুর কমিটির মাধ্যমে যথেষ্ট

পরিমান অর্থ সাহায্য করা হয়। ১৯৪৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের অর্থসচিব পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেছিলেন যে আগামী দু বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাহায্যের পরিমাণ একুশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় তিন কোটি বাইশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা থেকে উনষাট লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় আট কোটি পঁচাশী লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই সঙ্গে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে এই সাহায্যের পরিমাণ ভবিষ্যতে আরও বাড়ানো হবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাড়ীঘর, যন্ত্রপাতি লাইব্রেরির বই ইত্যাদি ব্যাপারের অপৌনঃপুনিক ব্যয় বাবদ আগামী দশ বছরের মধ্যে এক কোটি সাতাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ আটাশ কোটি বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার মত দেওয়া হবে।

দেশের গরীব অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রী যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ সুবিধা পায় সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষামন্ত্রী ৩৬০টি সরকারী বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এই সরকারী বৃত্তির সাহায্যে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা ও অনার্স কোর্স পড়ার যাবতীয় খরচ অনায়াসে মেটানো যায়। হিসাব করে দেখা গেছে যে সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর দুই-তৃতীয়াংশই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা শিক্ষালাভ করে, তারাই পেয়ে থাকে। আপামর জনসাধারণের সন্তান-সন্ততির প্রতিভার স্ফুরণ এতদিন বহুলাংশে প্রশমিত হয়েছিল। বর্ত্তমানের এই ব্যবস্থায় সেই অন্তরায় এখন অপসারিত হয়েছে। ইংলণ্ডের গণদেবতা আজ জেগে উঠেছে। অভিজাত্যের শিথিলভিত্তি আজ পতনোন্মুখ।

ইংলণ্ডের মেধাবী কিন্তু গরীব ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকারী বৃত্তি বা ভাতা দেবার ব্যবস্থা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বা বিশেষ বদান্য প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক বৃত্তি, ষ্টাইপেণ্ড ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা আছে। ইংলণ্ডের অন্যান্য জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সদুদাহরণ অনুকরণ করে থাকেন। ফলে দেখা গেছে, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের ছাত্রছাত্রীদের শতকরা প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন বেশ ভাল অর্থ সাহায্য

পায়। ইদানী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী অনেক বেড়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। কাজেই ইংলণ্ডের অর্থসচিবের কথানুসারে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ যে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে সেই কথাই আমাদের বার বার মনে পড়ে।

২০। **পাঠ্যবহির্ভূত শিক্ষাঃ শরীর শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা ও চিত্তবিনোদনঃ**—১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধির সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক ও গঠনমূলক দিক হলো দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর ছেলেমেয়েদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সরকারের ঐকান্তিক প্রয়াস। এই কাজে অবশ্য স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের যথাসম্ভব সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে এই আইনে। যাতে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ক্যাম্প, অবকাশ সময়ে নানান্ রকমের অভিযান, খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার, সন্তরণবাপী ইত্যাদির ব্যবস্থা করার জন্য স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষগণের উপর নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নব ব্যবস্থা আধুনিক শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। ইংলণ্ডে এই সর্ব্বপ্রথম পাঠ্যবহির্ভূত শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপের বিধিসম্মত মর্য্যাদা দেওয়া হলো।

উপর্যুক্ত বিবরণে ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধির একটা মোটামুটি পরিচয় দেবার প্রয়াস করা হয়েছে। এই আইন প্রবর্ত্তনের ফলেইংলণ্ডের শিক্ষাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে চল্‌তে আরম্ভ করেছে। এর ফলে সমগ্র দেশে অভাবনীয় রূপান্তর হবে এবং দেশ যে শিক্ষার দিক থেকে বহুলাংশে প্রগতিশীল হয়ে উঠবে, সে-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের শিক্ষার জন্য এত বৈচিত্র্যময় এবং ব্যাপক ব্যবস্থা ইংলণ্ডে ইতিপূর্ব্বে আর কখনো অনুষ্ঠিত হয় নি।

এই শিক্ষাবিধিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অধিকতর শিক্ষা ধারাবাহিকভাবে যাতে জনসাধারণের পক্ষে সহজলব্ধ ও সুগম হ'য়ে ওঠে তার ব্যবস্থাদি করা হয়েছে। অবশ্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রকৃষ্ট রূপ কেমনতর হবে তার জন্য ধরা বাঁধা কোন নিয়ম করে দেওয়া

হয়নি। এর আগে হ্যাডো, সেপন্স কমিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর রূপ স্থিরীকরণের জন্য বহু পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে প্রকৃষ্ট রূপের অভাব তার কারণ রয়েছে ইংরেজদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যে। এরা ধরাবাঁধা কোন বিষয়ের নিগড়ে আবদ্ধ থাকতে চায় না। বৈচিত্র্য ও পরীক্ষা নিয়েই এদের কাজ কারবার। তাই মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক ক্রিয়াকর্ম্মের ও বৈচিত্র্যের যথেষ্ট অবকাশ রাখা হয়েছে। একটা বাঁধাধরা ছাঁচে সব বিদ্যালয়গুলোকে ঢাল্‌লে, নবতম অবদান বন্ধ হ'য়ে যায়। তাই ব্রিটিশ সরকার তাঁদের শিক্ষা বিবৃতিতে মেনে নিয়েছিললেন যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির বৈচিত্রময় ও পরীক্ষামূলকরূপ থাকবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক দিদ্যালয়ে প্রবেশের পরীক্ষা-প্রণালী ও মনোনয়ন প্রথা সম্বন্ধে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন একেবারে নীরব বললেই চলে। এতে অবশ্য ফল ভালই হয়েছে। দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বৈচিত্র্যময় করার অবকাশ রেখে নানান ধরণের বিদ্যালয় নিয়ে ইংলণ্ডে আজকাল পরীক্ষা চলেছে। হয়তো এই গবেষণার মাধ্যমে পরিণামে ইংলণ্ডের মাধ্যামিক শিক্ষার এমন একটি রূপ স্থিরীকৃত হ'বে যা দিয়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণের সর্ব্বরুচির ও সর্ব্বপ্রয়োজনের চাহিদা মেটানো যায়। তাই বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে দেখ্‌তে পাওয়া যায় লণ্ডন, মিড্‌লসেক্স প্রভৃতির স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণ বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করছেন। এইসব বহুমুখী বিদ্যালয়ে জ্ঞানমুখী অত্যাধুনিক ও যান্ত্রিক বিদ্যালয়গুলিতে যুগপৎভাবে সব রকমের বিষয়গুলো শেখাবার ব্যবস্থা থাকবে। এর ফলে সুবিধা হ'লো এই যে যদি কোন ছাত্রছাত্রী কিছুদিন এক ধরণের বিষয় পড়ার পর তার ১৩ অথবা ১৪ বছর বয়সের সময় মনে করে, যে ধরণের বিষয়গুলোতে সে পড়ছিল সেগুলো তার আর ভাল লাগ্‌ছে না, তাহ'লে তার অভিলাষ অনুযায়ী যে কোন ধরণের পড়া সে অনায়াসে আরম্ভ করতে পারবে। এতে নতুন বিদ্যালয় বদলাবার ও নবতম পরিশ্রমের হাঙ্গামা থেকে সে অনেকাংশে রেহাই পাবে। যাতে বিভিন্ন

প্রকারের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় হ'তে পারে তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য বহুমুখী বিদ্যালয়গুলোই হ'লো যথোপযুক্ত স্থান। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে কোন কোন স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ ব্রিটিশ সরকারের বিবৃতি অনুমোদিত তিন ধরণের আলাদা আলাদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করেছেন। আবার কতকগুলো স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ দ্বিমুখী বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তন করছেন। মোটের ওপর মাধ্যমিক শিক্ষা কি প্রকার হ'লে দেশের সমগ্র জনসাধারণের কল্যাণ হয় তা নিয়ে ইংলণ্ডে এখনো পরীক্ষা আর গবেষণার অন্ত নেই। এমনও স্থির হ'য়েছে যে যান্ত্রিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাটিং, বুককিপিং ইত্যাদি বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়গুলো তের বা চৌদ্দ বছরের পর অর্থাৎ উচ্চতর শ্রেণীতে পড়ানো হ'বে। এর আগে এই সব বিষয় কোন শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শেখাবার ব্যবস্থা ছিল না। হয় ছুটির পর আলাদা শ্রেণীতে, না হয় শনিবার সকালে পড়াবার চেষ্টা করা হ'তো।

প্রকাশক :—
বি, এল, চক্রবর্ত্তী বি, এস, সি
নিউ এড্‌কেশনাল পাবলিসার্স
১২৭এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড,
কলিকাতা-২৬।

ডি, পি, মিত্র কর্ত্তৃক
এলম্‌ প্রেস হইতে মুদ্রিত
৬৩, বিডন্‌ ষ্ট্রীট।

কভার মুদ্রনে :—
বিজলী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১২৯এ এবং বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড,
কলিকাতা-২৬।

মূল্য—চারি টাকা মাত্র